দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শুক্রবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৫২ ॥ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ॥ ০৫ আশ্বিন ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৬ রবিঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ॥ মূল্য ৫ টাকা

দেশবাসীর অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে: দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, এ দেশের মানুষ গণতন্ত্রের জন্য, স্বাধীনতার জন্য একাত্তর সালে রক্ত দিয়েছে। সেই গণতন্ত্র আমরা বারবার হারিয়েছি। এখন একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য আমি এই সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও উপদেষ্টাদের আহ্বান জানাবো। বেশি সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, দেশবাসীকে পরীক্ষায় ফেলা ঠিক হবে না। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। গত ১৬ বছর তারা ভোট দিতে পারেনি। এখনও যদি দিতে না পারে তাহলে সেটা দুঃখজনক হবে, এটা ঠিক হবে না। গতকাল বৃহস্পতিবরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে 'দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও' আন্দোলনের উদ্যোগে 'গণহত্যাকারী খুনি শেখ হাসিনার ও তার দোসরদের বিচারের দাবিতে' এক মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন।

অর্থ পরিশোধ না করায় শঙ্কায় নন-ইউরিয়া সার আমদানি

স্টাফ রিপোর্টার : সারের মূল্য পরিশোধ না করায় সরবরাহকারী চার দেশ সার রফতানির চুক্তি বাতিল করেছে। বিগত সরকারের আমলে আমদানি করা সারের প্রায় এক হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়নি। আর চুক্তির খেলাপ হওয়ার কারণেই সরবরাহকারী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে সার রপ্তানির চুক্তি বাতিল করে। এমন অবস্থায় তিন মাস ধরে বন্ধ রয়েছে নন-ইউরিয়া জাতীয় সার আমদানি। তবে অন্তবর্তী সরকার ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় সার আমদানির দ্রুত উদ্যোগ নিয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বাংলাদেশে সার রপ্তানি করা চারটি দেশ হলো চীন, সৌদি আরব, মরক্কো ও কানাডা। বর্তমান সরকার ওসব দেশের সারের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে আমদানি শুরু করতে চাচ্ছে। অন্তবর্তী সরকার এর মধ্যে চীনের বকেয়া অর্থ আংশিকভাবে পরিশোধ করেছে। চীনের পাওনা ৬০ লাখ ডলার পরিশোধ করা হয়েছে। আরো প্রায় দুই কোটি ৫৩ লাখ ডলার বকেয়া পরিশোধের জন্য অর্থ ছাড়করণ অনুমোদন করা হয়েছে। ওই অর্থ থেকে সৌদি আরবের এক কোটি ৫৮ লাখ ডলার এবং মরক্কোর জন্য ৮৪ লাখ ৯০ হাজার ডলার এবং কানাডার জন্য ১০ লাখ ডলার পরিশোধ করা হবে। অর্থ পাওয়া মাত্র বকেয়া বাকি অর্থ পরিশোধ

করা হবে। আর বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে পারলে অন্যান্য দেশ থেকে সার আমদানি আরো সহজ হবে। সূত্র জানায়, দেশে প্রায় ৬৫ লাখ টন সারের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে ২৬ লাখ টন ইউরিয়া, সাড়ে সাত লাখ টন টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট), সাড়ে ১৬ লাখ টন ডিএপি (ডাই-অ্যামোনিয়া ফসফেট) এবং সাড়ে আট লাখ টন এমওপি সারের চাহিদা রয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য সারের চাহিদা প্রায় আট লাখ টন। এর মধ্যে দেশে ইউরিয়া সার উৎপাদন হয় ৯-১০ লাখ টন। ইউরিয়া সার মূলত মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ থেকে আমদানি করা হয়। এ ছাড়া টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সার আমদানি করা হয়। সব মিলিয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি দিতে হয়েছে।

সূত্র আরো জানায়, সার আমদানি বাবদ গত ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের কাছে সৌদি আরব পাবে এক কোটি ৫৮ লাখ ডলার, মরক্কোর পাওনা দুই কোটি ১০ লাখ ডলার এবং কানাডা পাবে এক কোটি ৩০ লাখ ডলার। এছাড়া এসব দেশ থেকে সার আমদানি করতে জাহাজভাড়া বকেয়া রয়েছে প্রায় তিন কোটি এক লাখ ডলার। সব মিলিয়ে সার কেনা বাবদ বাংলাদেশকে প্রায় আট কোটি আট লাখ ডলার পরিশোধ করতে হবে

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে ২৯ লাখ টাকা সহায়তা দিল ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে ২৯ লাখ টাকা সহায়তা দিলেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কর্মকর্তা-কর্মচারিরা। গতকাল বৃহস্পতিবরা গণমাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন ইসির জনসংযোগ পরিচালক মো. শরিফুল আলম। তিনি জানান, সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য-সহায়তা প্রদান করে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ০১ দিনের মূল বেতন ২৯,০৮,২৬৯/- (উনত্রিশ লক্ষ আট হাজার দুইশত উনসত্তর টাকা) "প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে" জমা প্রদানের লক্ষ্যে এসংক্রান্ত ০১টি চেক স্বাক্ষর করে প্রদান করা হয়েছে। সেটি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে। আগস্টে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এতে লাখ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম

নিউইয়র্কে হবে না ড. ইউনূস-মোদির বৈঠক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাঝে কোনও বৈঠক হবে না। যদিও উভয় নেতাই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন।বিষয়টি সম্পর্কে জানেন এমন কয়েকজন ব্যক্তি ও সূত্রের বরাত দিয়ে বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে দেখা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে না। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা বুধবার এই তথ্য জানিয়েছেন। হিন্দুস্তান টাইমসের দাবি, এই মাসের শুরুর দিকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাইডলাইনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও নরেন্দ্র মোদির মধ্যে বৈঠকের জন্য আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করা হয়েছিল। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে তা দূর করতে সাহায্য করবে এই আশায় ঢাকা এই বৈঠকের বিষয়ে আগ্রহী।তারা বলেছেন, এ ধরনের বৈঠক ভারতের এজেন্ডার অংশ নয়। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে মোদির তিন দিনের সফর ব্যস্ত সময়সূচীতে পরিপূর্ণ থাকবে। মোদি আগামী ২১ সেপ্টেম্বর তিন দিনের সফরে দেশটিতে যাবেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বক্তৃতা করার পাশাপাশি চতুর্দেশীয় জোট 'কোয়াড'-এর শীর্ষবৈঠক এবং

২-এর পাতায় দেখুন

বিশ্বব্যাংক সংস্কার চলা ব্যাংকিংখাতে সহযোগিতা করবে: অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সংস্কার চলা ব্যাংকিংখাতে বিশ্বব্যাংক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, আমাদের ব্যাংকিংখাতে সংস্কার চলছে। এখানে তারা (বিশ্বব্যাংক) সাহায্য করবে। গতকাল বৃহস্পতিবরা বিশ্ব ব্যাংকের দক্ষিণ অঞ্চলীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. মার্টিন রাইজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি এ কথা জানান। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, স্বাস্থ্য ও জ্বালানি শক্তি খাত, খাদ্য, বন্যা ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাপোর্ট নিয়ে কথা হয়েছে। আমরা তাদের কাছে যে প্রস্তাবনা দিয়েছি তাতে তারা মোটামুটি ইতিবাচক। বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে অন্য দাতা সংস্থাগুলো একত্রে সমন্বয় করার কথা বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কারিগরি সহায়তাসহ অন্যান্য বিষয়ে তাদের কোনো কার্পণ্য থাকবে না। দ্বিতীয়ত, আমাদের ব্যাংকিংখাতে সংস্কার চলছে। এখানে তারা

২-এর পাতায় দেখুন

মেট্রোরেল

২০ লাখ টাকায় সংস্কার শেষে আজ খুলছে কাজীপাড়া স্টেশন

মেট্রোরেলের কাজীপাড়া স্টেশন চালু করতে আপাতত খরচ হয়েছে ২০ লাখ ৫০ হাজার টাকা। শুক্রবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই স্টেশনে থামবে মেট্রোরেল। এছাড়া আগামীকাল থেকে সপ্তাহে ৭ দিনই চলবে মেট্রোরেল।বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) প্রধান কার্যালয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রউফ সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান।২০ লাখ টাকায় সংস্কার শেষে শুক্রবার খুলছে কাজীপাড়া স্টেশন ডিএমটিসিএল এমডি আরও বলেন, ২০ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে। এদিন বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল রুটে এবং বিকেল ৩টা ৫০ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত মতিঝিল থেকে উত্তরা উত্তর রুটে ১২ মিনিট হেডওয়েতে (দুই ট্রেনের মধ্যবর্তী সময়) মেট্রোরেল বাণিজ্যিকভাবে চলাচল করবে।
তিনি আরও বলেন, শুক্রবার থেকে চালু হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত কাজীপাড়া মেট্রোরেল স্টেশন। ক্ষতিগ্রস্ত মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশনও দ্রুত চালুর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বৈদেশিক মুদ্রা আইনের মামলায় সালমান-আনিসুল রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কোতোয়ালি থানার বৈদেশিক মুদ্রা আইনের এক মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের ৫ দিনের রিমান্ডে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ নিয়ে চতুর্থ দফায় রিমান্ডে পাঠানো হলো তাদের। গতকাল বৃহস্পতিবরা সকালে শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুর রহমানের আদালত এই আদেশ দেন। এদিন এই মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখানোসহ সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক মো. রাশিদুল হাসান। আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে শুনানি করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তাদের জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে এই রিমান্ডের আদেশ দেন। গত ১৩ আগস্ট রাজধানীর সদরঘাট

২-এর পাতায় দেখুন

ডলার সংকটের কারণে দেশে গ্যাস-বিদ্যুতের ঘাটতি হবে না: উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বলেন, 'ডলার সংকটের কারণে দেশে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট হবে না। যে লোডশেডিং ছিল, তা মোটামুটি কাটিয়ে ওঠা গেছে।' সামনে আরও কমবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। গতকাল বৃহস্পতিবরা 'দেশে গ্যাসের মজুদ পরিস্থিতি এবং ভোলায় গ্যাসের সন্ধান বিষয়ক অপপ্রচার' নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব তথ্য জানান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ভোলা নর্থ গ্যাসক্ষেত্রে ২ টিসিএফ গ্যাস আছে, আর ২ দশমিক ৬ টিসিএফ গ্যাস রিসোর্স আছে; যেটা পাওয়া সম্ভব। তবে পত্রিকায় এসেছে, ভোলা গ্যাসক্ষেত্রে ৫ টিসিএফ গ্যাস রিজার্ভ রয়েছে, যা পুরোপুরি ভুল তথ্য। সারা দেশে আরও ১০০টি কূপ খনন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, এখন থেকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা ছাড়া কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হবে না এবং টেন্ডার দেওয়া হবে না। এসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ নেওয়া হবে। কোনো অনিয়ম করতে দেওয়া হবে না। ভারতীয় কোম্পানি আদানির বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিষয়ে জ্বালানি উপদেষ্টা বলেন, বাজেট সহায়তা হিসেবে বিশ্বব্যাংকের কাছে ১ বিলিয়ন ও এডিবির কাছে ১ বিলিয়ন ডলার চেয়েছে সরকার। এখান থেকে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের পাওনা পরিশোধ করে সামনের সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা হবে। রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চুক্তি বলবৎ থাকায় রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট নিয়ে আপাতত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। চাইলেই চুক্তি বাতিল করা যায় না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ

২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনার ভারতে থাকা উচিত : শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান নিয়ে মন্তব্য করেছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ফার্স্টপোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, অনেক নেতা দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যান। শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও যদি তিনি দেশের বাইরে থাকেন, তবে তাকে বাইরে থাকতে দিন। আমরা সবাই চাই বাংলাদেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক। বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছে।৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে দেশে ছেড়ে ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা। তার ভারতে অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশ ও

২-এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার রাজু ভাস্কর্যের সামনে তাবির এফ এইচ হল, জাবিসহ সারাদেশে হওয়া সকল হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করে নিপীড়নবিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ।

যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ওসি আবুল হাসান রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় যাত্রাবাড়ী থানাধীন এলাকায় শিক্ষার্থী সাকিব হাসান নিহতের ঘটনায় গ্রেপ্তার সংশ্লিষ্ট থানার সাবেক ওসি আবুল হাসানের ৭ দিনের রিমান্ডে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবরা সকালে শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুর রহমানের আদালত এই রিমান্ডের আদেশ দেন। এরআগে মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা যাত্রাবাড়ী থানার সাব-ইন্সপেক্টর মোজাহিদুল ইসলাম তাকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আবুল হাসানের পক্ষে তার আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তার ৭ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকে পিটিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে 'চোর সন্দেহে' একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত তোফাজ্জল হোসেন (৩২) বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার কাঁঠালতলী ইউনিয়নের তালুকের চরদুয়ানী গ্রামের বাসিন্দা। তার বাবা মৃত আবদুর রহমান। তিনি নিজ ইউনিয়নের সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি ছিলেন। মা-বাবাহীন এই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন বলে দাবি করেছেন তার স্বজন, প্রতিবেশী ও রাজনৈতিক নেতা। গত বুধবার দিবাগত রাতে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ওই হলে চোর সন্দেহে তাকে পিটিয়ে হত্যা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। জানা গেছে, তোফাজ্জলকে আটকের পর গেস্টরুমে নিয়ে যান শিক্ষার্থীরা। সেখানে তাকে রাত ১০টা পর্যন্ত দফায় দফায় মারধর করেন। একপর্যায়ে তাকে ক্যান্টিনে বসিয়ে ভাতও খাওয়ানো হয়। এরপর পুনরায় মারধর করা হয়। রাত ১০টার দিকে হলের হাউস টিউটররা ঘটনাস্থলে গেলে রাত ১২টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান কয়েকজন শিক্ষার্থী। পরে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করলে শিক্ষার্থীরা সেখানে রেখেই চলে আসেন। কাকচিড়া সাংগঠনিক থানা ছাত্রলীগের সাবেক ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক তকদির হাওলাদার বলেন, তোফাজ্জল পাথরঘাটা উপজেলার কাঁঠালতলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। তবে ৩/৪ বছর ধরে প্রেম সংক্রান্ত একটি ঘটনায় মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। পরে মা-বাবা ও ভাইকে হারিয়ে পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এখন তার পরিবারে আপন বলতে কেহ নাই। মানসিক ভারসাম্যহীন হয়েও বেঁচে থাকতে পারলো না, তাকে যারা এমন নির্মমভাবে হত্যা করেছে- আমরা তাদের বিচার চাই। এমন ঘটনায় যেন আর কারও জীবন দিতে না হয়। এ বিষয়ে তোফাজ্জলের ফুফাতো বোন আসমা আক্তার তানিয়া বলেন,রাত সাড়ে ১১টার দিকে আমার বাবাকে একজন ফোন দিয়ে বলেন, তোফাজ্জল চুরি করতে এসে ধরা পড়েছেন- এখন ৩০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমার বাবা তার কথা বুঝতে না পেরে আমাকে ওই নম্বরটি দেন। আমি ওই নম্বরে কল দিলে আমার কাছেও একই দাবি করেন। তখন আমি তাদের অনুরোধ করে বলি, তোফাজ্জল মানসিক ভারসাম্যহীন তাকে আপনারা মাইরেন না- তাকে সন্দেহ হলে থানা পুলিশের কাছে দিয়ে দিন। তারা আমার ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে হাসপাতালে রেখে পালিয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

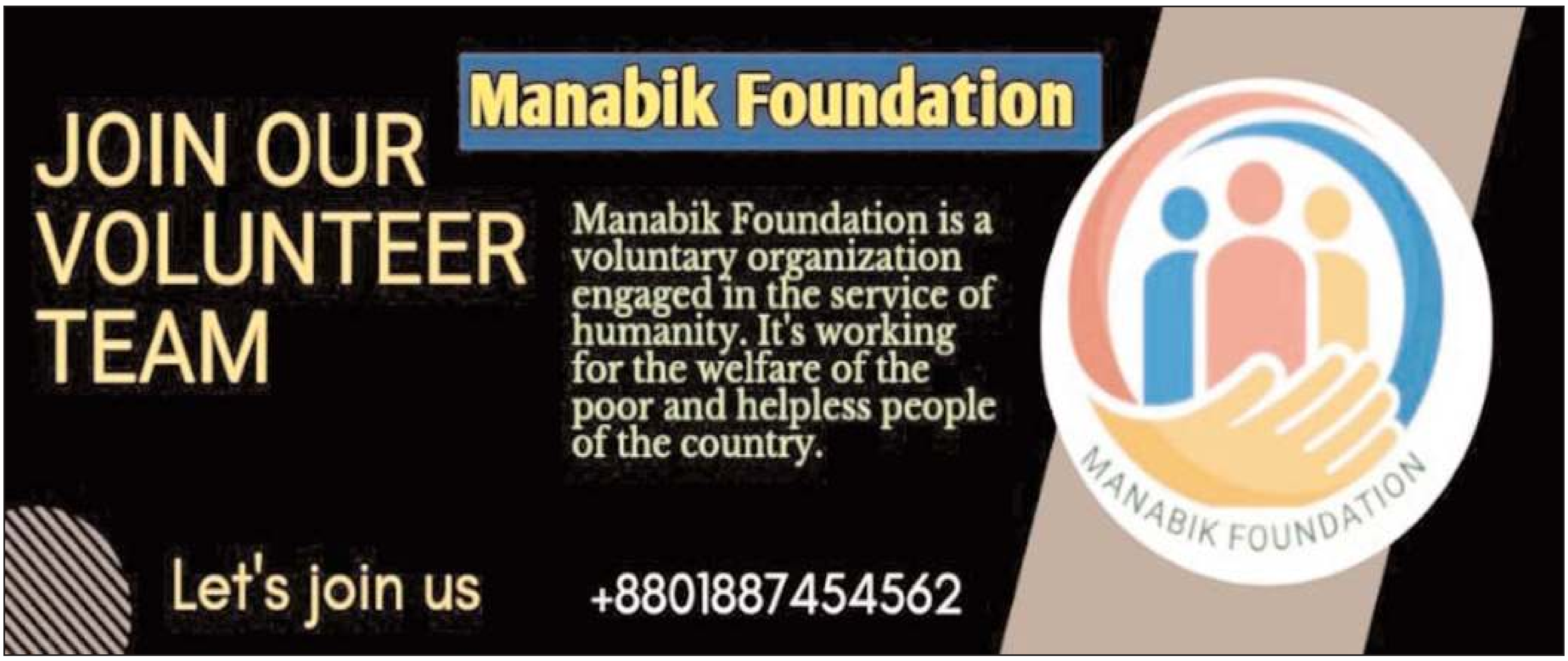

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা শুক্রবার ॥ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ॥ ০৫ আশ্বিন ১৪৩১ বাংলা

আর নতুন ইটাভাটা নয় অবৈধগুলো বন্ধ করা হবে

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানিয়েছেন, ইটভাটাজনিত বায়ুদূষণ রোধে আর কোনও নতুন ইটভাটার ছাড়পত্র দেওয়া হবে না। পরিবেশগত ছাড়পত্রবিহীন ৩ হাজার ৪৯১টি ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করা হবে। অবৈধভাবে পার্বত্য এলাকায় নির্মিত সব ইটভাটা স্থানান্তর করা হবে। বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পরিবেশ অধিদফতর এবং বাংলাদেশ ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিবিএমওএ) নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভায় পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদন, ইটভাটার আধুনিকায়ন এবং কার্বন নির্গমন কমানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ইটভাটার পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, শুধু ভবন নির্মাণই যথেষ্ট নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।তিনি বলেন, বায়ুদূষণের কারণে মানুষের গড় আয়ু ৫-৭ বছর কমে যাচ্ছে। তাই, লাইসেন্স এবং ছাড়পত্র ছাড়া কোনও ইটভাটা পরিচালনা করা যাবে না। তিনি পরিবেশ অধিদফতরের কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান। বিবিএমওএ-এর নেতারা ইটভাটা শিল্পের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণের প্রস্তাব দেন। ইটভাটায় সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করতে সরকারের সহযোগিতা কামনা এবং উপদেষ্টাকে স্মারকলিপিও দেন তারা।সভায় পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ফিরোজ হায়দার খানসহ কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নেতারা বক্তব্য রাখেন। এর আগে, উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সভায় বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা দেন।

বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি দেখভালে রিসিভার নিয়োগের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি দেখভাল করার জন্য রিসিভার নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে ছয় মাসের জন্য গ্রুপটির সব সম্পত্তি সংযুক্ত (অ্যাটাচ) করতে বলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবরা বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি মুহম্মদ মাহবুব-উল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ নির্দেশ দেন। সুপ্রিম কোর্টের এক জ্যেষ্ঠ আইনজীবীর করা এক রিট আবেদনে ৫ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের সত্যায়িত অনুলিপি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি দেওয়া আদেশে সালমান এফ রহমান থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের অর্থ উদ্ধার এবং বিদেশে থেকে টাকা ফেরাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। বেক্সিমকো গ্রুপের সব কোম্পানির তথ্য সরবরাহে,বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কি পরিমাণ অপরিশোধিত ঋণ আছে, ঋণের বর্তমান অবস্থা এবং বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি দেখভাল করার জন্য রিসিভার নিয়োগে ও সম্পত্তি সংযুক্ত করতে রুল জারি করেছেন।

৭-এর পাতায় দেখুন

জনবান্ধব পুলিশ যেন বাস্তবে হয়: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, জনবান্ধব পুলিশ যেন বাস্তবে হয়, এটা যেন শুধু কাগজ-কলমে না থাকে, সেটা করতে বলা হয়েছে। থানা পর্যায়ে লোকজন অনেক সময় বিভিন্ন কাজে যান। তাদের সমস্যা সবসময় সমাধান করতে পারেন না পুলিশ, সবসময় সম্ভবও নয়। সেক্ষেত্রে তাদের যেন বুঝিয়ে বলা হয়, কীভাবে সমস্যা সমাধান করা যায়। গতকাল বৃহস্পতিবরা ডিএমপি সদর দপ্তরে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। বিগত সময়ে পুলিশ বাহিনীর অনেক ক্ষতি হয়েছে, যে কারণে তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিচ্ছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, তাদের জনবান্ধব হয়ে পুরনো ফর্মে কাজে ফিরে আসতে হবে। তিনি বলেন, এখন তাদের মনকে উজ্জীবিত করে তারা কীভাবে তাদের পুরনো গৌরবটা ফিরে পায়, সেটাই তাদের করতে বলা হয়েছে। ট্রাফিক সমস্যা কীভাবে উন্নত করা যায়, মতবিনিময় সভায় সেটা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, চাঁদাবাজি কীভাবে বন্ধ করা যায়, সেটা নিয়েও বলা হয়েছে। চাঁদাবাজি যদি বন্ধ হয় তাহলে জিনিসপত্রের দাম সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে। চাঁদাবাজি যেন না হয়, ঘুষ এবং দুর্নীতি যে আমাদের সমাজটাকে গ্রাস করে নিয়েছে। এসব কীভাবে বন্ধ করা যায়

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাবি-জাবির ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে: সমন্বয়ক হাসনাত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গণপিটুনিতে ছাত্রলীগের কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। গতকাল বৃহস্পতিবরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে এই দাবি জানান তিনি। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হাতে নির্যাতিতদের ন্যায়বিচার, যেসব শিক্ষক স্বৈরাচারের সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রশাসনিক বিচার দাবি করেন। হাসনাত আবদুল্লাহ লেখেন, ২২ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস খোলা হচ্ছে। দেশজুড়ে অন্যান্য ক্যাম্পাসও দ্রুত খোলা হবে।

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা চাইলে হাসিনাকে হস্তান্তর করতে পারে দিল্লি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ব্যাপক গণ-বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক মাসের বেশি সময় ধরে ভারতে অবস্থান করা সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি এখন তুঙ্গে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) প্রধান প্রসিকিউটর শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানানোর পর এই দাবিটি সুনির্দিষ্ট আইনি রূপ নিয়েছে। ২০১০ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার এই ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করেছিল।শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আইসিটি ট্রাইব্যুনালে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও হত্যা, নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে গুমসহ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দেড় শতাধিক মামলা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরের জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ জানায়, তখন নয়াদিল্লির আইনি উপায় কী হবে? এ নিয়ে ভারতীয় ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমসে দীর্ঘ এক নিবন্ধ লিখেছেন ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির জিন্দাল গ্লোবাল ল স্কুলের অধ্যাপক প্রভাষ রঞ্জন।

নিবন্ধে তিনি বলেছেন, ভারতের প্রত্যর্পণ আইন-১৯৬২ ছাড়াও শেখ হাসিনার সরকারের সাথে ২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তিও বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯৬২ সালের প্রত্যর্পণ আইনের ১২(২) ধারা ও ভারত-বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ চুক্তির শর্তগুলোও শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশ ২০১৩ সালের চুক্তির ওপর নির্ভর করতে পারে। চুক্তির ১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও ভারত তাদের ভূখণ্ডে কেবল সেই ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য; যারা প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধ (ভারত ও বাংলাদেশি আইনের আওতায় কমপক্ষে এক বছরের কারাদণ্ডের মতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ) করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তবে এই অনুচ্ছেদ সেই ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে

৭-এর পাতায় দেখুন

আগারগাঁও-মতিঝিল অংশে মেট্রোরেল বন্ধের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন

স্টাফ রিপোর্টার : আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের টানা ১১ ঘণ্টা মেট্রোরেল বন্ধ থাকার ঘটনায় ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। গতকাল বৃহস্পতিবরা কোম্পানির এমডি মোহাম্মদ আবদুর রউফ গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গতকাল (গত বুধবার) মেট্রোরেলে বিয়ারিং প্যাড ডিসপ্লেসমেন্ট হওয়াসহ মেট্রোরেল দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার কারণ খুঁজে বের করতে পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মো. আবদুল বাকী মিয়াকে প্রধান করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে আগামী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। গত বুধবার সকাল থেকে 'অনিবার্য কারণবশত' আগারগাঁও-মতিঝিল অংশে মেট্রোরেল বন্ধের কথা জানায় কর্তৃপক্ষ। পরে সংশ্লিষ্টরা জানান, ভায়াডাক্টের একটি অংশে একটি

৭-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানকে অপহরণ

তারেক সিদ্দিকসহ ১০ সাবেক সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা

আদালত প্রতিবেদক: বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানকে অপহরণ, গুম ও হত্যার উদ্দেশে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার অভিযোগে তারেক সিদ্দিকসহ ১০ সাবেক সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইনের আদালতে মামলার আবেদন করেন লে. ক. (অব.) মো. তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরী। এদিন আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করে অভিযোগটি নিউমার্কেট থানায় এফআইআর হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। বাদীপক্ষে অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার শুনানি করেন।

মামলায় আসামিরা হলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারেক আহমেদ সিদ্দিক, ডিজিএফআইয়ের সাবেক ডিজি মেজর জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আবেদীন, র‌্যাবের সাবেক প্রধান মেজর

৭-এর পাতায় দেখুন

বকেয়া বেতন দাবিতে টঙ্গীর তিন কারখানার শ্রমিকরা কর্মবিরতিতে

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের টঙ্গীতে বকেয়া বেতনের দাবিতে আবারও সিজন্স ড্রেসেস লিমিটেড পোশাক কারখানাসহ আরও দুই পোশাক কারখানার শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালন করছেন। টঙ্গী পশ্চিম থানার খাঁ পাড়া এলাকার ওই কারখানার প্রায় ১৫০০ শ্রমিক জুলাই মাসের অবশিষ্ট (অর্ধেক) বেতনের দাবিতে উৎপাদন কাজ বন্ধ করে কারখানা অভ্যন্তরে কর্মবিরতি পালন করছেন। গতকাল বৃহস্পতিবরা সকাল ৮টায় কারখানায় প্রবেশ করে তারা কর্মবিরতি শুরু করেন। শ্রমিকরা বলেন, গত মঙ্গলবার মালিকপক্ষ জুলাই মাসের অর্ধেক বেতন পরিশোধ করেছে। বাকি অর্ধেক বেতন পরিশোধ করেনি। বলেছে বকেয়া বেতন পরে পরিশোধ করা হবে। এটা আমরা মানতে পারবো না। বকেয়া বেতন পরিশোধ করে আমাদের কাজে নিতে হবে। জানা যায়, গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

আরটিভি ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটকে আইনি নোটিশ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে 'ইনডেমনিটি' নামে একটি মঞ্চ নাটকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন, রচনা, অভিনয় ও প্রচারণার অভিযোগে আরটিভি কর্তৃপক্ষ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আরটিভির চেয়ারম্যান মোরশেদ আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ুন কবির বাবলু, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমান, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ও অভিনেত্রী তারানা হালিম, অভিনেতা সাজু খাদেম, ফজলুর রহমান বাবু, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ সিদ্দিক, নাটকের পরিচালক মান্নান হীরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও তথ্য মন্ত্রণালয় সচিবকে বিবাদি করে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। 'শহীদ জিয়া অনুসারীদের' পক্ষে সংক্ষুব্ধ হয়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

মানহানি মামলায় খালাস পেলেন তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে মানহানির একটি মামলা থেকে খালাস দিয়েছে হবিগঞ্জের একটি আদালত।বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টায় হবিগঞ্জের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম আদালতের বিচারক আবদুল আলীম এ আদেশ দেন।আদালতের পরিদর্শক নন্দন কান্তি ধর বলেন, এ মামলায় তারেক রহমানের নামে পাঠানো গ্রেফতারি পরোয়ানা ফেরত পাঠাতে গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।তারেক রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জড়িয়ে ইংল্যান্ডের একটি পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেওয়ার জেরে ২০১৫ সালের ২৪ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও আইনজীবী আসাদুজ্জামান খান তুহিন মামলাটি দায়ের করেছিলেন।

আদালতের পেশকার তাজুর ইসলাম জানান, ২০১৮ সাল থেকে ছয় বছর ধরে বাদী আদালতে উপস্থিত হচ্ছেন না, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেননি। সেজন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ২০৪ (৩) ধারায় বিচারক মামলাটি খারিজ করে দিয়ে তারেক রহমানকে অব্যাহতি দেন।

রংপুরে আওয়ামী লীগ নেতাকে আদালতপাড়ায় ডিম-জুতা নিক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভার থেকে র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার রংপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি মন্ডলের সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবরা সকাল সাড়ে ৯টায় রংপুরের মেট্রোপলিটন আমলি আদালত-২ এর বিচারক আসাদুজ্জামান এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন। সেই সঙ্গে আসামির বিরুদ্ধে আরও চারটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনও মঞ্জুর করা হয়। পরে আসামিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষুব্ধ জনতা খুনি খুনি, ভুয়া ভুয়া বলে স্লোগান দেয়। এ সময় তাকে লক্ষ্য করে ডিম ও জুতা ছোঁড়া হয়। মামলার তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানার এস আই নুরন্নবী আদালতে জানান, আসামি তুষার কান্তি মন্ডলের নেতৃত্বে গত ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয়

৭-এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার সিলেটে তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রির উপরে। তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে কাজে বের হয়েছে শ্রমজীবী মানুষ। ছবিটি নগরীর জিন্দাবাজার এলাকা থেকে তোলা।

যশোরের কেশবপুরে ৪০ হাজার মানুষ পানিবন্দি

স্টাফ রিপোর্টার : অতি বর্ষণে যশোরের কেশবপুর উপজেলার প্রায় ১০৪টি গ্রাম তলিয়ে গেছে। এতে ৪০ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন। প্রায় তিন হাজার ৬৪০টি মাছের ঘের ও দুই হাজার ৪২০টি পুকুর ভেসে গেছে। এ ছাড়া তিন হাজার ১৭৩ হেক্টর আমন ধান তলিয়ে গেছে। ক্ষতি হয়েছে অন্য ফসলেরও। টানা বৃষ্টি, হরিহর নদ ও বুড়িভদ্রা নদী উপচে পড়া পানির কারণে কেশবপুরের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রবীণ সাংবাদিক আশরাফুজ্জামান খান। উপজেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, বন্যায় মাছ চাষিদের প্রায় ৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। কেশবপুর পৌরসভার মধ্যকুল এলাকার বাসিন্দা রুহুল কুদ্দুস, সাবাজ সরদার ও মিন্টু খান জানান, এখানকার বেশিরভাগ মানুষের ঘরেই পানি উঠেছে। বাড়িঘরে পানি ঢুকে পড়ায় মানুষ পাশের একটি উঁচু স্থানে আশ্রয়

৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান কারাগারে, আরেক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনে খিলগাঁও থানা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান জনির মৃত্যুর অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়ার রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবরা শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমানের আদালত এই আদেশ দেন। সাত দিনের রিমান্ড শেষে আছাদুজ্জামান মিয়াকে আদালতে হাজির করেন পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক গোলাপ মাহমুদ। এছাড়াও উত্তরা পূর্ব থানার আরেকটি হত্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সজল চন্দ্র পাল। আদালতে আছাদুজ্জামান মিয়ার পক্ষের আইনজীবীরা জামিন চেয়ে শুনানি করেন। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে উত্তরা পূর্ব থানার মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর মহাখালী ফ্লাইওভার এলাকা থেকে আছাদুজ্জামান মিয়াকে আটক করেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। এরপর গত ১২ সেপ্টেম্বর পুলিশি হেফাজতে 'ক্রসফায়ারের নামে হত্যার' অভিযোগের ওই মামলায় তার সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিল আদালত। জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২০ জানুয়ারি খিলগাঁও এলাকায় পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় কথিত

৭-এর পাতায় দেখুন

আড়াই কোটি টাকার রিয়াল, দিরহামসহ যাত্রী আটক বিমানবন্দরে

স্টাফ রিপোর্টার : আড়াই কোটি টাকার রিয়াল, দিরহামসহ দুবাইগামী যাত্রীকে আটক করা হয়েছে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। গতকাল বৃহস্পতিবরা সকাল ৮টায় জাকির হোসেন নামের ওই যাত্রীকে প্লেনের ভেতর থেকে আটক করে শুল্ক গোয়েন্দা ও এনএসআই টিম। তার বর্তমান ঠিকানা: ১১/১ শিক্কাটুলি, বংশাল, ঢাকা জিপিও-১০০০, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-রামগঞ্জ, পো: রামগঞ্জ, থানা: রামগঞ্জ, জেলা: লক্ষ্মীপুর। তিনি ঢাকা বিমানবন্দর থেকে সকাল সাড়ে ৭টায় ইউএস বাংলা এয়ারলাইনের দুবাইগামী আন্তর্জাতিক ফ্লাইট BS-৩৪৩ যোগে (ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই) চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে আসেন। তার কাছে ৭,৭০,০০০ সৌদি রিয়াল (প্রতি সৌদি রিয়াল ৩০ টাকা দরে ২,৩১,০০,০০০ টাকা) এবং ৪৬,০০০ ইউএই দিরহাম (প্রতি দিরহাম ৩০ টাকা দরে ১৩,৮০,০০০ টাকা) পাওয়া যায়।

৭-এর পাতায় দেখুন

গণমাধ্যমের স্বাধীনতাবিরোধী কালাকানুন বাতিলসহ ৩ দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : গণমাধ্যমের স্বাধীনতাবিরোধী সব কালাকানুন বাতিল, সাগর-রুনিসহ সব সাংবাদিক হত্যার বিচার ও সাংবাদিক সুরক্ষা আইন প্রণয়নের দাবি করেছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)। গতকাল বৃহস্পতিবরা দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এসব দাবি জানিয়ে সমাবেশও করেছে সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ের এ দুই সংগঠন। ডিইউজের সভাপতি শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব, বিএফইউজের মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী, জাতীয় প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও দৈনিক কালের কণ্ঠের সম্পাদক কবি হাসান হাফিজ, ডিইউজের সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলম, সহ-সভাপতি রাশেদুল হক, বিএফইউজের কোষাধ্যক্ষ শহীদুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, সাগর-রুনিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। যে সরকারের সময় হত্যা করা হয়েছিল, সেই সরকারের অনেক প্রিয়ভাজন ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে অনেক মানুষ মনে করে। এ কারণে দীর্ঘ সময় এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত হয়েছে, কিন্তু চার্জশিট দেওয়া হয়নি। এখন এই সরকারের (অন্তর্বর্তী) দায় মুক্তির সময়। যদি তারা এই দায় কাঁধ থেকে নামাতে চায়, তাহলে সাগর-রুনি হত্যার বিচারের প্রাথমিক স্তর পরিষ্কার করা দরকার? তারা বলেছে, এটি তারা করবে। আমরাও বিশ্বাস করি এটি তারা করবে। কিন্তু সময় থাকতে তা শেষ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকরা জাতির বিবেক। সেই বিবেককে যদি মুক্ত না করা হয়, কালা কানুন যদি বাতিল করা না হয়, তাহলে দেশের কি পরিস্থিতি এটি তুলে ধরা সাংবাদিকদের জন্য খুব কঠিন। এই সরকারের সাংবাদিকরা যে দাবি জানিয়েছে, আমি আমার দলের পক্ষ থেকে সেটি সমর্থন করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এদেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারবো,

৭-এর পাতায় দেখুন

দুই মাস পর ফের উৎপাদনে ফিরলো কর্ণফুলী পেপার মিল

স্টাফ রিপোর্টার : দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম কাগজকল কর্ণফুলী পেপার মিল (কেপিএম) দুই মাস বন্ধ থাকার পর ফের চালু হয়েছে। ১৯৫৩ সালে ৪০০ একর জমিতে গড়ে ওঠা এই কলে আশানুরূপ উৎপাদন না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে লোকসান বয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কেপিএমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আবদুল হাকিম। তিনি জানান, কাঁচামাল সংকটে গত ২০ জুলাই থেকে প্রায় ২ মাস কারখানাটিতে কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি। গত বুধবার রাতে সকল সংকট কাটিয়ে ফের মিলটি উৎপাদনে ফিরেছে। কেপিএম শ্রমিক কর্মচারী পরিষদ (সিবিএ) সভাপতি আবদুল রাজ্জাক বলেন, গত বুধবার রাত থেকে কেপিএম আবারও কাগজ উৎপাদনে ফিরেছে। আমরা শ্রমিক-কর্মচারী সকলের পক্ষ থেকে মাননীয় শিল্প উপদেষ্টা, বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ এবং কেপিএম কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

আগস্টে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৭৬ জনের

বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির সড়ক দুর্ঘটনা মনিটরিং সেলের সদস্যরা বহুল প্রচারিত ও বিশ্বাসযোগ্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সড়ক, রেল ও নৌপথের দুর্ঘটনার সংবাদ মনিটরিং করে এ প্রতিবেদন তৈরি করে। সড়কে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, ৯০ জন চালক, ৭৫ জন পথচারী, ৩৯ জন পরিবহন শ্রমিক, ৫৪ জন শিক্ষার্থী, একজন শিক্ষক, ৬৬ জন নারী, ৪৯ জন শিশু, তিনজন সাংবাদিক, একজন আইনজীবী ও ১২ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীর পরিচয় মিলেছে। এ সময় সড়ক দুর্ঘটনায় সংগঠিত ৭৪৫টি যানবাহনের পরিচয় মিলেছে। এতে দেখা যায়, ৩১.৬৭ শতাংশ মোটরসাইকেল, ২১.২০ শতাংশ ট্রাক-পিকাপ-কাভার্ডভ্যান ও লরি, ১০.৩৩ শতাংশ বাস, ১৪.৩৬ শতাংশ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক, ৮.৪৫ শতাংশ সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ৭.৭৮ শতাংশ নছিমন-করিমন-মাহিন্দ্রা-ট্রাক্টর ও লেগুনা, ৬.১৭ শতাংশ কার-জিপ-মাইক্রোবাস সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। সংগঠিত মোট দুর্ঘটনার ৪১.৫৪ শতাংশ গাড়িচাপা দেওয়ার ঘটনা, ৩৩.১৯ শতাংশ মুখোমুখি সংঘর্ষ, ২২.০৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে, ২.৫৬ শতাংশ বিবিধ কারণে, ০.৪২ শতাংশ ট্রেন যানবাহনে সংঘর্ষ ও চাকায় ওড়না পেছিয়ে ০.২১ শতাংশ। দুর্ঘটনার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ মাসে সংগঠিত মোট দুর্ঘটনার ৩৩.৮৩ শতাংশ জাতীয় মহাসড়কে, ২০.৭৭ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়কে, ৩৯.১৮ শতাংশ ফিডার রোডে সংঘটিত হয়েছে। এ ছাড়া সারা দেশে সংঘটিত মোট দুর্ঘটনার ৪.৪৯ শতাংশ ঢাকা মহানগরীতে, ১.২৮ শতাংশ চট্টগ্রাম মহানগরীতে ও ০.৪২ শতাংশ রেলক্রসিংয়ে সংগঠিত হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ: দেশের সড়ক-মহাসড়কে ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশের অনুপস্থিতি সুযোগে আইন লঙ্ঘন করে যানবাহনের অবাধ চলাচল, জাতীয় মহাসড়কে রোড সাইন বা রোড মার্কিং, সড়কবাতি না থাকায় এবং অতি বৃষ্টির কারণে সড়কের মাঝে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় এসব গর্তের কারণে যানবাহন চলাচলে ঝুঁকি বেড়েছে। জাতীয়, আঞ্চলিক ও ফিডার রোডে টার্নিং চিহ্ন না থাকার ফলে নতুন চালকের এসব সড়কে দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। মহাসড়কের নির্মাণ ত্রুটি, যানবাহনের ত্রুটি, ট্রাফিক আইন অমান্য করার প্রবণতা। উল্টোপথে যানবাহন চালানো, সড়কে চাঁদাবাজি, পণ্যবাহী যানে যাত্রী পরিবহন। অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অতিরিক্ত যাত্রী বহন, বেপরোয়া যানবাহন চালানো ও একজন চালক অতিরিক্ত সময় ধরে যানবাহন চালানো। দুর্ঘটনার প্রতিরোধে সুপারিশ: জরুরি ভিত্তিতে মোটরসাইকেল ও ইজিবাইকের মতো ছোট ছোট যানবাহন আমদানি ও নিবন্ধন বন্ধ করা। জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে রাতের বেলায় অবাধে চলাচলের জন্য আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা। দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ, যানবাহনের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিটনেস প্রদান। ধীরগতির যান ও দ্রুতগতির যানের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করা। সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধ করা, চালকদের বেতন ও কর্মঘণ্টা সুনিশ্চিত করা। মহাসড়কে ফুটপাত ও পথচারী পারাপারের ব্যবস্থা রাখা। রোড সাইন, রোড মার্কিং স্থাপন করা। সড়ক পরিবহন আইন যথাযথভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা। উন্নতমানের আধুনিক বাস নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিআরটিএর সক্ষমতা বাড়ানো। মানসম্মত সড়ক নির্মাণ ও মেরামত সুনিশ্চিত করা। নিয়মিত রোড সেফটি অডিট করা। মেয়াদোত্তীর্ণ গণপরিবহন ও দীর্ঘদিন যাবৎ ফিটনেসহীন যানবাহন স্ক্র্যাপ করার উদ্যোগ নেওয়া ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক-মহাসড়ক দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক ছাত্রলীগ

গেছে। তিনি আরও বলেন, আমার ভাইকে যারা হত্যা করেছেন, তাদের বিচারের জন্য আদালতে যতদিন লড়তে হয় আমরা লড়বো। আশা করি, আমরা সঠিক বিচার পাবো। পাথরঘাটা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও পাথরঘাটা উপজেলা চেয়ারম্যান এনামুল হোসেন বলেন, তোফাজ্জল কাঁঠালতলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন, পরিবারের সবাইকে হারিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে যান। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে আমি ওর ভরণপোষণ দিয়ে আসছিলাম। তোফাজ্জলকে চিকিৎসার মাধ্যমে মোটামুটি সুস্থ করেছিলাম, ওকে আমার আপন ভাইয়ের মতো দেখতাম। তবে হঠাৎ আবার অসুস্থ হয়ে গত মঙ্গলবার সকালে ঢাকায় চলে যায়। ঢাকায় গিয়ে ঢাকা বিদ্যালয়ের আশপাশে থাকতো। তার পরিচিত যারা ছিল তাকে খাবার কিনে দিতো। গত বুধবার সন্ধ্যায় তোফাজ্জল ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের হলে ঢুকে পড়লে রাত ৯টার দিকে একজন আমাকে ফোন দিয়ে বলেন, তোফাজ্জলের সঙ্গে কথা বলেন। তখন তোফাজ্জল হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলে, ভাইয়া আমাকে বাঁচান। তখন আমি ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলি। তারা বলেন, তোফাজ্জল ৭টা মোবাইল চুরি করছে, তার জরিমানা পাঠিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন, আমি তাদের বলি, তোফাজ্জল মানসিক ভারসাম্যহীন, ওকে আপনারা মাইরেন না। তখন ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে গালিগালাজ শুরু করে বলে তুইও ওর সঙ্গে চুরি করছ, পরে আমি ফোন কেটে দেই। এরপর ছাত্ররা তাকে পিটিয়ে হত্যা করে। এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড আমরা কীভাবে মেনে নেবো, আমরা দোষীদের বিচার চাই। এভাবে যেন আর কোনো তোফাজ্জলের জীবন দিতে না হয়। তোফাজ্জলের নিজ এলাকার প্রতিবেশী আরিফুজ্জামান ইমরান বলেন, আমি রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন হলের ছোট ভাই সাংবাদিক কবির কাননের ফেসবুক ওয়ালে তোফাজ্জলকে নিয়ে একটি স্ট্যাটাস দেখি, তাকে চোর সন্দেহে মুসলিম হলে আটক করেছে। দেখা মাত্রই কাননকে ফোন করে তোফাজ্জলের বিষয়ে জানাই, ও আমার এলাকার ছেলে, আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানি, বর্তমানে ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। হয়তো খাবারের সন্ধানে হলে গেছে। আমি কাননকে বলেছিলাম, তুমি ওখানে যাও- যারা উড়ে আটকে রেখেছে তাদের সঙ্গে কথা বলো, তোফাজ্জল মানসিক ভারসাম্যহীন- যাতে তাকে শারীরিকভাবে টর্চার না করে। তিনি বলেন, কানন কিছুক্ষণ পরে আমাকে ফোন দিয়ে জানায়, ভাই উড়ে আর কেউ টর্চার করবে না- তবে আপনি ওর কোন অভিভাবক পাঠান যার কাছে তাকে দিয়ে দেবে, আমি সেই ব্যবস্থা করতেছি। এরপর আমি আমাদের এলাকার বেশ কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে হলে পাঠাই তোফাজ্জলকে নিয়ে আসার জন্য- কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকে ম্যানেজ করতে পারা যায়নি। আরিফুজ্জামান বলেন, দুই ঘণ্টার ব্যবধানে ফেসবুকে দেখি, তোফাজ্জল হলের শিক্ষার্থীদের নির্মম নির্যাতনে মারা গেছে। এ বিষয়ে আরিফুজ্জামান নিজের ফেসবুক আইডিতে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে নিহতের সম্পর্কে বিস্তারিত লেখেন- আরিফুজ্জামান ইমরানের নিজের ফেসবুক ওয়ালে লেখেন, 'প্রিয় তোফাজ্জেল আর নেই। এই ছেলেটির নাম তোফাজ্জল। আমার জন্মস্থান বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার সন্তান। পাথরঘাটা উপজেলার কাঁঠালতলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রথমে কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারায়। এর কিছুদিনের মধ্যে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তোফাজ্জলের মা, বাবা ও একমাত্র বড় ভাই মারা যান। গত ৩/৪ বছরে তোফাজ্জল পরিবার ও অবিভাবকশূন্য হয়ে পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। বিগত ২/৩ বছর তোফাজ্জল প্রায়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াতো। আমাদের এলাকার যারা উড়ে চিনতো সবাই সহযোগিতা করতো। ক্যাম্পাসে আমাকে দেখলেই দৌড়ে এসে কুশল বিনিময় করতো। আমি দেখা হলে তাকে খাবার খেতে বলতাম বা খাওয়ার জন্য টাকা দিতাম অথবা ও মাঝেমধ্যে চেয়ে নিত। খাবার ও টাকার বাইরে ওর তেমন চাহিদা ছিল না। হয়তো আজকেও খাবারের জন্য ওই হলে গিয়েছিল। আহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র নামধারী বিবেকহীন এই নরপিশাচদের জন্য আজকে একটি নিরপরাধ প্রাণ চলে গেলো, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলঙ্কিত হলো। তোফাজ্জল হত্যার বিচার চাওয়ার মতো ওর পরিবারে অবশিষ্ট আর কেউ নেই। তবে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিচার নিশ্চিত করতে আইনি প্রক্রিয়ায় লড়ে যাবো।' এ বিষয়ে শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মুনসুর বলেন, রাতে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে জানতে পারি, তোফাজ্জল নামের একজনকে ঢাকা মেডিকেলে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে। পরে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মামলা: এ ঘটনায় বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় এজাহার দায়ের করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিসার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ। পরে এজাহারটিকে মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম শাহাবুদ্দিন শাহীন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এজাহারে বলা হয়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা পৌনে ৮টার সময় একজন যুবক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের গেটে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ছাত্র তাকে আটক করে প্রথমে ফজলুল হক মুসলিম হলের মূল ভবনের গেস্ট রুমে নিয়ে তিনি মোবাইল চুরি করেছে বলে এলোপাতাড়ি চর থাপ্পড় ও কিলঘুষি মারে। জিজ্ঞাসাবাদে তার নাম তোফাজ্জল বলে জানান ওই যুবক। এজাহারে বলা হয়, ওই যুবক মানসিক রোগী বুঝতে পেরে তাকে ফজলুল হক মুসলিম হলের ক্যান্টিনে নিয়ে খাবার খাওয়ানো হয়। পরে ফজলুল হক মুসলিম হলের দক্ষিণ ভবনে গেস্ট রুমে নিয়ে জানালার সঙ্গে পিছনে হাত বেঁধে স্ট্যাম্প, হকিস্টিক ও লাঠি দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল কিছু ছাত্র বেধড়ক মারধর করলে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। এজাহারে আরও বলা হয়, বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন আবাসিক শিক্ষককে জানালে তাদের সহায়তায় অচেতন যুবককে ধরাধরি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দিবাগত রাত পৌনে ১টার সময় তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওই ঘটনার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে এজাহার দায়ের করতে সামান্য বিলম্ব হয়েছে বলেও এতে উল্লেখ করা হয়। সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি: এ ঘটনায় ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক শিক্ষক অধ্যাপক ড. আলমগীর কবীরকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে হল কর্তৃপক্ষ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শাহ মো. মাসুম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- হলটির আবাসিক শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম খান, অধ্যাপক ড. শেখ জহির রায়হান, মো. মাহ-াবুব আলম, ড. আছিব আহমেদ, সহকারী আবাসিক শিক্ষক ড. এম এম তৌহিদল ইসলাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর (বিজ্ঞান অনুষদ) কে এম নূর আলম সিদ্দিকী।

যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ওসি আবুল

টেকনাফ থানা পুলিশ যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ওসি আবুল হাসানকে গ্রেপ্তার করে। মামলার অভিযোগে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় যাত্রাবাড়ীর কাজলা বিশ্বরোডে গত ১৮ জুলাই বিকালে গুলিতে ও মারপিটে মারা যান সাকিব হাসান। এ ঘটনায় তার স্বজন আবু বক্কর ২ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

আরও দুই পুলিশ সদস্য রিমান্ডে: ফেসবুকে সহকর্মীদের উসকানি দিয়ে পুলিশ বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে সাইবার নিরাপত্তা আইনের শাহজাহানপুর থানার মামলায় গ্রেপ্তার পুলিশের দুই সদস্যকে আবারও দুদিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুর রহমানের আদালত এ আদেশ দেন। রিমান্ড যাওয়া আসামিরা হলেন, যশোর পুলিশ লাইনে কর্মরত পুলিশ কনস্টেবল শোয়াইবুর রহমান (৩২) ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে কর্মরত কনস্টেবল সজিব সরকার (২৭)। তিন দিনের রিমান্ড শেষে তাদের আদালতে হাজির করে আবারও তাদের সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করে মতিঝিল জোনাল টিমের পরিদর্শক আব্দুল্লাহেল বাকী। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করে। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তাদের দুই দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর শাহজাহানপুর থানার তাদের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। জানা যায়, আসামিরা গত ৬ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সময় তাদের ফেসবুক আইডি থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টসহ জনসাধারণের সেবা বাধাগ্রস্ত এবং বিনষ্ট করার জন্য উসকানিমূলক বার্তা পোস্ট করেন বলে মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কর্মসূচি

নিয়েছে। আমাদের সঙ্গে মাঠে আছে বিএনসিসি, স্কাউট এবং গার্লস গাইডের সদস্যরা। সবার সম্পৃক্ততায় বিশেষ এই কার্যক্রম ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, জনগণের সহযোগিতা পেলে ডেঙ্গু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। সাধারণত বাসাবাড়িতে জমে থাকা পানিতে এডিস মশার জন্ম হয়। আমাদের কর্মীরা বাসাবাড়ির আশপাশ পরিষ্কার করে এবং ওষুধ ছিটায়। কিন্তু বাসাবাড়ির ভেতরে তারা কাজ করতে পারে না। এজন্য নিজেদের বাসাবাড়িতে ফ্রিজ, এসি, ফুলের টব, অব্যবহৃত টায়ার, ডাবের খোসা, চিপসের খোলা প্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের খোলা পাত্র, ছাঁদ কিংবা অন্য কোথাও যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শুধু বর্ষা মৌসুমে নয়, ডিএনসিসির মশক নিধন কার্যক্রম সারা বছরই পরিচালনা করা হয়েছে। এর আগেও আমরা একাধিক জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান করেছি। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছি। এসব গৃহীত কার্যক্রমের জন্যেই বিগত সময়ের তুলনায় এ বছর ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা অনেক কম। তবে বর্তমানে রোগীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে, তাই আমাদের কার্যক্রম জোরদার করেছি। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিতসহ সব মানুষকে সম্পৃক্ত করে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে পদক্ষেপ নিয়েছি। সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, আগে ওয়ার্ড কাউন্সিলররা মশক নিধন ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম তদারকি করতেন। বর্তমানে অনেক কাউন্সিলর কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলেও এই কার্যক্রম তদারকি যেন ব্যাহত না হয় সে জন্য ডিএনসিসির বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তদারকি টিম করে দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তারা সব ওয়ার্ডের এই কার্যক্রম তদারকি করছেন। কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর খায়রুল আলম শিক্ষার্থীসহ সবাইকে নিয়ে মেরুল বাড্ডা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি জনসচেতনতামূলক র‍্যালি করেন। র‍্যালি শেষে কয়েকটি বাড়ি পরিদর্শন করেন তিনি। এ সময় সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। কর্মসূচিতে অন্যান্যের সঙ্গে ছিলেন- ডিএনসিসির সচিব মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী, অঞ্চল-৩ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জুলকার নায়ন এবং উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা লে. কর্নেল রুবাইয়াত ইসমত অতীক প্রমুখ।

আরেক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক

এ ছাড়া অজ্ঞাত ২৫০ থেকে ৩০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। এ মামলার ২২ নং এজাহারনামীয় আসামি মানিক।

সময়ের অপেক্ষা, আইনি লড়াইয়ে

বলেন, 'দেশের যে পরিস্থিতি, এখনও মামলা মোকাবিলার সময় হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণে নেই। এ পরিস্থিতিতে কে মামলা মোকাবিলা করবে? আদালতের মতো একটি জায়গায় হামলা করা হচ্ছে। ব্যাপক নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে যেখানে আটক নেতা-কর্মীরা নিরাপদ নয়, সেখানে আইনজীবীরাও নিজেদের নিরাপদ বোধ করছেন না। আমরা অপেক্ষা করছি, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

একের পর এক মামলা, এত মামলা কীভাবে মোকাবিলা করবেনজু জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাদের দলের নিজস্ব আইনজীবী আছেন। শুধু ঢাকা নয়, প্রতিটি জেলায় দলীয় আইনজীবী রয়েছেন, আইনজীবী নেতা রয়েছেন, এমনকি দলকে সমর্থন করেনজু এমন আইনজীবীও রয়েছেন। তারাই মামলাগুলো লড়বেন। তবে, এখন নয়। তারা (আইনজীবীরা) প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সময় হলেই আইনি লড়াইয়ে নামবেন তারা।'

এদিকে, গত ১৭ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, হামলার শিকার হয়েছেন এবং যাদের বাসাবাড়ি কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা হয়েছে, তারা যেন নিজ নিজ থানায় অভিযোগ বা সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেন। কারণ হিসেবে সেখানে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের তথ্য অনুসন্ধান দল এখন বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। তারা গত ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সব ধরনের সহিংস ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করবেন। দলের পক্ষ থেকে এ সুযোগ কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। 'অভিযোগ না নিতে চাইলে সাধারণ ডায়েরি করুন, যদি সাধারণ ডায়েরি করতে না দেয় তাহলে জাতিসংঘের তদন্ত দলের কাছে দলীয়ভাবে আমরা অভিযোগ দেব'ও বলা হয় ওই নির্দেশনায়। আমাদের দলের নিজস্ব আইনজীবী আছেন। শুধু ঢাকা নয়, প্রতিটি জেলায় দলীয় আইনজীবী রয়েছেন, আইনজীবী নেতা রয়েছেন, এমনকি দলকে সমর্থন করেনজু এমন আইনজীবীও রয়েছেন। তারাই মামলাগুলো লড়বেন। তবে, এখন নয়। তারা (আইনজীবীরা) প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সময় হলেই আইনি লড়াইয়ে নামবেন তারা
আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
এখন পর্যন্ত দায়ের হওয়া মামলাগুলো মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ নিচ্ছেনজু জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল বলেন, 'সময় হলে অবশ্যই আমরা আইনিভাবে মামলাগুলো মোকাবিলা করব। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে নয়, আমরা সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। পুলিশ এখনও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। সময় মতো আমরা আইনি লড়াইয়ে নামব। আমাদের প্রস্তুতি চলছে।'

মামলা লড়তে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হবে কি না জবাবে তিনি বলেন, 'প্রয়োজন পড়লে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হবে। পরিস্থিতি ও সময় সেটি বলে দেবে।'

এদিকে, রাজধানীসহ সারাদেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়েছে সরকার। সেনাবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে এটি কার্যকর হয়েছে। আগামী দুই মাস (৬০ দিন) এ সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে।'

সময় হলে অবশ্যই আমরা আইনিভাবে মামলাগুলো মোকাবিলা করব। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে নয়, আমরা সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। প্রয়োজন পড়লে বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হবে। পরিস্থিতি ও সময় সেটি বলে দেবেআওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেলপ্রজ্ঞাপন জারির পরই নিজেদের ওপর হামলার ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা দিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা দিয়েছে আওয়ামী লীগ। ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'আমরা সারাদেশে থেকে খবর পেয়েছি যে বেশিরভাগ থানাতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাটের বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি করতে দেওয়া হচ্ছে না। যেহেতু সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়া হয়েছে, তাই অপরাধীদের থানাতে এখন সেনাবাহিনীর কাছেও অভিযোগ দেওয়া যাবে এবং আপনার নিকটস্থ সেনা ক্যাম্পে ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।'সেখানে আরও বলা হয়েছে, 'ক্ষতিগ্রস্ত সবাই পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে নিকটস্থ সেনাক্যাম্পে গিয়ে সন্ত্রাসীদের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ জমা দিন। সেনাবাহিনীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে, সব অপরাধী, সন্ত্রাসী ও লুটেরাদের আইনের আওতায় আনা হবে।' দলীয় সূত্র জানায়, ৫ আগস্টের পর থেকে গত মঙ্গলবার পর্যন্ত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ১৮২টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৬২টিই হত্যা মামলা। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় ১৩টি ও চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে ১০টিসহ মোট ২৩টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, শেখ হাসিনার নির্দেশে পুলিশ, আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা আন্দোলনকারীদের গুলি করে হত্যা করেছে।

৫ আগস্টের পর থেকে গত মঙ্গলবার পর্যন্ত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ১৮২টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৬২টিই হত্যা মামলা। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় ১৩টি ও চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে ১০টিসহ মোট ২৩টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, শেখ হাসিনার নির্দেশে পুলিশ, আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা আন্দোলনকারীদের গুলি করে হত্যা করেছেন।মামলাগুলোতে শেখ হাসিনা ছাড়াও আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী, পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ নানা পেশার মানুষকে আসামি করা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, উপদেষ্টা ও শীর্ষপর্যায়ের নেতা মিলিয়ে ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আসামিদের তালিকায় সাবেক দুই আইজিপিসহ ৮৮ জন পুলিশ সদস্য রয়েছেন। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ বিভিন্ন পেশার শীর্ষস্থানীয় ২৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। এ ছাড়া উপজেলা, জেলা, মহানগর ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, কৃষক লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগের নেতাদের নামে মামলা দেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশ মামলাই হত্যা সংক্রান্ত। কেন্দ্রীয় নেতারা অনেকে আত্মগোপনে চলে গেলেও বিপদে পড়েছেন তৃণমূলের নেতারা।

এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের জেলাপর্যায়ের এক নেতা বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিলাম। আমাদের লাখ লাখ নেতা-কর্মী রয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে নেতাদের চেয়ে কর্মীরা বেশি বিপদে আছেন। গণহারে আসামি করা হচ্ছে। নেতাদের পক্ষে আইনজীবীরা আইনি লড়াই চালাবেন, কর্মীদের পক্ষে কে লড়বেন? নেতাদের মতো তাদের আর্থিক অবস্থা তো ভালো নয়। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।'

সীমান্ত থেকে ২ বাংলাদেশিকে

মহিষের চারটি বাচ্চা উদ্ধারের কথাও জানায় বিএসএফ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ

এলাকায় শামীমকে মারধর করেন শিক্ষার্থীরা। পরে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জয় বাংলা ফটকসংলগ্ন একটি দোকানে অবস্থান করছিলেন শামীম। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী সেখানে গিয়ে তাকে আটক করে মারধর করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম উপস্থিত হয়। একপর্যায়ে নিরাপত্তাকর্মীদের সহায়তায় তাকে নিরাপত্তা শাখায় নিয়ে আসা হয়। সেখানেও উত্তেজিত শিক্ষার্থীরা আবারও মারধর করেন। শিক্ষার্থীরা বলেন, শামীম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের এলাকায় থাকেন। আশপাশের এলাকায় মাদক সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ, জমি দখল, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অভিযোগ আছে। তার বিরুদ্ধে চারটি মামলাও রয়েছে। ১৫ জুলাই রাতে উপাচার্যের বাসভবনে অবস্থানরত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এজন্য তাকে মারধর করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখার প্রধান কর্মকর্তা সুদীপ্ত শাহীন বলেন, খবর পেয়ে নিরাপত্তা শাখার কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। সেখানে ৩৯ ব্যাচের সাবেক ছাত্রকে উদ্ধার করে প্রক্টর অফিসে নিয়ে আসা হয়। ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে আগে যে মামলা রয়েছে, সে মামলায় তাকে আশুলিয়া থানায় সোপর্দ করা হয়। ওসি আবু বকর সিদ্দিক বলেন, থানায় সোপর্দ করার পর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ: এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমেদ ওরফে শামীম মোল্লার হত্যার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গতকাল বৃহস্পতিবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহুয়া চত্বর থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রেজিস্ট্রার ভবনের সামনে এসে মিছিলটি শেষ হয়। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন তারা। এ সময় বক্তারা এই হত্যাকাণ্ডকে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের চক্রান্ত হিসেবে উল্লেখ করে অবিলম্বে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম বলেন, গতকাল (গত বুধবার) যে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। গত ১৫ ও ১৭ জুলাই সংগঠিত হামলার বিচারের জন্য কোনো পদক্ষেপ এখনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিতে পারেনি। নতুন প্রশাসনের এই দুর্বলতার কারণেই এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। সেই সঙ্গে হেঁটে পুলিশি হেফাজতে যাওয়ার পর কীভাবে মৃত্যু হলো তাও খতিয়ে দেখতে হবে। তার মৃত্যুতে কেউ লাভবান হবে কি না তাও খতিয়ে দেখতে হবে। গতকালের মারধরের ঘটনায় যারা জড়িত ছিল তারা কোন রাজনৈতিক ব্যানারের লোক তা আমরা জানি। যেসব রাজনৈতিক ব্যানারের লোক এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তাদেরকে আমরা প্রতিহত করবো। সেই সঙ্গে যারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তাদের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করার জন্য আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আবদুর রশীদ জিতু বলেন, গতকালের (গত বুধবার) ঘটনাটি সুপরিকল্পিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গোষ্ঠী তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য এই ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। সেই সঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই হত্যার সঙ্গে জড়িত সবাইকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় আমরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবো। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আরিফ সোহেল বলেন, গতকাল (গত বুধবার) ছাত্রলীগের এক নেতাকে মারধর করা হয়েছে। গুরুতর অবস্থায় পুলিশের হেফাজতে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়। শামীম মোল্লা আসলেই একজন সন্ত্রাসী ছিলেন। সে মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে অনেকের নাম উঠে এসেছে। সে আরও অনেকের নাম বলতে পারতো কিন্তু সে সেই সুযোগ পায় নাই। তার মৃত্যুতে কাদের লাভ হলো, কারা তাকে এই নৃশংসভাবে হত্যা করলো অবিলম্বে সেগুলো তদন্ত করে বের করতে হবে। আমাদের একজন সমন্বয়ককেও এই সময় লাঠি হাতে দেখা গেছে। অপরাধী যেই হোক সবারই বিচার করতে হবে।

শেখ হাসিনার ভারতে থাকা উচিত :

ভারতের সম্পর্কে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে বিক্রমাসিংহে বলেন, এগুলো রাজনৈতিক বিষয়, এটি এমনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেন দেশ স্থিতিশীল থাকে।

বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়ে কথা বলেছেন।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চলমান সংকটের সমাধানে কী পরামর্শ দেবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বিক্রমাসিংহে বলেন, প্রথমে বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। শেখ হাসিনার বিষয়টি রাজনৈতিক, অনেক নেতাই দেশের বাইরে চলে যান এবং সেখানে বসবাস করেন। আমার কাছে অগ্রাধিকার হলো, বাংলাদেশকে স্থিতিশীল রাখা।তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনা যদি দেশের বাইরে থাকেন, তবে থাকুন। দ্রুত স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। সেনাবাহিনীও প্রয়োজন হতে পারে। আমরা সবাই চাই বাংলাদেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক এবং জনগণ সিদ্ধান্ত নিক কীভাবে দেশ পরিচালিত হবে।রণিল বিক্রমাসিংহে নিজেই এমন একটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট হন। ২০২২ সালে গণ-আন্দোলনের ফলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিক্রমাসিংহে একটি সমঝোতার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হন ও শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার চেষ্টা করেন।

বৈদেশিক মুদ্রা আইনের মামলায়

থেকে সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়। ওইদিনই নিউমার্কেট থানার উপপরিদর্শক মো. সজীব মিয়া বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় বৈদেশিক মুদ্রা আইনে এই মামলাটি দায়ের করেন। পরে তিন দফায় তাদের ২৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। এবার এই মামলায় চতুর্থ দফায় রিমান্ডে নেওয়া হলো তাদের। গ্রেফতারের দিন পুলিশ জানায়, গত ১৩ আগস্ট সন্ধ্যায় বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গোপন সূত্রে জানতে পারেন নিউমার্কেট থানার হত্যা মামলায় জড়িত আসামিরা সদরঘাট ২নং মসজিদ সংলগ্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা অবৈধভাবে নিজ হেফাজতে রেখে লেনদেন করছে। তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে অভিযানে গেলে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আসামিরা পালানোর চেষ্টাকালে তাদের সঙ্গীয় অফিসারদের সহায়তায় হাতে-নাতে আটক করেন। পরে তারা তাদের নাম-ঠিকানা জানায়। আটকের পর আসামি আনিসুল হকের কাছে থাকা ব্যাগে রক্ষিত ১৭ হাজার ৫৯২ ইউএস ডলার, ৭২৬ সিঙ্গাপুর ডলার এবং সালমান এফ রহমানের কাছ থেকে ১২ হাজার ৬২৪ ইউএস ডলার, ৬২০ ফ্রান্সের মুদ্রা, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাড়ে ৮ হাজার মুদ্রা, ১১ হাজার ৬৫০ সৌদি রিয়াল, ৭৭৯ সিঙ্গাপুর ডলার, ১৫০ পাউন্ড ও ১৩৩২ ইউরো এবং বাংলাদেশি ৫০ হাজার টাকা জব্দ করা হয়। পুলিশের দাবি, আসামিদের জব্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়ে বৈধ কাগজপত্র দেখাতে বললে তারা কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। জিজ্ঞাসাবাদে তারা পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেন।

বিশ্বব্যাংক সংস্কার চলা ব্যাংকিংখাতে

সাহায্য করবে। বিশেষ করে বেসরকারি সেক্টরে উদ্যোক্তা বাড়ানো, তাদের বিনিয়োগে সুযোগ-সুবিধা দেখার বিষয় আলোচনা হয়েছে। আমরা যে সংস্কারগুলো করছি তারা সে বিষয় সন্তুষ্ট।

ডলার সংকটের কারণে দেশে গ্যাস-

কমিটি কাজ করছে। তাদের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে সে বিষয়ে তদন্ত হবে বলেও জানান তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গ্যাসপ্রম, এস আলম গ্রুপ, সামিট গ্রুপ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে এ নিয়ে গঠিত নতুন কমিটি তদন্ত করবে। শ্বেতপত্র কমিটিও এ নিয়ে কাজ করছে।

নিউইয়র্কে হবে না ড. ইউনূস-মোদির

রতীয় বংশোদ্ভূত ও প্রবাসী ভারতীয়দের সভায় তিনি যোগ দেবেন বলে দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে না তার।ভারতীয় এক কর্মকর্তা হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদির নিউইয়র্কে সাধারণ পরিষদের সাইডলাইনে কিছু দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ড. ইউনূসের সাথে কোনও বৈঠক তার শিডিউলে নেই।' সংবাদমাধ্যমটির দাবি, সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয়ে ড. ইউনূসের মন্তব্য এবং ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের প্রায় প্রতিদিনের মন্তব্যে ভারতের সমালোচনা নয়াদিল্লির ভালো লাগেনি।সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস ভারতে নির্বাসনে থাকাকালীন বাংলাদেশের বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বাংলাদেশ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইতে পারে। তিনি আরও বলেছিলেন, হাসিন-ার দল আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য সকল রাজনৈতিক দলই "ইসলামপন্থি", এমন বয়ানের বাইরে যাওয়া উচিত ভারতের।অবশ্য নয়াদিল্লি বলেছে, হাসি-নাকে স্বল্প সময়ের নোটিশে ভারতে আসার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। হাসি-না ভারতে অজ্ঞাত স্থানে রয়েছেন। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হাসিনার প্রত্যর্পণের নিয়ে সম্ভাব্য বাংলাদেশি অনুরোধের বিষয়েও কথা বলতে অস্বীকার করেছে। অবশ্য বিশ্লেষকরা মনে করছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আপাতত বৈঠক করতে চাচ্ছেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাদের মতে, এখন যদি ড. ইউনূসের সঙ্গে মোদিকে সরাসরি বৈঠক করতে হয় তাহলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যাপারেও আলোচনা করতে হবে। আর মোদি এখন হাসিনাকে নিয়ে কথা বলতে চাইছেন না। কারণ আলোচনা হলে সেখানে অবশ্যই হাসিনাকে ফেরত দেওয়ার বিষয়টি উঠবে।ওয়াশিংটনভিত্তিক উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বলেছেন, "ঢাকার সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এখন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ে কথা বললে ভারতকে এমন কিছু বিষয়ের ওপর নজর দিতে হবে। যেটি তারা এখন আলোচনায় রাখতে চাইবে না।"তিনি আরও বলেছেন, "এরমধ্যে প্রধান বিষয় হলো ভারতে শেখ হাসি-নার অবস্থান। বাংলাদেশ শেখ হাসিনাকে ফেরত চায়। কিন্তু শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের কিছু নেতার গভীর সম্পর্ক থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে তারা তাকে ফেরত দিতে চায় না।"তিনি বলেন, "যদি মোদিকে এখন ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করতে হয়, তাহলে এ বিষয়গুলো আলোচনা না করে থাকতে পারবেন না তিনি।" সেনাবাহিনীর যে বার্তা পেয়ে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের চাপে হাসিনাকে ফেরত দেবে ভারত? কী বলছেন বিশ্লেষকরা শেখ মুজিবের দুই খুনিকে ফেরত দিয়েছিল ভারত, দিতে পারবে হাসিনাকেও শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব? ভারতের সামনে অপশন কী? প্রসঙ্গত, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণবিপ্লবের মুখে দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে চলে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল জানায়, শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

অর্থ পরিশোধ না করায় শঙ্কায় নন

। বকেয়া অর্থ পরিশোধ না করায় নানা ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এসব জটিলতার কারণে ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের এলসি খোলা। তবে এসব দায় পরিশোধ করে সারের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে দ্রুত উদ্যোগ নিচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয়। ওই লক্ষ্যে চুক্তি বন্ধ থাকা দেশের সঙ্গে নতুন করে সার আমদানির চুক্তি করাসহ অর্থ পরিশোধের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া বাড়তি দামে যেসব সার আমদানির চুক্তি হয় বা টেন্ডার দেয়া হয়েছিল, সেগুলো বাতিল করা হচ্ছে। সার আমদানিতে অর্থ সাশ্রয়ে মন্ত্রণালয় থেকে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান জানান, ডলার সংকট ও আর্থিক খাতের নানান সংস্কারের মধ্যেও বর্তমান সরকার কৃষি খাতের জন্য সার আমদানির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিষয়টি সার্বক্ষণিকভাবে কৃষি উপদেষ্টা তদারক করছেন ও নিয়মিত পরামর্শ দিচ্ছেন। আগামী ডিসেম্বরের পর থেকে বোরো মৌসুম শুরু হবে। সেই সময়ে চাহিদা অনুসারে সারের সরবরাহ নিশ্চিত করতে সব ধরনের বকেয়া পরিশোধ করে আমদানি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দপ্তরগুলো এ বিষয়ে সব ধরনের সহযোগিতা করছে। প্রতি টন সার আমদানিতে প্রায় ১০০ ডলার বেশি দাম চাওয়া হয়েছিল। সেটি বাতিল করে দাম কমিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছি।

নোয়াখালীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় মেশিন দিয়ে বন্যার পানি সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. শাহাব উদ্দিন (৩৫) নামে এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবরা সকাল ১০টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন, বেগমগঞ্জ মডেল থানার ওসি মো. আনোয়ারুল ইসলাম। এর আগে গত বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়নের গাবুয়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মো. শাহাব উদ্দিন ওই ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রামের শফি উল্যাহ চৌকিদার বাড়ির মৃত রুহুল আমিনের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ইলেকট্রিক ও প্লাম্বার মিস্ত্রি ছিলেন। স্থানীয়রা জানায়, উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়নের গাবুয়া বাজারের একটি তিনতলা ভবনের নিচ তলায় বন্যার সময় পানি জমে যায়। এরপর সেখানে স্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। গত বুধবার সন্ধ্যার দিকে সেচ দিয়ে ওই পানি সরাতে ওপর থেকে বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে মেশিন চালু করতে সুইচ দিলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি শাহাব উদ্দিন। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ওসি আরও জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা নেওয়া হয়েছে। এরপর লাশ নিহতের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মাদারীপুরে ডোবায় মিলল যুবকের লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুর জেলার কালকিনিতে একটি পরিত্যক্ত ডোবা থেকে অর্ধগলিত এক অজ্ঞাত যুবকের ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবরা দুপুরে পৌর এলাকার পুয়ালী এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ বলছে, নিহত যুবকের আনুমানিক বয়স ৪০ বছর। পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পুয়ালী এলাকার একটি ডোবার মধ্যে লুঙ্গি পরিহিত অর্ধগলিত এক যুবকের লাশ দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন। পরে কালকিনি থানা পুলিশ খবর পেয়ে ওই যুবকের লাশ ডোবা থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ধারণা করা হচ্ছে, ওই অজ্ঞাত যুবককে দুই-তিনদিন আগে হত্যা করে রাতের আঁধারে ডোবার মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে হত্যাকারীরা। স্থানীয় কাউন্সিলর আসাদুজ্জামান লাবু তালুকদার বলেন, যুবকের লাশ ডোবায় ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। আমাদের ধারণা, কারা যেন যুবককে রাতের আঁধারে হত্যা করে ওই ডোবার মধ্যে ফেলে গেছে। লাশটি স্থানীয় কোনো যুবকের নয়। কালকিনি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহমুদ বলেন, অজ্ঞাত যুবকের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে ওই মৃত যুবকের পরিচয় মেলেনি। লাশ অর্ধগলিত। শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। আশা করছি, দ্রুত নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্তসহ অপরাধীদের চিহ্নিত করা হবে।

কক্সবাজারের পাহাড়ে গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফ স্থলবন্দর সংলগ্ন পাহাড়ে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় রফিক (৩০) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবরা সকাল ১১টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের স্থলবন্দর সংলগ্ন কেরুনতলী এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। মৃত রফিক টেকনাফ সদর ইউনিয়নের কেরুনতলী এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে। পুলিশ জানায়, রফিকের নামে কয়েকটি মাদক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলায় তিনি কারাগারে ছিলেন। ১০ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলা কারাগার থেকে জামিনে বের হন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ থানার ওসি মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন। মৃতের স্বজন ও স্থানীয়দের বরাতে ওসি গিয়াস উদ্দিন বলেন, সকালে টেকনাফ স্থলবন্দর সংলগ্ন কেরুনতলী এলাকার পাহাড়ে এক ব্যক্তিকে গাছের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। দাম্পত্য কলহের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে। তারপরও ঘটনার রহস্য উদঘাটনে পুলিশ খোঁজ-খবর নিচ্ছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান ওসি গিয়াস উদ্দিন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১৫

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে ঈদে মিলাদুন্নবীর জশনে জুলুস নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবরা সকালে উপজেলার চম্পকনগর গ্রামে এ সংঘর্ষ চলে। আহতরা বিজয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে তাদের নাম জানা যায়নি। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গত সোমবার পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবীর দিন চম্পকনগর ইউনিয়নের সাটিরপাড়া গ্রাম থেকে নাঈম হুজুর ও মাজেদুল হাসানের নেতৃত্বে একটি জশনে জুলুসের মিছিল বের হয়। মিছিলটি চম্পকনগর গ্রামে এলে তখন ওই গ্রামের লোকজন তাতে বাধা দিয়ে কামাল নামে এক ব্যক্তিকে মারধর করে। এরই জের ধরে গতকাল বৃহস্পতিবরা সকালে সাটিরপাড়া, ইছাপুরা ও খাদরাইল গ্রামের লোকজন চম্পকনগর গ্রামে হামলা করে। এ সময় চম্পকনগর গ্রামের পক্ষে গেরাগাঁও ও নুরপুর গ্রামে লোকজনও সংঘর্ষে জড়ায়। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. বিল্লাল জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

রংপুরে আওয়ামী লীগ নেতাকে

অস্ত্র নিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালানো হয়। এ সময় গোলাগুলিতে ঢাকা সিরামিক গ্লাস ইন্সটিটিউটের অষ্টম বর্ষের শিক্ষার্থী আব্দুল্লা আল তাহির গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এ ঘটনায় থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তিন ওই খুনের মামলার ১৮ নম্বর আসামি। তার সঙ্গে আর কারা কারা ছিল কারা অর্থের জোগান ও অস্ত্র সরবরাহ করেছে সব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ১০ দিনের রিমান্ডের প্রয়োজন। তার নেতৃত্বে রংপুর নগরীতে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা-গুলি করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। একই কথা বলেন কোর্ট ইন্সপেক্টর পৃথিশ চন্দ্র সরকার। তিনি বলেন, আসামিকে রিমান্ডে নিলে অনেক রহস্য জানা যাবে। এ সময় আদালত আসামি তুষার কান্তি মন্ডলের কোনো বক্তব্য আছে কি না তা জানতে চান। এ পর্যায়ে আসামি জানান, তিনি এখন সাবেক সাধারণ সম্পাদক রংপুর মহানগর আওয়ামী লীগের কমিটি আছে, তারা ঘটনা সম্পর্কে বলতে পারবে। তিনি এসব ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নন বলে দাবি করেন। অন্যদিকে আসামিপক্ষে তার আইনজীবী ইফফাত আখতার বানু আওয়ামী লীগ নেতাকে নির্দোষ দাবি করে তার জামিনের আবেদন করেন এবং রিমান্ড বাতিলের আবেদন জানান। শুনানি শেষে বিচারক আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তাকে আরও চার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন বিচারক মঞ্জুর করেন। পরে তাকে আদালতের পঞ্চম তলা থেকে নিচে তলায় নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষুব্ধ জনতা ও আইনজীবীরা খুনি খুনি, ভুয়া ভুয়া বলে স্লোগান দেয়। এ সময় তাকে লক্ষ্য করে ডিম ও জুতা ছোঁড়া হয়। পরে কঠোর পুলিশি পাহারায় তাকে থানায় নেওয়া হয়।

আড়াই কোটি টাকার রিয়াল

যা ২,০৫,৭১৪ মার্কিন ডলারের সমতুল্য। বাংলাদেশি টাকায় ২,৪৪,৮০,০০০। বিমানবন্দরের একজন কর্মকর্তা জানান, বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাসহ আটক হওয়ায় ওই যাত্রীকে শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃক মানি লন্ডারিং আইনে মামলা দায়েরের মাধ্যমে পতেঙ্গা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হবে। ওই যাত্রী ফ্রিকোয়েন্টলি মধ্যপ্রাচ্যে যাতায়াত করে থাকেন এবং পাচারকার্যে জড়িত থাকেন।

দুই মাস পর ফের উৎপাদনে ফিরলো

আশা করছি মিলটি আবারও পুরোদমে উৎপাদনে ফিরে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। ১০০ মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে যাত্রা শুরু করা কেপিএমে অর্ধশতাব্দী পর উৎপাদন নেমে এসেছে ৫-১০ মেট্রিক টনে। বাঁশ ও গাছের সহজলভ্যতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানটি আমদানিকৃত পাল্পের ওপর নির্ভর করায় প্রায় বন্ধ থাকে মেশিনগুলো।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতাবিরোধী

ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না। এটাকে আমরা সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে জরুরি কাজ বলে মনে করি। হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, এখনো অনেক কালাকানুন আছে। এগুলো বাতিল করতে হবে। একটি গ্রহণযোগ্য আইন করতে হবে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে যে সকল আইন করা হয়েছে, সে সকল আইন বন্ধ করতে হবে। কাদের গণি চৌধুরী বলেন, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনিসহ যেসকল হত্যাকাণ্ড হয়েছে তাদের বিচারের দাবিতে আমার এখানে দাঁড়িয়েছি। সাংবাদিকদের জন্য সুরক্ষা আইন করতে হবে। মুক্তভাবে সাংবাদিকতা করার সুযোগ করে দিতে হবে। যেসব সাংবাদিকরা হাসিনার কুকর্মে সমর্থন দিয়েছে আমরা তাদেরও বিচার চাই। আমাদের দাবিগুলো অবিলম্বে মেনে নিতে হবে। সাগর-রুনির হত্যার বিচার অবিলম্বে করতে হবে। কবি হাসান হাফিজ বলেন, এখনো কালাকানুনগুলো দূর হয়নি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এখনো নিরঙ্কুশ হয়নি, নিশ্চিত হয়নি। অনেক সাংবাদিক হত্যার বিচার হয়নি। সেগুলোর বিচারের জোর দাবি জানাচ্ছি। কালাকানুনগুলো যেন রোধ করা হয়। সাগর-রুনির প্রকৃতি খুনিদের যেন চিহ্নিত করা হয় এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়। একটি অন্তর্বর্তী সরকারের এখন দেশ চালাচ্ছে। তারা একটি সংস্কারের কাজ করছে। আমাদের দেশপ্রেমিক নাগরিকদের প্রত্যেকের দায়িত্ব তাদের সহায়তা করা, সংস্কারের ক্ষেত্র তৈরি করা এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সুগম করা। সেক্ষেত্রে আমাদের সবার দায়-দায়িত্ব আছে। '৩৬ জুলাই শেষ হয়ে যায়নি' উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। সংস্কার চলতেই থাকবে। এই সংস্কার শুরু হয়েছে এবং পরবর্তীতে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারের হাতে সেই সংস্কার চলবে। গণমাধ্যমে আমরা দেখেছি এখনো অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সীমান্তে হত্যা বন্ধ হয়নি এবং আঞ্চলিক ও পরাশক্তিগুলোর মধ্যেও আমাদের এই সাফল্য নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র আছে। এগুলোর ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে। আমরা যেন এগুলো সম্মিলিতভাবে, ঐক্যবদ্ধভাবে, সচেতনতার সঙ্গে, পরিপক্বতার সঙ্গে, ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করি। সভপতির বক্তব্যে শহিদুল ইসলাম বলেন, আমরা দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলাম। আমরা তিনটা দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছি। প্রথম দাবি ছিল এই ফ্যাসিবাদী সরকারের পদত্যাগ এবং একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় দাবি ছিল সাগর-রুনিসহ সকল সাংবাদিক হত্যার বিচার। তৃতীয় দাবি ছিল সকল বন্ধ গণমাধ্যম খুলে দিতে হবে। দীর্ঘ আন্দোলন এবং সংগ্রামের পরে সর্বশেষ জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, ছাত্র জনতার রক্তের ওপর দিয়ে আজকে এই ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও এখনো দুটি দাবি আদায় হয়নি। সেগুলো হলো, সাগর-রুনিসহ সকল সাংবাদিক হত্যার বিচার হয়নি। আমরা উপদেষ্টা পরিষদের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, অবিলম্বে সকল সাংবাদিক হত্যার বিচার করতে হবে। এর বাইরে আমরা কোনো কথা শুনতে চাই না। কোনো তালবাহানা দেখতে চাই না। আমরা ১৬ বছর ধরে যে দাবি করে আসছি সেটার থেকে এক চুলও নড়বো না। সাগর রুনিসহ ৬৫ জন সাংবাদিক হত্যার বিচার করতে হবে। এরপরে সকল বন্ধ গণমাধ্যমগুলোকে খুলে দিতে হবে।

সাবেক ডিএমপি কমিশনার

'বন্দুকযুদ্ধে' নুরুজ্জামান জনি নিহত হন। এ ঘটনার ৯ বছর পর গত ২ সেপ্টেম্বর জনির বাবা ইয়াকুব আলী খিলগাঁও থানায় মামলা করেন। মামলা পুলিশের ১৩ সদস্য এবং সাবেক এমপি সাবের হোসেন চৌধুরীসহ আওয়ামী লীগের ৪৯ জনকে আসামি করা হয়। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের ১৯ জানুয়ারি সকাল আনুমানিক ৮টা ১৫ মিনিটের দিকে নুরুজ্জামান জনি ও তার সহপাঠী মইন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছোট ভাই মনিরুজ্জামান হীরাকে দেখতে যান। কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফেরার পথে আসামিরা জনি ও মইনকে ডিবি পরিচয়ে আটক করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে নির্যাতন চালায়। এসময় নুরুজ্জামান জনির স্ত্রী মুনিয়া পারভিনসহ আত্মীস্বজনরা খিলগাঁও থানা, ডিবি দক্ষিণ অফিস, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অফিসসহ বিভিন্ন থানায় খোঁজ করেন উল্লেখ করে অভিযোগে বলা হয়, প্রায় দুই দিন ধরে খোঁজাখুঁজির পরও নুরুজ্জামান জনির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। ২০ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ৩টা থেকে সাড়ে ৩টার দিকে খিলগাঁও থানার জোড়াপুকুর খেলার মাঠের আশপাশের মানুষজন কান্নার শব্দ শুনতে পান। নির্যাতিত ব্যক্তি চিৎকার করতে থাকেন। ঘটনাস্থলের পাশে সি ব্লকের বাসিন্দা লাভলী বেগম ও এ ব্লকের বাসিন্দা সাইফুদ্দিনের স্ত্রী সানজিদা আক্তার সেতু কান্না ও চিৎকারের শব্দ শুনতে পান। সেই সময় গুলির শব্দ পান আশপাশ এলাকার বাসিন্দারা। ভোরে বাদীসহ প্রতিবেশীরা খিলগাঁও থানার জোড়াপুকুর মাঠের দিকে গিয়ে পুলিশ সদস্যদের দেখতে পান।এসময় স্থানীয়দের পুলিশ জানিয়েছে, নুরুজ্জামান জনি পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তার লাশ ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। বাদী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে গিয়ে দেখতে পান নুরুজ্জামানের বুকের বামে, ডান দিকে, দুই হাতের তালুতে ১৬টি গুলির চিহ্ন ছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে গতকাল বৃহস্পতিবরা গ্রেপ্তারর দেখানো মামলার আবেদনে বলা হয়, মামলার বাদীর ছেলে আ: আজিজ পেশায় গার্মেন্টস কর্মী। গার্মেন্টসের বিভিন্ন খুচরা পন্য ক্রয় করে অন্যত্র বিক্রয় করে নিজের এবং পরিবারের বায় নির্বাহ করতেন। ঘটনার দিন গত ৫ আগস্ট ভিকটিম আজিজ উত্তরাস্থ একটি অফিস থেকে গার্মেন্টসের স্টক লড আনার জন্য সকালে গাজীপুর থেকে ঢাকার উত্তরার দিকে রওয়ানা দেন। সকাল ৭টার দিকে উত্তরা হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের সামনে পৌঁছামাত্র ওই স্থানে অবস্থানরত পুলিশ এবং অবৈধ অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত আওয়ামী লীগ, যুবলীগ শ্রমিক লীগ, ছাত্রলীগের ক্যাডাররা সম্পূর্ণ বিনা উসকানিতে ভিকিটিম আজিজের উপর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করেন। ওই সময়ে ভিকটিম গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকলে প্রত্যক্ষদর্শী পথচারীরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা অবস্থায় গত ৭ আগস্ট ভিকটিম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। এ মামলায় এজাহারনামীয় ৬ নং আসামি আছাদুজ্জামান মিয়া।

তারেক সিদ্দিকসহ ১০ সাবেক সেনা

জেনারেল জিয়াউল আহসান (বরখাস্ত), ডিবির সাবেক ডিসি মো. আব্দুল বাতেন, মো. মোখলেসুর রহমান, ডিবির সাবেক এডিসি গোলাম মোস্তফা রাসেল, গোলাম সাকলাইন, ডিবির সাবেক এসি মাহমুদ নাসের জনি, ডিবির সাবেক পরিদর্শক মো. আবু আজিফ ও সিরাজুল ইসলাম খান।

মামলার আবেদনে বলা হয়, বাদী তৌহিদুল ইসলামকে ২০১৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর এলিফ্যান্ট রোডের বাসা থেকে সাদা পোষাকে তুলে নিয়ে যায়। দুই দিন গুম করে রাখার পর ২৯ ডিসেম্বর তাকে দুটি ভুয়া মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে জামিন পেয়ে তিনি এসব বিষয়ে অভিযোগ জানাতে থানায় গেলেও সাধারণ ডায়েরিও (জিডি) নথিভুক্ত করা হয়নি।

আগারগাঁও-মতিঝিল অংশে

স্প্রিং সরে যাওয়ার মেট্রোরেল চলাচলে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। জানা যায়, ফার্মগেট স্টেশনের কাছে ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের সামনের একটি পিলারের উপরে ভায়াডাক্টের ৪টি স্প্রিং থেকে একটি স্প্রিং সরে গেছে। ফলে সেখানে রুট অ্যালাইনমেন্ট উঁচু-নিচু হয়ে গেছে। এ বিষয়ে মেট্রোরেল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রউফ বলেছিলেন, একটি টেকনিক্যাল সমস্যা হয়েছে। সেটি সারানোর কাজ চলছে। ঘণ্টা দেড় থেকে দুই লাগতে পারে। ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে। তিনি আরও জানান, সেখানে ভায়াডাক্টে কারিগরিভাবে চারটি স্প্রিং থাকে। এর মধ্যে একটি স্প্রিং সরে যাওয়া ডিসপ্লেস-ওয়েতে দেখা যাচ্ছে। আমরা বিষয়টি আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি। এর মধ্যে ট্রেন চালানো যায়, তবে সেটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বিষয়টি সমাধান করে তারপর ট্রেন চালানো হবে। এদিকে দিনভর মেট্রোরেল বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েন এর নিয়মিত যাত্রীরা। আগারগাঁও মেট্রো স্টেশনের নিচে বাসের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় তাদের। অবশ্য মেরামত শেষে রাতে ওই অংশে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার কথা জানায় মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।

যশোরের কেশবপুরে ৪০ হাজার

নিয়েছেন। বাড়ির উঠানে বন্যার পানিতে জাল ফেলে মাছ ধরছেন কেউ কেউ। অপরদিকে খানপাড়ার কয়েকটি পরিবারের লোকজন যশোর-চুকনগর সড়কের মধ্যকূল তেলপাম্প এলাকার একটি উঁচু ভবনে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। হরিহর নদের মধ্যকূল এলাকা দিয়ে নদ উপচে পানি ঢোকা বন্ধ করতে গ্রামবাসীকে বাঁধ নির্মাণ করতে দেখা যায়। মধ্যকূল গ্রামের আবদুর রহিম জানান, তার মাছের ঘের ভেসে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, বন্যার পানিতে এ পর্যন্ত ১৭৩ হেক্টর আমন ধান, ৩০০ হেক্টর সবজি, ২১ হেক্টর মরিচ, ৩০ হেক্টর হলুদ, সাড়ে নয় হেক্টর তুলা, ২১ হেক্টর কলা, সাড়ে ২৫ হেক্টর পান ও ২৫ হেক্টর ফুল ক্ষেত তলিয়ে গেছে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সজীব সাহা বলেন, বন্যার পানিতে কেশবপুরে প্রায় তিন হাজার ৬৪০টি মাছের ঘের ও দুই হাজার ৪২০টি পুকুর ভেসে গেছে। এতে মাছ চাষিদের প্রায় দুই হাজার ১৫ মেট্রিক টন মাছ ভেসে ৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ের অফিস সহকারী নিয়াজ মোহাম্মদ ফয়সাল বলেন, টানা বর্ষণে কেশবপুরের প্রায় প্রত্যেকটি ইউনিয়নই কমবেশি জলাবদ্ধতার শিকার হয়েছে। ১০৪টি গ্রামের ১০ হাজার ৩০টি পরিবারের ৪০ হাজার মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছে। তিনি জানান, ইতোমধ্যে সরকারিভাবে ৩০ টন' চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। নগদ দেড় লাখ টাকা এসেছে। এখনও মালামাল কেনা হয়নি।

ডিএসইতে ২ স্বতন্ত্র পরিচালক

জেনারেল কামরুজ্জামান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নাহিদ হোসেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪৬ ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মফিজুল ইসলাম রাশেদ। মেটলাইফ বাংলাদেশের সাবেক মহাব্যবস্থাপক সৈয়দ হামাদুল করীম ও বাংলাদেশ ব্যাংকের (লিয়েন) চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার ইসহাক মিয়াও স্বতন্ত্র পরিচালকের দায়িত্ব পান। আর দায়িত্ব নিতে অপারগ জানান ডিএসই সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এ এম মাজেদুর রহমান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিরডাপের পরিচালক (গবেষণা) হেলালউদ্দিন।

আরটিভি ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মীর হালিম এই নোটিশ প্রেরণ করেন। নোটিশদাতা অ্যাডভোকেট মীর হালিম বলেন, মহান নেতা, স্বাধীনতার ঘোষক, বাংলাদেশে বহু দলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা ও জনপ্রিয় দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে ইনডেমনিটি নাটকের আড়ালে নেতিবাচক উপস্থাপনা হাজারো মানুষের সঙ্গে আমাকে ব্যথিত করেছে। বিএনপির নেতাকর্মী, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একনিষ্ঠ অনুসারীদের পক্ষ থেকে সংক্ষুব্ধ হয়ে আমি এই লিগ্যাল নোটিশটি পাঠিয়েছি। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর পরবর্তী রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদের জারি করা দায়মুক্তি আধ্যাদেশের সঙ্গে জিয়াউর রহমানকে জড়িয়ে দেশের বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভিতে ২০২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় প্রচারিত হয় বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে রচিত মঞ্চ নাটক 'ইনডেমনিটি'। অ্যাডভোকেট মীর হালিম বলেন, এই নাটকের মাধ্যমে রাজনৈতিক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এবং বিশ্ব নন্দিত মহান নেতা জিয়াউর রহমানের দেশপ্রেম ও নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে উনাকে মানহানিকর ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা অসত্য এবং ইতিহাসকে বিকৃত করার শামিল। নোটিশে তিনি বলেন, নাটকটির রচয়িতা ও পরিচালক মান্নান হীরার পরিক্রয় প্রকাশিত কনসেপ্ট থেকে বোঝা যায় ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ স্বরূপ বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট এই মঞ্চ নাটকটি পরিবেশন করে। ৪৩ মিনিটের নাটকটি শুরুর উপস্থাপনা করেন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ও সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট তারানা হালিম। টেলিভিশন টকশোতে এ বিষয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। নাটকটিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাজু খাদেম (জিয়াউর রহমানকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন), ফজলুর রহমান বাবু, চিত্রনায়ক রিয়াজসহ অনেকে। এই আইনজীবী বলছেন, একুশে পদকপ্রাপ্ত ছড়াকার আবু সালেহ নাটকে জিয়াউর রহমানকে ইতিহাস বিকৃত করে রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের অভিযোগে সাবেক প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, আরটিভির চেয়ারম্যান আলহাজ মোরশেদ আলম ও অভিনেতা সাজু খাদেমসহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন আদালত তা খারিজ করে দিয়েছিল। ছাত্র-জনতার জুলাই বিপ্লব ও গণঅভ্যুত্থানের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে মানহানির ন্যায়বিচার পাবে বলে নোটিশদাতা ও সংশ্লিষ্ট সবাই আশা করে বলে নোটিশে জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে ইনডেমনিটি নাটকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে যে ভুল ও মানহানিকর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ যেসব প্রচার মাধ্যমে এ-সংক্রান্ত তথ্য ও ভিডিও রয়েছে তা সরিয়ে নিতে বলা নোটিশে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজে বিরত থাকতে হবে এবং জনসম্মুখে ক্ষমা প্রার্থনারও আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যথায় উপযুক্ত আদালতে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

বকেয়া বেতন দাবিতে টঙ্গীর তিন

৯টা থেকে সিজন্স ড্রেসেস লিমিটেডের শ্রমিকরা জুলাই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছিলেন। ওই সময় কারখানা কর্তৃপক্ষ থেকে ওই মাসের অর্ধেক বেতন দেয়া হয়। গাজীপুর শিল্পপুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (টঙ্গী অঞ্চল) মোশাররফ হোসেন জানান, সিজন্স ড্রেসেস লিমিটেড পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আগামী রোববার বকেয়া অর্ধেক বেতন পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কারখানা কর্তৃপক্ষ। ঘোষণার দিন তারা মেনে নিলেও বকেয়া অর্ধেক বেতনের জন্য আবার তারা কারখানার ভেতরে কাজ বন্ধ করে কর্মবিরতি পালন করছেন। তিনি আরও জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে গাজীপুর টঙ্গী পশ্চিম থানার সাতাইশ রোড, উত্তর আউচপাড়া এলাকার এস আর পি সোয়েটার লিমিটেডের প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিক আগস্ট মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে উৎপাদন বন্ধ রেখে কারখানার অভ্যন্তরে কর্মবিরতি পালন করছেন। সকাল ১০টার দিকে টঙ্গী পূর্ব থানার গাজীপুরা এলাকায় শিশির নিটিং অ্যান্ড ডাইং লিমিটেড কারখানার ১২৫০ জন শ্রমিক আগস্ট মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে কারখানার অভ্যন্তরে কর্মবিরতি পালন করছেন। ঘটনাস্থলে শিল্প-পুলিশ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করা হচ্ছে।

ঢাবি-জাবির ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত

শিক্ষার্থীরা কোনো হামলাকারীর সঙ্গে ক্লাস ও পরীক্ষায় বসতে পারে না। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের হামলাকারীদের বিরুদ্ধে এখনও মামলা হয়নি। প্রশাসনিকভাবে কোনো আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। জুলাই বিপ্লবে শিক্ষার্থীদের ওপর প্রকাশ্যে হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বলেন, গত ১৬ বছর ক্যাম্পাসে অনেকে ফ্যাসিস্ট হাসিনার গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। হাসিনার অত্যাচারী শাসনামলে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক দলে যারা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, গণতন্ত্র-ন্যায় এবং সত্যের পক্ষে কথা বলেছেন তারা অনেকেই নির্বিচারে মামলার শিকার হয়েছেন। অতীতে যারা হাসিনাকে স্বৈরতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে লাঠিয়াল হিসেবে গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলা ব্যক্তিদের ওপর নির্যাতন করেছেন, সব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উচিত তাদের বিচারের আওতায় আনা। বিভিন্ন রাজনৈতিক ট্যাগ দিয়ে যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে, তাদের মামলা প্রত্যাহার করা হোক। ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে যারা নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়েছেন, তাদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে। যেসব শিক্ষক নির্যাতনে সহযোগিতা করেছেন, তাদের বিচারের দাবি জানিয়ে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনার শাসনামলে যেসব শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ওপর হওয়া নির্যাতনকে সমর্থন করেছেন বা সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব শিক্ষক, ক্লাসরুমে বসে যে শিক্ষক নৈতিকতার পাঠ দিয়েছেন, তিনিই আবার স্বৈরাচারের দোসর হিসেবে কাজ করেছেন। অন্যায়কে পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন। নতুন বাংলাদেশে আমরা এমন শিক্ষক চাই, যারা তাদের শিরদাঁড়া উঁচু করে কথা বলবেন এবং শিক্ষকের মহান মর্যাদা সমুন্নত রাখবেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই সমন্বয়ক বলেন, মবলিঞ্চিং কোনো অবস্থাতেই কোনো সমাধান হতে পারে না। এটা একটা সুস্পষ্ট অপরাধ। যে বা যারাই এর সঙ্গে জড়িত, তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার্থী দাবি করে কেউ যেন পার পেয়ে যেতে না পারে। সব মিলিয়ে আমরা কোনো হামলাকারী বা নির্যাতনকারীর পুনর্বাসন চাই না। ফ্যাসিবাদ-উত্তর বাংলাদেশের প্রতিটি ক্যাম্পাস হবে জঞ্জালমুক্ত। তিনি বলেন, সাধারণ শিক্ষার্থী পরিচয়ে ছাত্রলীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের পুনর্বাসনের কোনো পথ যেমন উন্মুক্ত নেই, তেমনই আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে অপরাধে অভিযুক্ত হলে তাকেও শাস্তি পেতে হবে। এ বিষয়ে প্রশাসন এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করছি। পাশাপাশি স্বৈরাচারী হাসিনার ফাসিস্ট রেজিমকে পাকাপোক্ত করতে যেসব সুশীলরা কালচারালি কিংবা পলিটিকালি মদদ যুগিয়েছিল, নয়া রাজনৈতিক বন্দোবস্তের আলাপে তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। গত বুধবার সন্ধ্যায় চোর সন্দেহে তোফাজ্জল নামে এক যুবককে আটক করে ফজলুল হক মুসলিম হলের শিক্ষার্থীরা। পরে সে গণপিটুনির শিকার হয়। এরপর রাত ১২টার দিকে কয়েকজন শিক্ষার্থী ওই যুবককে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। গত বুধবার বিকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) জয় বাংলা ফটক এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমেদ ওরফে শামীমকে মারধর করে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। পরে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রক্টরিয়াল বডি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাকে আশুলিয়া থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। এরপর রাত ৯টার দিকে চিকিৎসার জন্য সাভারের গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা চাইলে হাসিনাকে হস্তান্তর

। বাংলাদেশের আদালতে এখনও দোষী প্রমাণিত না হলেও হাসিনাকে প্রত্যর্পণ করা যেতে পারে। ভারত থেকে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য তাকে এসব অপরাধে অভিযুক্ত করাই যথেষ্ট। এছাড়া ভারত-বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তির অনুচ্ছেদ ১০(৩)-এর আওতায় প্রত্যর্পণ চাওয়ার জন্য অনুরোধকারী রাষ্ট্রের পক্ষে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও যথেষ্ট। এক্ষেত্রে অনুরোধ জানানো রাষ্ট্রের কাছে সংঘটিত অপরাধের প্রমাণ শেয়ার করার দরকার নেই। ২০১৬ সালে চুক্তিতে আনা একটি সংশোধনীর কারণে এটির দরকার নেই। তবে মূল চুক্তিতে অনুরোধকারী রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানানো দেশের কাছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাসহ অন্যান্য প্রমাণ শেয়ার করার শর্ত ছিল। অভিযুক্তদের প্রত্যর্পণ ত্বরান্বিত করার জন্য ২০১৬ সালে অপরাধের প্রমাণ শেয়ার করার প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়।

যে কারণে বাংলাদেশ এ ধরনের অনুরোধ করলে শেখ হাসিনাকে হস্তান্তর করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে ভারতের। তবে ভারত-বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তিতে কোনও ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম বিধানও রয়েছে। প্রথমত, ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে অপরাধী ব্যক্তি যদি রাজনৈতিক নেতা হন, তাহলে তার প্রত্যর্পণ প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। আবার ১৯৬২ সালের প্রত্যর্পণ আইনের ৩১(১) ধারায় রাজনৈতিক ছাড়ের বিধান রয়েছে। তাহলে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য ভারত কি এসব বিধানের ওপর নির্ভর করতে পারে? এর জবাব হলো, না। কারণ চুক্তির ৬(২) ধারায় বিশেষভাবে হত্যা ও অন্যান্য অপরাধের মতো অপরাধকে বাদ দেওয়া হলেও আন্তর্জাতিক আইন গণহত্যা এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকে রাজনৈতিক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যদি সেই ব্যক্তির প্রত্যর্পণ অপরাধের দায়ে আদালতে বিচার করা হয়, তাহলে অনুরোধকৃত রাষ্ট্রকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি দিয়েছে অনুচ্ছেদ ৭। এই বিধানটি হাসিনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কারণ তিনি ভারতীয় আদালতে বিচারের মুখোমুখি হবেন, এমন কোনও অপরাধের অভিযোগ নেই।তৃতীয়ত, চুক্তির অনুচ্ছেদ ৮(১)(এ)(আইআইআই) ধারায় বলা হয়েছে, যদি একজন ব্যক্তি প্রত্যর্পণের জন্য অনুরোধকৃত রাষ্ট্রকে বোঝাতে পারেন যে, তাকে হস্তান্তর করা হলে দেশে তিনি ন্যায়বিচার পাবেন না এবং তাকে প্রত্যর্পণ করাটা নিপীড়নমূলক হবে, তাহলে অনুরোধকৃত রাষ্ট্র সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাকে প্রত্যর্পণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। কারণ ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ ''ন্যায়বিচারের স্বার্থে সরল বিশ্বাসে'' করা হয়নি বলে জানাতে পারবে অনুরোধকৃত রাষ্ট্র।

একই নীতি ১৯৬২ সালের প্রত্যর্পণ আইনের ২৯ ধারায় প্রতিফলিত হয়েছে। শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হতে পারে। যে পরিস্থিতিতে তিনি ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা বাংলাদেশে বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা করছেন, তাতে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রতিহিংসা ও রাজনৈতিক শত্রুতার দ্বারা প্রভাবিত। যদি তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়, তাহলে তার সুষ্ঠু বিচার না পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং তার প্রত্যর্পণ হবে নিপীড়নমূলক এবং অন্যায্য।এই ব্যাখ্যা বাংলাদেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। যারা দাবি করবে, শেখ হাসিনাকে তার স্বৈরাচারী শাসনের জন্য জবাবদিহি করা হবে ন্যায়বিচারের স্বার্থেই। কোনও বিরোধ নিস্পত্তিকারী সংস্থা কার ব্যাখ্যা সঠিক তা নির্ধারণ না করা পর্যন্ত ৮(১)(এ)(আইআইআই) ধারা অনুযায়ী, উভয়পক্ষই নিজেদের আইনি ব্যাখ্যায় অটল থাকতে পারে।

তবে ভারতের সামনে আরেকটি আইনি বিকল্প আছে। তবে সেটি হবে কঠিন। চুক্তির ২১(৩) ধারায় ভারতকে যেকোনও সময় নোটিশ দিয়ে এই চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে পরবর্তী ছয় মাস পর চুক্তিটি আর কার্যকর থাকবে না। এছাড়া চুক্তি বাতিলের আগে করা প্রত্যর্পণের অনুরোধের প্রক্রিয়া করার বিষয়ে চুক্তিতে কিছু বলা হয়নি।ভারত এই বিকল্প ব্যবহার করবে কি না তা নির্ভর করবে দেশটি শেখ হাসিনাকে কতটা মূল্য দেয় তার ওপর; যিনি নয়াদিল্লির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নয়াদিল্লি শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়াতে চায়। একতরফাভাবে চুক্তিটি বাতিল করলে ঢাকার সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক খারাপ হতে পারে; যা ভারতের বিভিন্ন কৌশলগত ও কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে।

দিন শেষে শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের আহ্বান এখন আইনি বিষয়ের চেয়ে অনেকটা রাজনৈতিক হয়ে গেছে। তবে ভারত যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না কেন, তাদের রাজনৈতিক চাহিদা পূরণ এবং যেকোনও সিদ্ধান্তের ন্যায্যতার জন্য আন্তর্জাতিক আইনের ভাষাকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

জনবান্ধব পুলিশ যেন বাস্তবে হয়

সেসব নিয়ে কথা হয়েছে। বৈঠকে মূলত আলোচনা হয়েছে যে, পুরনো ফর্মে কত দ্রুত পুলিশ ফিরে যেতে পারে, সে বিষয়ে। তারা যেন জনবান্ধব পুলিশ হতে পারে। সবার আশা, পুলিশ যেন জনবান্ধব হতে পারে, বলছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। সারা দেশে যেসব মামলা হচ্ছে, সেখানে শত শত আসামি করা হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে মামলার বাদীও জানেন না কত আসামি, কারা আসামি- এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এখন পুলিশ কোনো মামলা দিচ্ছে না। আগে পুলিশ ১০ জনের নাম দিয়ে অজ্ঞাত হাজার হাজার আসামি করেছে। এখন কিন্তু সাধারণ মানুষ মামলা দিচ্ছে। পুলিশ যদি এমন মামলা দেয় আমাকে বলবেন। এখন যেসব মামলা হচ্ছে, এগুলো করছেন সাধারণ মানুষ উল্লেখ করে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে বলতে হবে যে, তারা যেন অরিজিনাল ক্রিমিনালকে (মামলায়) আসামি করেন। যারা দোষী, (মামলায়) যেন শুধু তাদেরই নাম দেওয়া হয়। অন্য কারও নাম যেন নাম দেওয়া না হয়। অন্য কারো নাম দিলে সেটা তদন্ত করতেও সময় বেশি যাবে। নিরীহ লোক যেন হেনস্থার শিকার না হন, সে বিষয়ে সতর্ক করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আজও ডিবি-কে বলা হয়েছে, তারা তাদের নিজেদের পরিচয় দিয়ে এবং আসামি বা অপরাধীর পরিচয় নিশ্চিত হয়ে তাদের ধরেন। আমি শুধু বলবো ক্রিমিনালকে ধরতে, সাধারণ মানুষকে নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) চোর সন্দেহে এক যুবককে ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) সাবেক এক ছাত্রলীগ নেতাকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, তারা তো (শিক্ষার্থী) সবচেয়ে শিক্ষিত। একজন অপরাধ করলে তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করেন। আইন তো নিজের হাতে তুলে নেওয়ার কারও অধিকার নেই। সাম্প্রতিক এমন 'মব জাস্টিস' প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, কেউ যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়। অপরাধী হলেও ওই ব্যক্তিকে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে।

বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি

চার সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর, অর্থ সচিব, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এবং বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা সালমান এফ রহমানকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন রিটকারী আইনজীবী ব্যারিস্টার মাসুদ আর সোবহান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেদওয়ান আহমেদ রানজীব ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন।

আশুগঞ্জ উপজেলা সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মো.নাসির বহিস্কার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : দলীয় শৃংখলঅ বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে আশুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মো.নাসির মুন্সিকে বহিস্কার করেছে জেলা বিএনপি। এ বিষয়ে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আবদুল হান্নান এবং সদস্য সচিব আলহাজ সিরাজুল ইসলামস সিরাজ স্বাক্ষরিত একটি চিঠি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। চিঠিতে বলা হয়, সুস্পষ্ট প্রমান সাপেক্ষে মানুষকে হুমকি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং দলীয় আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকা কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলঅর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মো.নাসির মুন্সিকে পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

বরিশালে আইনজীবীকে অপহরনের চেষ্টা

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও নগরীর সদর রোডস্থ জামে বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ গোলাম মাসউদ বাবলুকে মারধর করে অপহরনের চেষ্টা চালিয়ে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় গত বুধবার রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে অ্যাডভোকেট বাবলু জানান, গত বুধবার যোহরের নামাজ আদায় শেষে বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর সদর রোডের বাসিন্দা মৃত নাসির উদ্দিন ভুইয়ার ছেলে সাগর উদ্দিন মন্টি, আগরপুর রোডের বাসিন্দা শাকিব হোসেনসহ তাদের ৪/৫ জন সহযোগিরা অর্তকিতভাবে তার ওপর হামলা চালিয়ে মারধর করে। একপর্যায়ে হামলাকারীরা নিজেদের বিএনপির লোক দাবি করে গত ৪ আগস্ট বরিশাল বিএনপির কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ এনে তাকে (বাবলু) টেনে হিচড়ে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় মুসল্লীরা সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসলে হামলাকারীরা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। হামলার শিকার অ্যাডভোকেট বাবলু আরও জানিয়েছেন, হামলার ঘটনা তিনি স্থানীয় বিএনপির শীর্ষ নেতাদের অবহিত করার পর তারা সকলেই জানিয়েছে সাগর উদ্দিন মন্টি ও শাকিব হোসেন বিএনপির কেউ না। পরবর্তীতে বিএনপি নেতাদের পরামর্শে তিনি (বাবলু) কোতোয়ালি মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বরিশালে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

বরিশাল প্রতিবেদক : নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে জেল খালে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধণ করেছে জেলা প্রশাসন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া সাতটার দিকে মড়কখোলার পুল এলাকা থেকে এ কর্মসূচির উদ্বোধণ করেছেন নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ দেলোয়ার হোসেন। পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বিভিন্ন শ্রমিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। সরকারি ব্রজমোহন কলেজের শিক্ষার্থী দীপ্ত কুমার দে বলেন, জেল খাল হচ্ছে নগরীর ধমনি কিন্তু এলাকাবাসীর ময়লা ফেলা এবং সিটি করপোরেশন সঠিকভাবে পরিস্কার না করাসহ দখল দূষণে খালটি মৃতপ্রায়। জেলা প্রশাসনের আহবানে আমরা পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেছি। স্কাউটস বরিশাল জেলা রোভোরের সহকারী কমিশনার কিশোর চন্দ্র বালা বলেন, ২০১৭ সালের ৩ নভেম্বর তৎকালীন জেলা প্রশাসনের আহবানে জেল খাল পরিচ্ছন্নতা অভিযানসহ সব খাল উদ্ধার অভিযানে সম্পৃক্ত ছিলাম। নানা প্রেক্ষাপটের কারণে সেই কাজটি স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বরিশালের মানুষের দুর্ভোগ চলছিলই। দুর্ভোগ লাঘবে সিটি করপোরেশন ও জেলা প্রশাসন পুনরায় খাল উদ্ধারে কাজ শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ স্কাউটস ও জেলা রোভার সেবার মানসিকতা নিয়ে এই মহৎ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছি। বিডি ক্লিন বরিশালের বিভাগীয় সমন্বয়ক জায়েদ ইরফান বলেন, আমাদের সংগঠনের শতাধিক কর্মী সরাসরি খাল পরিস্কারের কাজে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) বিভাগীয় সমন্বয়ক রফিকুল আলম বলেন, পরিচ্ছন্নতার এই অভিযান নিয়ে আশা-হতাশার কিছু বলবো না। ২০০৮ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে খাল পরিচ্ছন্ন, পুনরুদ্ধার ও খননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেসবের কোনো সুফল নগরবাসী পায়নি। বরিশালের নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ দেলোয়ার হোসেন বলেন, গত ১২ সেপ্টেম্বর আমি বরিশালে আসার পরে দেখলাম শহরে প্রচন্ড জলাবদ্ধতা। সবার সাথে কথা বলে জানলাম শহরের মধ্যে প্রবাহিত খালগুলো অপরিচ্ছন্ন থাকায় পানি কীর্তনখোলায় নামতে পারে না। তাই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সীমিত পরিসরে জলাবদ্ধতা নিরসনের অংশ হিসেবে জেল খালের মড়কখোলার পুল এলাকা থেকে পরিচ্ছন্ন অভিযান শুরু করা হয়েছে।

বিএম কলেজে ছাত্রলীগের দখলদারিত্বের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বরিশাল প্রতিবেদক : সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ ক্যাম্পাসে মাদক সেবন, ছাত্রলীগের দখলদারিত্ব ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল শেষে কলেজের জিরো পয়েন্টে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ বক্তব্য রাখেন কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী সাব্বির আহমেদ, কামরুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মহসিন, সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী এসএম হাসান রাজু, লাবন্য রহমান, বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী শাহাদাত হোসেন, আকবর মমিন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মোঃ সাহেদ প্রমুখ। বক্তারা বলেন, বিএম কলেজ ক্যাম্পাসে এখন প্রকাশ্যে মাদক সেবন হচ্ছে। অবিলম্বে এই মাদক সেবনকারীদের প্রতিহত করতে হবে। পাশপাশি একটি পক্ষ ক্যাম্পাস দখল ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তাদেরকেও প্রতিহত করার জন্য শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত রয়েছে। বক্তারা আরও বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের দোসররা এখনো ক্যাম্পাস দখল করে রেখেছে। তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যই সাধারণ শিক্ষার্থীদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি।

বাকেরগঞ্জ বিএনপির ত্রিবার্ষিক সম্মেলন

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার বাকেরগঞ্জ পৌর বিএনপির ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০ পৌর অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আকন কুদ্দুসুর রহমান। পৌর বিএনপির আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন জোমাদ্দারের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধণ করেন বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন খান। প্রধান বক্তা ছিলেন, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আবুল কালাম শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাকেরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক হারুন অর-রশিদ জোমাদ্দার, সদস্য সচিব নাসির উদ্দিন হাওলাদার। বক্তব্য রাখেন, পৌর বিএনপির সদস্য সচিব শাহাবুদ্দিন তালুকদার শাহিন, উপজেলা বিএনপি যুগ্ন আহ্বায়ক মিজানুর রহমান চুন্নু, আলিম জোমাদ্দার, জাহাঙ্গীর হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন দুলাল, জিয়াউল আহসান জুয়েল, ইশতিয়া আহাম্মেদ মাসুদ, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক এনায়েত হোসেন খান বিপু, সদস্য সচিব রুবেল জোমাদ্দার, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক আতাউর রহমান রোমান, যুগ্ন আহ্বায়ক ইমরান খান সালাম, সদস্য সচিব মনির হোসেন হাওলাদার, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মাহমুদ খান সুমন প্রমুখ। সম্মেলনে বাকেরগঞ্জ পৌর বিএনপির নয়টি ওয়ার্ডের পূর্ণাঙ্গ কমিটির সদস্যদের সাথে পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞার সময় নির্ধারনের দাবীতে মানববন্ধন

হাতিয়া, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালী হাতিয়ায় মানববন্ধন করেছে জেলেরা। মা ইলিশ রক্ষায় ২২দিনের নিষেধাজ্ঞসহ বিভিন্ন সময় মাছধরার উপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা পাশ্ববর্তী দেশে ভারতের সাথে মিল রেখে নির্ধারনের দাবীতে এই মাননবন্ধন করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার সূর্যমূখী ঘাটে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সূর্যমূখী বাজার ও মাছঘাটের সভাপতি মো: আলা উদ্দিন, মাছ ব্যবসায়ী মো: আশ্রাফ মিয়া, ফয়জুর রহমান নান্টু, ও ট্রলার মালিক মো: সালাউদ্দিন সহ প্রায় ৫শতাধিক জেলে, ব্যবসায়ী ও ঘাট শ্রমিকরা। জেলেদের দাবী নিষেধাজ্ঞার সময় বাংলাদেশের জেলেরা মাছধরা থেকে বিরত থাকলেও ভারতসহ বিভিন্ন দেশের জেলেরা এদেশের জল সীমায় এসে মাছ শিকার করে নিয়ে যায়। এই বিষয়ে বিভিন্ন সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বলার পরও কোন ফল পাওয়া যায়নি। জেলেদের দাবী মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা সহ বিভিন্ন মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা পাশের দেশ ভারতের সাথে মিল রেখে নির্ধারন করা হোক। জেলেরা আরো দাবী করেন যে, মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞার সময় আরো কমিয়ে ১২ দিন করার দাবী জানান তারা।

চিরিরবন্দরে বিজ্ঞান ক্লাবের অফিস উদ্বোধন

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে উপজেলা স্কাউটস ও উপজেলা বিজ্ঞান ক্লাবের অফিস উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় উপজেলা চত্বরে উপজেলা স্কাউটস ও বিজ্ঞান ক্লাবের অফিস উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ কে এম শরীফুল হক। উপজেলা স্কাউটস কমিশনার মাহতাব উদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে এ সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ফজলে এলাহী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মিনারা বেগম, আইসিটি অফিসার মাইদুল ইসলাম, স্কাউটস সম্পাদক লুৎফর রহমান, স্কাউটস এর সহকারি কমিশনার আলহাজ্ব ইউসুফ আলী, মোরশেদ উল আলম প্রমূখসহ স্কাউটস এর সকল কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দাকোপে আকর্ষিক ভাঙনে বসতভিটে নদী গর্ভে

দাকোপ, খুলনা প্রতিনিধি : দাকোপে আকর্ষিক ভয়াবহ ভাঙনের কবলে অর্ধশত পরিবারের বসতভিটে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ঠিকানাহারা পরিবার গুলি এখন খোলা আকাশের নীচে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী সুত্রে জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর রাত থেকে হটাৎ দেখা দেয় এই ভাঙন। আতঙ্কিত মানুষের ডাক চিৎকারে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। মুহুর্তের মধ্যে চোখের সামনে বসত ভিটে কালাবগী সুতারখালী নদী গর্ভে বিলীন হতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যরা। এর মধ্যে অন্তত ৭/৮ টি পরিবার তাদের পরনে থাকা বস্ত্র ব্যতিত গৃহস্থলির কোন মালামাল রক্ষা করতে পারেনি বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৩২ নং পোল্ডারের অধীন দাকোপের কালাবগী ৯ নং ওয়ার্ডে। কালাবগী বৃহস্পতি বাজার হতে ফরেষ্ট অফিসের বিপরীত পাড় পর্যন্ত থাকা জনবসতি পড়ে এই ভাঙনের কবলে। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার গুলি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নির্মিত বেড়ীবাঁধের উপর খোলা আকাশের নীচে অত্যান্ত মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নিমাই মন্ডল বলেন, সকালে এ সংবাদে ইউপি চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যান ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ও পরিবার গুলোর অবস্থা দেখে গেছেন। এর বাইরে অন্য কোন সরকারী পর্যায়ের প্রতিনিধি এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করেনি বলে তিনি জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসমত হোসেন জানান, ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা ও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাদেরকে যথাযথ সহায়তা দিয়ে পূনবাসন করা হবে।

সম্পাদকীয়

লোডশেডিংয়ে তীব্র ভোগান্তি

বিদ্যুৎ সমস্যার দ্রুত সমাধান জরুরি

প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে অসহনীয় হয়ে উঠেছে জনজীবন। রাজধানীসহ বড় শহরগুলোতে লোডশেডিং কয়েক ঘণ্টা বা কিছুটা কম হলেও রাজধানীর বাইরের জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং হচ্ছে। এতে গরমে কষ্ট যেমন হচ্ছে, তেমনি ফ্রিজে রাখা খাবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিদ্যুনির্ভর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলো। আমন ধান লাগানোর এই সময়ে জমিতে সেচ দেওয়া জরুরি হলেও বিদ্যুতের অভাবে ঠিকমতো সেচ দেওয়া যাচ্ছে না। এতে উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) সূত্রে জানা যায়, সাড়ে তিন মাস ধরে সামিট গ্রুপের একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। সে কারণে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন দৈনিক এক হাজার ২০০ মেগাওয়াটের মতো কম হচ্ছে। বকেয়া পরিশোধ না করায় ভারতের আদানি গ্রুপও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে। আবার কয়লাসংকটে মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং এস আলমের বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন কমে গেছে। কারিগরি ত্রুটির কারণে বন্ধ হয়ে যায় বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন। বকেয়ার কারণে বেসরকারি খাতের তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকেও সর্বোচ্চ চাহিদায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে না। ফলে দেশে বিদ্যুতের বড় ঘাটতি তৈরি হয়েছে। বিপিডিবির তথ্য মতে, বর্তমানে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ১৬ হাজার মেগাওয়াটের কাছাকাছি। আর দৈনিক গড়ে ১৩-১৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হওয়ায় দৈনিক লোডশেডিং করতে হচ্ছে দু-তিন হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত। এদিকে, শুধু বিদ্যুৎ নয়, গ্যাসসংকটও তীব্র হয়ে উঠছে। অনেক এলাকায় দিনে রান্না করা যায় না। সিএনজি স্টেশনগুলোতে গ্যাসের চাপ থাকে না। গাড়িগুলোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মানুষের সহানুভূতি রয়েছে। তাই দুর্ভোগ সহ্য করেও মানুষ অপেক্ষায় আছে, রাস্তায় নেমে আসছে না। কিন্তু অনেকেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে, এভাবে চলতে থাকলে তারা রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য হবে। তেমন পরিস্থিতি কারো জন্যই সুখকর হবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরবরাহ বাড়িয়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে। আমরা আশা করি, সরকার এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনভোগান্তি দূর করতে সক্ষম হবে।

অনেক এলাকায় দিনে রান্না করা যায় না। সিএনজি স্টেশনগুলোতে গ্যাসের চাপ থাকে না। গাড়িগুলোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মানুষের সহানুভূতি রয়েছে। তাই দুর্ভোগ সহ্য করেও মানুষ অপেক্ষায় আছে, রাস্তায় নেমে আসছে না। কিন্তু অনেকেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে, এভাবে চলতে থাকলে তারা রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য হবে। তেমন পরিস্থিতি কারো জন্যই সুখকর হবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরবরাহ বাড়িয়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে

কারামুক্ত সন্ত্রাসীদের কঠোর নজরদারিতে রাখা হোক

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলের পর জেল থেকে একে একে জামিনে মুক্তি পাচ্ছেন শীর্ষ সন্ত্রাসীরা। এদের প্রায় সবাই কমপক্ষে ২২ বছর ধরে কারাবন্দি ছিলেন। খুন, চাঁদাবাজি, ভাঙচুর ও দখলবাজির অভিযোগে এদের প্রায় সবারই বিরুদ্ধে ৭ টি থেকে ১৫ টি মামলা রয়েছে। সব কটি মামলায় জামিন পাওয়ার পর একে একে তারা কারাগার থেকে মুক্তি পায়। এ ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। যেখানে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা কারাগারে থেকেই ঢাকার অপরাধজগৎ নিয়ন্ত্রণ করত, সেখানে জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর তা আরও পাকাপোক্ত হবে। অথচ নিরীহ মানুষ ভয়ে থানায় অভিযোগ নিয়েও যাবেন না। এই পরিস্থিতি জননিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহি-নীগুলোর ভঙ্গুর অবস্থা। এই সুযোগে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা খুব সহজে বের হয়ে আসছে। বের হওয়ার পর তাদের ওপর নজরদারিও নেই। ঢাকার অপরাধ জগৎ নিয়ে খোঁজখবর রাখেন এমন একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ইতোমধ্যে জামিনে বের হওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কেউ কেউ দেশ ছাড়ার চেষ্টা করছেন। কেউ আবার পুরোনো রাজনৈতিক পরিচয় কাজে লাগিয়ে মূলধারার রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার আশায় আছেন। কারাগারে থাকা অবস্থায় শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অনেকের সঙ্গে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের কারও কারও সখ্য হয়েছে। সেই সুযোগও কাজে লাগাতে চাচ্ছেন কেউ কেউ। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেসব সংস্কারের কথা বলছে, তা বাস্তবায়ন করতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার এখনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পেরেছে বলে মনে হয় না। শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে সংঘবদ্ধ ডাকাতির চেষ্টা ও সন্ত্রাসী ঘটনার কোনো যোগসূত্র থাকাও অস্বাভাবিক নয়। জামিন পাওয়াকে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সাফাই গাইতে পারেন। কিন্তু এখানে দেখতে হবে জামিন পাওয়া ব্যক্তি আরও অনেক ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে পড়ে কি না। যাঁরা কারাগারে থেকে অপরাধজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করে, তারা বাইরে এসে কী করবে, সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। পুলিশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা কারাগার থেকে বের হয়ে আসা সন্ত্রাসীদের বিষয়ে নজরদারি বাড়ানোর যে অঙ্গীকার করেছেন, সেটা যাতে নিছক কথার কথা না হয়। তাঁরা যেন ভুলে না যান যে জনগণের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব সরকারেরই। ফলে জামিনে বের হয়ে কেউ যেন নতুন করে অপরাধমূলক কাজে জড়াতে না পারেন, সেটি নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারিতে রাখা হোক। শীর্ষ সন্ত্রাসী, গডফাদার বা যেকোনো পরিচয়েই হোক, অপরাধ করলে কাউকে যেন ছাড় দেওয়া না হয়।'

যাঁরা কারাগারে থেকে অপরাধজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করে, তারা বাইরে এসে কী করবে, সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। পুলিশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা কারাগার থেকে বের হয়ে আসা সন্ত্রাসীদের বিষয়ে নজরদারি বাড়ানোর যে অঙ্গীকার করেছেন, সেটা যাতে নিছক কথার কথা না হয়। তাঁরা যেন ভুলে না যান যে জনগণের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব সরকারেরই। ফলে জামিনে বের হয়ে কেউ যেন নতুন করে অপরাধমূলক কাজে জড়াতে না পারেন, সেটি নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারিতে রাখা হোক

অন্তর্বর্তী সরকার যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে পারে

ড. কামরুল হাসান মামুন

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একমাস পূরণ করলো। এই সরকারের সার্জারি করার আগে সরকারের আগমনের প্রেক্ষাপট এবং সরকার গঠন পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বুঝতে হবে।

আওয়ামী লীগ সরকার দুর্নীতি, অর্থপাচার, ঋণ পরিশোধের চাপ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে খুবই নাজুক অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতি তুঙ্গে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার তুঙ্গে। এরপর অভ্যুত্থানের পর প্রথম ছয়দিন দেশে কার্যত কোনো পুলিশ ছিল না। কল্পনা করা যায়?

এরমধ্যে ঘরে ঘরে ডাকাতি বেড়েছে। হিন্দুসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, উপাসনালয়সহ অনেককিছুই আক্রান্ত হয়েছে। ৫২০ আগস্ট পর্যন্ত হামলার শিকার সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০৬৮। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রাথমিক হিসাব (২০ আগস্ট দেওয়া) অনুযায়ী, ৫০টির বেশি জেলায় দুই শতাধিক হামলার ঘটনা ঘটেছে। কোথাও কোথাও মব কিলিংয়ের ঘটনা ঘটছে। এইধরনের সুযোগ যারা নিয়েছে তারা আসলে অসৎ এবং অসভ্য।

এখন আসুন নতুন এই অন্তর্বর্‌তী সরকারকে নিয়ে একটু আলোচনা করি। একটি সরকারকে মাপার জন্য এক মাস সময় কিছুই না। আবার সেই সময়টা যদি হয় অভ্যুত্থান পরবর্তী সময় তাহলে তো এটা কোনো সময়ই না। আমরা দেখেছি, ক্ষমতায় আসার পরপরই বিচার বিভাগীয় ক্যু, আনসার বিদ্রোহ ইত্যাদি সামাল দিতে হয়েছে। অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে আগের সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাদ দিতে গিয়ে শূন্যতা তৈরি হয়েছে আর সেই সুযোগে অনেকেই একটা অরাজকতা সৃষ্টি করতে চেয়েছে এবং এখনো সেই চেষ্টা অব্যাহত আছে। আগের সরকার অর্থনীতির পরপরই সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করেছে, তা হলো শিক্ষা। একদম মূলে হাত দিয়ে সেই মূলকে তুলে ফেলতে চেয়েছিল যার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো একদিকে শিক্ষা বিধ্বংসী বড় বড় মেগা প্রজেক্ট নেওয়া আর অন্যদিকে শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ কমানো।

এমন ব্যবস্থা করেছিল যে, সাধারণ শিক্ষার্থীরা সরকারি দলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দ্বারা অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়। বিধির কী খেলা তারা সেই ছাত্রদের দ্বারাই ক্ষমতাচ্যুত হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। এমন ব্যবস্থা করা যাতে, প্রথম বর্ষের সব শিক্ষার্থী আবাসিক হলে একটা সিট যেন পায়, যেখানে ন্যূনতম পড়ার জন্য একটা টেবিল থাকবে এবং ঘুমানোর জন্য একটা বিছানা থাকবে। আশার কথা হলো, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন একজন যোগ্য উপদেষ্টার হাতে পড়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ও একজন যোগ্য মানুষের হাতে পড়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক পেয়েছে একজন যোগ্য গভর্নর। আমার বিবেচনা এই তিনটি জায়গা নিয়েই, তাই আমি ভালো কিছু আশা করছি এবং ইতিমধ্যেই ভালো ভালো উদ্যোগও দেখছি। তবে এই সরকার চ্যালেঞ্জেও পড়ছে। দুঃখের বিষয় হলো, ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্বরূপ দেখানো শুরু করেছে। তারা বারবার নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলছে যেন আমরা তাদের শাসন দেখিনি। এমন ভাব নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা গেলে দেশ আবার উন্নয়নে ভেসে যাবে। ওটা আর হতে দেওয়া যাবে না। আমাদের শিক্ষার্থীরা এখন দাবি জানাচ্ছে যে, ক্যাম্পাসের আবাসিক ও একাডেমিক স্থানসমূহে সব ধরনের দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করা। তারা দাবি জানাচ্ছে হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসদ নির্বাচন আসুক কিন্তু সব প্রার্থীকে স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব ইশতেহার ঘোষণা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। কোনো প্যানেল হিসেবে কেউ নির্বাচনে কোনো প্রকার প্রচার-প্রচারণা চালাতে পারবে না। আমার মতে, শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও এমনটা হওয়া উচিত। শিক্ষক সমিতির নির্বাচনেও প্রার্থীরা স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব ইশতেহার ঘোষণা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। এখন পর্যন্ত নতুন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যেইসব ভিসি নিয়োগ দিয়েছে তা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল।

তবে ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের শিক্ষকরাই নিয়োগ পেয়েছে যা কাঙ্ক্ষিত ছিল না। এছাড়া ভিসিরা নিয়োগ পাওয়ার পর প্রশাসনের অন্যান্য জায়গায় যাদের নিয়োগ দিচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায়। আমরা চাই আগামী অন্তত দুটি বছর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কোনো দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকবে না ঠিক যেমন বিশ্বের অন্যান্য সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখি।

দেখা যাক না, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার গুণমান বৃদ্ধি পায় কি না। সব রাজনৈতিক দলের উচিত অন্তত দুই বছর দেশে একটু কম রাজনীতি করা। রাজনীতির নামে এইটা বদলান, ওইটা ভাঙা ইত্যাদি বন্ধ করা উচিত।

এই সরকারকে কিছু কাজ করতে দিন, কিছু মেরামত করতে দিন। এত শিক্ষিত এবং এত ভালো মানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসম সরকার এর আগে কখনো দেখিনি। অধ্যাপক ইউনূসের মেধা এবং দেশে এবং গ্লোবাল গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। এমন একটি সরকার যেখানে উপদেষ্টাদের নিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যাবে ঠিক সিঙ্গাপুরের মন্ত্রিসভার মতো ভালো কিছু আশা তো করায় যায়। তাই রাজনীতি নাম দিয়ে নির্বাচন দেওয়ার কথা বলে এই সরকারকে বিরক্ত করা বন্ধ করুন। আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত না হলেও একটি গণআন্দোলনের মাধ্যমে জনআকাঙ্ক্ষার সরকারকে একটি নির্বাচিত সরকারের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। এক মাস সময় কিছুই না। বিশেষ করে একটি অভ্যুত্থানের পরের একটি মাসের ক্ষেত্রে তো আরও না। তাই সবাইকে ধৈর্য ধারণ করার আহ্বান করছি। দেশকে ভালোবাসুন। শান্তি বজায় রাখুন।

লেখক : অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে

মাহমুদ আহমদ

আমাদের প্রতিটি কর্ম আল্লাহপাকের কাছে লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 'আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যা আছে সবই আল্লাহর। আর তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ কর বা তা গোপন কর আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে এর হিসাব নিবেন। অতএব, তিনি যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন এবং যাকে চাইবেন আজাব দিবেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান' (সুরা আল বাকারা, আয়াত: ২৮৪)।

এই আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানুষের প্রত্যেক কাজেরই হিসাব দিতে হবে, তা যতই গোপন হোক কিংবা প্রকাশ্য আর এর জন্য পুরস্কার, শাস্তি বা ক্ষমা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী পেতেই হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, 'যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দকর্ম করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি কোনো জুলুম করেন না।' (সুরা হামিম সিজদা, আয়াত: ৪৬)

রোজ হাশরে আল্লাহতায়ালা মানুষের পাপ-পুণ্যের ফয়সালা করবেন এবং যার যার দুনিয়ার আমল-আখলাক কর্মফল অনুযায়ী নিখুঁত নিক্তিতে বিচার করবেন। যারা অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতি ও অসৎকর্মে নিজকে নিয়োজিত রাখবে এবং পাপাচারে লিপ্ত থাকবে, প্রতিফলস্বরূপ তিনি তাদের কঠিনতম শাস্তির ভয়াবহ কষ্টে নিপতিত রাখবেন। আর যারা সৎকর্মের মধ্যে নিজকে সমর্পণ করবে এবং ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী ইহকালীন জীবন অতিবাহিত করবে, আল্লাহ তাদের সুখ-শান্তিময় বেহেশত প্রদান করবেন। শুধু তাই নয়, সেসব নেক আমলকারীকে সম্মানজনক পুরস্কার প্রদান করবেন।

আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে নিয়ামতে ভরা জান্নাত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা লুকমান, আয়াত: ৮-৯)

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন, 'আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে, আজ কারও প্রতি জুলুম করা হবে না। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।' (সুরা আল-মুমিন, আয়াত: ১৭)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী, এটা এ জন্য যে আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।' (সুরা আল আহকাফ, আয়াত: ১৯)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।' (সুরা আজ-জিলজাল, আয়াত: ৭-৮)

এ জন্য মানবজাতিকে অপকর্ম প্রতিরোধের শিক্ষা দিয়ে নবি করিম (সা.) সাবধানবাণী ঘোষণা করেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কাউকে অন্যায় কাজ করতে দেখে, তাহলে সে যেন তার শক্তি দ্বারা তা প্রতিহত করে, যদি সে এতে অক্ষম হয়, তবে মুখ দ্বারা নিষেধ করবে, যদি সে এতেও অপারগ হয়, তবে সে অন্তর দ্বারা ঘৃণা পোষণ করবে।' (মুসলিম)

অপর এক স্থানে হজরত আলি (রা.) বর্ণনা করেন, 'দুনিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছে আর আখিরাত সম্মুখে আসছে আর এদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা এখন আমলের সময়, এখানে কোনো হিসেব নেই, আর আগামীকল হিসাব নিকাশ হবে, সেখানে আমল করার কোনো সুযোগ নেই' (বুখারি)। আমরা যদি ভাবি যে, এই দুনিয়া হচ্ছে আনন্দ-ফূর্তির জায়গা, যখন যা ইচ্ছে করবো, আমাকে কে ধরবে? তবে একটি কথা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে আর তা হচ্ছে, এই দুনিয়া এক পরীক্ষা কেন্দ্র। আমরা সবাই পরীক্ষা দিচ্ছি, যে ভালো পরীক্ষা দিবে, সে ভালো ফল লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক। সেদিন কেউ বলতে পারবে না যে, হায়! আমি যদি আবার দুনিয়াতে যেতে পারতাম তাহলে ভালো কাজ করে আসতাম। আমরা যা কিছুই করি না কেন আল্লাহ তা জানেন ও দেখেন। আল্লাহতায়ালার সামনে আমাদেরকে উপস্থিত হতেই হবে এবং প্রত্যেক কর্মের হিসেব দিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, 'আর তারা সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। তখন দুর্বল লোকরা অহংকারীদেরকে বলবে, নিশ্চয় আমরা তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম। অতএব, তোমরা আমাদের আযাবের কিছুটাও কি দূর করতে পার? তারা বলবে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে হেদায়াত দিতেন, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে হেদায়াত দিতাম। আমাদের জন্য এখন বিলাপ করা বা ধৈর্য ধারণ করা উভয়ই সমান। রক্ষা পাওয়ার কোনো পথ আমাদের নেই' (সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ২১)।

আমাদেরকে যেদিন আল্লাহপাকের সামনে উপস্থিত করা হবে সেদিন কেউ কারো বোঝা বহন করার সুযোগ পাবে না। যার যার হিসাব তাকেই দিতে হবে এবং আল্লাহপাক চাইলে কাউকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। যেভাবে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত সাফওয়ান ইবনে মুহরাব (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হজরত ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও ইমানদার বান্দার মধ্যকার গোপন আলোচনা সম্পর্কে হজরত নবি করিম (সা.)-কে আপনি কীভাবে বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, মহানবি (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার রবের নিকটবর্তী হবে, এমন কি রব তার কুদরতি হাত সেই বান্দার ওপর রেখে দু'বার বলবেন, তুমি (দুনিয়ায়) অমুক অমুক কাজ করেছিলে। সে বলবে, জি হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি এমন কাজ করেছিলে? সে বলবে, জি হ্যাঁ। এভাবে তার নিকট হতে এর স্বীকৃতি আদায় করা হবে, তারপর বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ গোপন করে রেখেছি। আজ আমি তা মাফ করে দিচ্ছি' (বুখারি, কিতাবুল আজাব)।

আমাদেরকে এমনভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হবে যেন আমার দ্বারা কোনোরূপ অন্যায় কাজ সংঘঠিত না হয়। আমার হাত ও মুখ দ্বারা কারো ক্ষতি হোক এমন কোনো কাজ যেন আমি না করি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আমার কাছে থাকবে নিরাপদ। আল্লাহপাক আমাদেরকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক: প্রাবন্ধিক, ইসলামী চিন্তাবিদ

ভারত প্রীতি ও ভীতি!

রাজু আহমেদ

ভারত বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী। বাংলাদেশের দীর্ঘতম সীমান্ত সংযোগ ভারতের সাথে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সাথে ভারত ধীরে ধীরে রীতি-আচরণে প্রভু হয়ে ওঠে। দুর্বল প্রতিবেশীকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, ব্যবসায়িক নীতি-নৈতিকতা ভঙ্গ করে সতর্কতা ছাড়া আমদানি বন্ধ রাখা, সীমান্ত হত্যা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া এমনকি কোন দল বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় সরকার গঠন করবে তার নীতি নির্ধারণ করতেও ভারত কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত শালীনতাহীন নগ্ন ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে অঙ্গরাজ্যের মত সুযোগ আদায় করা, অসময়ে নোটিশবিহীন বাঁধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বন্যা চাপিয়ে দেওয়া, মোটকথা বাংলাদেশকে ভারত নির্ভর রাখতে যত ধরনের কূটকৌশল প্রয়োজন- সেসবের সব আয়োজন ভারত সেরেছে। ফলে বন্ধুপ্রতীম ভারতের সাথে ইতিহাসের সবচেয়ে তিক্ত বৈরিতা বাংলাদেশের সাধারণ জনসাধারণের মনে দানা বেঁধেছে। ধেয়ে এসেছে সন্দেহ। এমনকি পতিত সরকারের সাথে ভারত সরকারের সর্বোচ্চ সখ্যতার সময়েও ভারত বয়কট দাবি প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ভারতীয় পণ্য বর্জন, ভারতে চিকিৎসা গ্রহণের হার কমে আসা, সেদেশে ঘুরতে যাওয়ার সংখ্যা তলানিতে নামা এবং বিভিন্ন উপলক্ষে সেখানে কেনাকাটা করতে যাওয়ার মানসিকতা হ্রাস পাওয়ার নজির বিগত কয়েক বছর জুড়েই ধারাবাহিকভাবে দেখা গেছে। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের মানুষের আবেগ-মনোভাবকে পাত্তা না দেওয়া, বাংলাদেশ সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করা, মিডিয়ায় বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা তুঙ্গে রাখা এবং ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতা পদদলিত করায় ভারত প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অথচ সময়ের পালাবদলে ভারতের সাথে বাংলাদেশের জনগণের সম্পর্ক অনন্য পর্যায়ের উচ্চতায় পৌঁছার দরকার ছিল। ঐতিহাসিক বাস্তবতায় ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের মধুরতা ছিল। প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ব্যাপারে যে মনোভাব ও সম্মানের দৃষ্টি বজায় থাকার উচিত ছিল তা এনডিএ জোট সরকার ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা কেবল বাংলাদেশের বিগত সরকারের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছে এবং নিজেদের প্রতিবেশী অসুলভ স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে। অথচ তিন মেয়াদের শাসনে পতিত সরকার অনেকাংশেই জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতির পথে হেঁটেছে। ভারত সেটা বিবেচনায় না নিয়ে বরং মদদ দিয়েছে। অথচ ভারত যদি বিগত সরকারের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী হতো তবে ফ্যাসিস্ট মনোভাব তৈরি করতে বাধা দিত। অন্যদিকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে আংশিক সত্য এবং অধিক গুজব প্রোপাগান্ডা চলমান ছিল সেটা যাচাই-বাছাইহীন ভাবে কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার চরমভাবে লালন করেছে। ফলে বাংলাদেশের জনগণের সাথে ভারতীয় সরকারের দূরত্ব স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরাসহ সমগ্র ভারতের শান্তিকামী, মানবিক, উদারচিন্তার, গণতন্ত্রমনা ও সচেতন ভারতীয়রা বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত নিবিড়ভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি অবলোকন করছে। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে আশ্রয় দিয়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক কিছুটা শিথিল অথচ তিক্ত হয়েছে। এতে কার্যত ভারত ত্রিশঙ্কু দশায় পতিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কেউ কেউ এমনকিছু মন্তব্য করছে যা স্বাভাবিক সম্পর্ককেও আরও অবনতির দিকে ধাবিত করবে। বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত অন্যতম উদীয়মান পরাশক্তি। তারা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ আশা করছে। অন্যদিকে প্রতিবেশী চীন, পাকিস্তান এমনকি নেপাল, ভূটানের মত ছোট্ট দেশের সাথেও বৈরিতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। কালাপানি ও ডোকালামের দ্বন্দ্ব তিক্ততা বাড়াচ্ছে। এর মাঝে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে আক্রমণ কিংবা দৃশ্যমান পর্যায়ের কোন ক্ষতিকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সেটা ভারতকেই বিপদে ফেলবে। ইতোমধ্যে সেভেন সিস্টার্সে উত্তেজনা চলছে। সামনেই হরিয়ানা ও কাশ্মীরে নির্বাচন। সুতরাং ক্ষমতাসীন বিজেপী-জোটের ভোটে আঘাত আসতে দেওয়া উচিত হবে না। গুজরাটের রায়ট, বাবরি মসজিদের স্থানে রামমন্দির নির্মাণ, গোংমাস রান্নার অপরাধে মুসলিম পরিবারকে নির্যাতন এবং হত্যাসহ বিবিধ কারণে ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সেন্টিমেন্ট প্রত্যাশার জায়গাটি হারিয়েছে। তিস্তার ন্যায্য পানি না দেওয়া, বাংলাদেশের উজানে বাঁধ দিয়ে পানি আটকে রাখা, রোহিঙ্গা প্রত্যার্পণ ইস্যুতে বাংলাদেশের পক্ষে ভোট না দিয়ে বিরত থাকা এমনকি চীনের বাংলাদেশে উন্নয়ন অংশীদার হওয়াকে অপছন্দ করা- এসব ভারতবিরোধী মনোভাবকে ত্বরান্বিত করেছে। ভারত বাংলাদেশের সাথে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করেনি বরং প্রভুত্ব কায়েম করতে চেয়েছে। ভারত সবসময় এমন সরকারকে বাংলাদেশের ক্ষমতায় দেখতে চেয়েছে যারা ভারতের ন্যায়-অন্যায় চাওয়া/দাবি অবলীলায় পূর্ণ করবে। শক্তিশালী প্রতিবেশী হিসেবে এ চাওয়াকে চাণক্যের পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী অন্যায্য বলা চলে না অথচ যে প্রজন্মের কাছে বিশ্ব ইতিহাস স্পষ্ট, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক আইন এবং ন্যায়নীতি ও স্বাধিকারের অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান তাদের থেকে অন্ধ আনুগত্য আশা করা বৌদ্ধিক দাবি হবে না। বাংলাদেশি তরুণ-যুবকরা আবরারের জীবন উৎসর্গের ত্যাগ দেখেছে. ফেলানীর গুলিবিদ্ধ নিথর দেহ সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলতে দেখেছে কিংবা ভারত থেকে নেমে আসা ঢলে উঠতি ফসল ভেসে যেতে দেখেছে। কাজেই সকল হিসাব-নিকাশ উপেক্ষা করে ভারত যদি কোন বিতর্কিত ইস্যু আমলে নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আক্রমণ করার মত ভুলও করে তবে তা শোধহীন যাবে না। ভারতের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ন্যায্যতার ভিত্তিতে হোক। সংখ্যালঘু নির্যাতনের গুজবে যে ভারত প্রীত হয় সেই ভারতের তাদের নিজের দেশের বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের অধিকারের ব্যাপারেও সজাগ ও সচেতন থাকা উচিত। সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে শ্রী জয়ন্ত কুমার সিংহ কিংবা স্বর্ণা দাসের হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশিদেরকে ব্যথিত করে এবং সীমান্তে সুন্দর সম্পর্কের খাতিরেই এসব বন্ধ করা আবশ্যক। বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাসের সাথে যে দেশটির নাম ও অবদান সবচেয়ে বেশি জড়িত সেই দেশের সাথে এমন ছন্দহীন সম্পর্ক কাম্য নয়। ভারতের উচিত বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া। তেমনি বাংলাদেশেরও উচিত তারা নিকটতম প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। শত্রুতায় কখনোই একপাক্ষিক ক্ষতি হয় না। বাংলাদেশ ভারতের মধ্যকার সীমান্ত চুক্তি, ছিটমহল বিনিময়, বন্দী প্রত্যার্পণ চুক্তি কিংবা গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের অনন্য উল্লেখযোগ্য নজির। সশস্ত্র বাহিনী ও সিভিল প্রশাসনের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে দু'দেশই লাভবান হচ্ছে। বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ব্যবহার সুবিধা, আকাশসীমা এবং রেলযোগাযোগ ব্যবহার এবং করিডোর সুবিধা ভারতকে প্রভূত উপকার করছে। ট্রানজিট সুবিধা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলগুলোর সাথে অন্যান্য রাজ্যগুলোর দূরত্ব কমিয়ে এনেছে। পরিবহণ ব্যয় কমিয়েছে। সময় সাশ্রয় করছে। দু'দেশের মধ্যকার সংস্কৃতির বিনিময়, সাহিত্য বাজার সৃষ্টি এবং শিক্ষায় সক্ষমতা বিনিময় সিদ্ধান্তে দু'পক্ষই লাভবান। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের সাথে বাংলাদেশিদের ভাষাগত দূরত্ব এবং সৌহার্দ্য দীর্ঘদিনের। ভারতের বনেদি রাজনীতিবিদ, বিখ্যাত শিল্পী-কুশলীদের অনেকেরই আদি নিবাস বাংলাদেশ। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল যেভাবে ভারতবাসীর সন্তান-সম্পদ তেমনি বাংলাদেশিদের জন্যও গর্বের জায়গা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত গীত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। অথচ ভারত বাংলাদেশের দূরত্ব ক্রমাগত বাড়ছে। অতিরঞ্জিত ভারত প্রীতি এবং অহেতুক ভারত ভীতি দু'দেশের মানুষের জন্যই ক্ষতিকর। প্রতিবেশী দুর্বল হলেও তার সাথে সদাচার করা সবলের নৈতিক দায়িত্ব। অন্যদিকে ছোটদের উচিত বড়দের সম্মান নিশ্চিত রাখা। কূটনৈতিক সম্পর্কে নতজানু মনোভাব কিংবা উগ্রতা নয় বরং ন্যায্যতার ভিত্তিতেই আচরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক উন্মুক্ত পৃথিবীতে কাছের প্রতিবেশীর সাথে যদি শত্রুতা থাকে তবে দূরের শত্রু উদ্দেশ্য সাধনে সহজেই সফল হয়। ভারত-বাংলাদেশের বিভেদ দূর হোক। দলের স্বার্থে নয় বরং দেশের স্বার্থে সম্পর্ক বজায় থাকুক। যৌথ সম্পর্কের সেতুতে কাউকে পশ্চাতে রেখে কেউ উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে না। বন্ধুপ্রতীম সম্পর্কের রেশ সমান্তরালে চললে তবেই দু'পক্ষের স্বার্থ রক্ষা পাবে। বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দল ছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাথে যদি ভিন্ন কোনো দেশের খেলা হয় তখন দেশের অধিকাংশ দর্শক ভারতের ক্রিকেট সমর্থন করে। শচীন-সৌরভদের ভক্ত অনুরক্তের সংখ্যা বাংলাদেশেও অল্প নয় বরং গল্প করার মতই। আইপিএলের সময় ভারতের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির সমর্থনে বাংলাদেশের মহল্লায় মহল্লায় উৎসব হয়, ভারতীয় নাটক-সিনেমার বিপুল দর্শক ও বাজার বাংলাদেশ। বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ক্ষেত্র। কাজেই ভ্রাতৃপ্রতীম ভারতের সাথে বাংলাদেশের শত্রুতা নয় বরং গভীর বন্ধুত্বই কাম্য। ক্ষমতার পালাবদল একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কেউ সব ভালোকাজ করেও চিরদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না আবার কেউ স্বৈরাচার হয়েও জনগণকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।

জনগণের রুচি পরিবর্তন হয়। কিছুদিন একদল থাকবে আবার অন্যদল ক্ষমতায় আসবে। এতে ভারসাম্য রক্ষা পায় এবং দুর্নীতি কমে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কারা অধিষ্ঠিত হবে তা বাংলাদেশের জনগণ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। ভারত যদি এখানে হস্তক্ষেপ করে, তাদের গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে ষড়যন্ত্র চালায় তবে তা আকাঙ্ক্ষিত ও গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন দল বিশেষের সাথে নয় বরং চৌকস কূটনৈতিক সম্পর্ক দেশের সাথে হওয়া উচিত। কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সাথে বন্ধুত্ব নয় বরং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক হবে দু'দেশের মধ্যে। নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্রের দেশ, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সুপার পাওয়ার, বিশ্বের অন্যতম জাতিরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনসংখ্যার দেশ তথা ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে- এটা বাংলাদেশের জন্য ভাগ্যের ব্যাপার। তবে সেই ভাগ্য সৌভাগ্যে পূর্ণ হবে সমতায়। ভারত চলবে ন্যায্যতায়- এই দৃষ্টিভঙ্গি অচিরেই সৃষ্টি হোক। নয়তো দুর্বল ঘাসেও ভাঙনের শুরু করিয়ে দিতে পারে।

লেখক : কলামিস্ট

প্রথমবার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রের ‘ঝলক’ দেখাল উত্তর কোরিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : একনায়ক শাসিত দেশ উত্তর কোরিয়া প্রথমবারের মত তাদের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কাঁচামাল বা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত ইউরেনিয়ান সমৃদ্ধ করার একটি কেন্দ্রের ভেতরের অবস্থার এক ঝলক দেখিয়ে দিল বিশ্ববাসীকে। দেশটির নেতা কিম জং-উনের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রের সেন্ট্রিফিউজ পরিদর্শন করার সময়ের ছবি গতকাল শুক্রবার প্রকাশ করা হয়েছে বলে তথ্য দিচ্ছে বিবিসি। বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃত করে এই ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটি লিখেছে, এর মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া তাদের পারমাণবিক শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে এই বার্তা দিতে চাইছে যে, এ ক্ষেত্রে পিয়ংইয়ংয়ের অগ্রগতিকে আর পিছু হটানোর সামর্থ কারও নেই।
গতকাল শুক্রবার কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি-কেসিএনএ লিখেছে, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র পরিদর্শনকালে কিম জং-উন তার দেশের পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সারি সারি সেন্ট্রিফিউজের পাশ দিয়ে হাঁটছেন কিম। সেখানে সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাকে। কেসিএনএ এর খবরে বলা হয়েছে, “উৎপাদন লাইনের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে কিম ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ কক্ষও ঘুরে দেখেন।” এদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার উত্তর কোরিয়ার অস্ত্রের জ্বালানি উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করেছে। বিবিসি লিখেছে, কিম খুব গোপনেই এই সফর সেরেছেন। পশ্চিমা পারমাণবিক অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহ করে আসছেন যে, উত্তর কোরিয়া ইয়ংবিয়ন সাইট ছাড়াও গোপনে বেশ কয়েকটি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র চালু রেখেছে। সিউলের ইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেইফ-এরিক ইজলি বলেন, “উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক দিক থেকে কতটা শক্তিশালী দেশ, সেটা জাহির করতেই হয়ত এই ছবি প্রকাশ করেছে।”
কোরিয়া ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল ইউনিফিকেশনের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক হং মিন বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, “ছবিগুলো যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য একটি 'সতর্ক বার্তা'ও হতে পারে।”

ফের ন্যাটোর উদ্দেশে পুতিনের হুমকি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়ার গভীরে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে হামলার ছাড়পত্র দিলে ন্যাটো সরাসরি ইউক্রেন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে বলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। গতকাল শুক্রবার মার্কিন ও ব্রিটিশ শীর্ষ নেতারা সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ২০২২ সালে ইউক্রেনের ওপর হামলা শুরুর পর থেকেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পশ্চিমাবিশ্বের উদ্দেশে একাধিক হুমকি দিয়েছেন। ইউক্রেনের জন্য কোনো বিশেষ অস্ত্র বা সামরিক সহায়তার সম্ভাবনা দেখা দিলেই তিনি সরাসরি ন্যাটোর সঙ্গে রাশিয়ার সামরিক সংঘাত সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাতে কিছুটা কাজও হয়েছে। কিছু পশ্চিমা নেতা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখিয়ে সহায়তায় বিলম্ব করেছেন অথবা অস্ত্র সরবরাহ করেও সেটির প্রয়োগের ওপর কিছু শর্ত বসিয়েছেন। এবার ইউক্রেন রাশিয়ার ভূখণ্ডের গভীরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ছাড়পত্র চাইতে রুশ প্রেসিডেন্ট আবার তার ‘লাল সীমা’ নিয়ে তর্জনগর্জন করছেন। পুতিন গত বৃহস্পতিবার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে বলেন, ন্যাটো দেশগুলো ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভূখণ্ডের গভীরে হামলার সবুজ সংকেত দিলে রাশিয়া সেই পদক্ষেপকে ন্যাটোর যুদ্ধে প্রবেশ হিসেবে গণ্য করবেন। তার বক্তব্য, সে ক্ষেত্রে হুমকি অনুযায়ী রাশিয়া উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এদিকে গতকাল শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ওয়াশিংটনে তাদের আলোচনায় ইউক্রেনের অনুরোধ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে

পারেন। একাধিক সংবাদমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী, এই দুই দেশ ইউক্রেনকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরো স্বাধীনতা দিতে চলেছে। তবে বাইডেন ও স্টারমার সম্ভবত সরাসরি এমন ঘোষণা করবেন না বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই মার্কিন কর্মকর্তা সংবাদ সংস্থা এপিকে জানিয়েছেন। অন্যদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি চাইছেন, রাশিয়ার যেসব সামরিক ঘাঁটি থেকে ইউক্রেনের ওপর আকাশপথে হামলা চালানো হচ্ছে, তার দেশ সেগুলোর ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর ‘ন্যায্য’ অধিকার প্রয়োগের ছাড়পত্র পাক। আসন্ন শীতকালের আগে রাশিয়া ইউক্রেনের বিদ্যুৎ অবকাঠামোর ওপর আবার হামলা শুরে করে দেওয়ায় জেলেনস্কি দ্রুত পালটাহামলা চালাতে চাইছেন। সেই সঙ্গে তিনি রাশিয়ায় হামলা চালাতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে অ্যাটাকাম্‌স নামের দূরপাল্লার আরো অস্ত্র পাঠানোর অনুরোধ করছেন। তবে ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূর থেকে রাশিয়া তার গ্লাইড বোমা নিক্ষেপ করে যে হামলা চালাচ্ছে, সেই মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র সেই ঘাঁটির নাগাল পাবে না বলে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন। এর আগে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন গত সপ্তাহে বলেন, ইউক্রেনকে দূরপাল্লার অস্ত্র প্রণালি দিলেই যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো বড় সাফল্য আশা করা যাবে না। তিনি মনে করিয়ে দেন, ইউক্রেন ইতোমধ্যে নিজস্ব অস্ত্র ও ড্রোন প্রয়োগ করে রাশিয়ায় হামলা চালাতে পারছে।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৪০ ফিলিস্তিনি নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বর্বর হামলায় আরও ৪০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে করে উপত্যকাটিতে নিহতের মোট সংখ্যা ৪১ হাজার ১০০ ছাড়িয়ে গেছে। এ ছাড়া গত বছরের অক্টোবর থেকে চলা এই হামলায় আহত হয়েছেন আরও ৯৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি। গতকাল শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। সাংবাদমাধ্যমটি বলছে, ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী গাজায় তাদের বর্বর আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে এবং আরও ৪০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। এ ছাড়া গাজায় জাতিসংঘ পরিচালিত একটি স্কুলে হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ১৮ জনকে হত্যার দায়ে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক নিন্দার সম্মুখীন হয়েছে। ওই হামলায় নিহতদের মধ্যে জাতিসংঘের ৬ সহায়তা কর্মীও রয়েছেন। এদিকে পৃথক প্রতিবেদনে বার্তাসংস্থা আনাদোলু বলেছে, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চলমান হামলায় কমপক্ষে আরও ৩৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে করে গত বছরের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪১ হাজার ১১৮ জনে পৌঁছেছে বলে গত বৃহস্পতিবার অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিরলস এই হামলায় আরও অন্তত ৯৫ হাজার ১২৫ জন ব্যক্তিও আহত হয়েছেন।
মন্ত্রণালয় বলেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত আগ্রাসনে ৩৪ জন নিহত এবং আরও ৯৬ জন আহত হয়েছেন। অনেক মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছেন কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ মনে করছে, গাজা উপত্যকা জুড়ে ধ্বংস হওয়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও ১০ হাজারেরও বেশি লোক নিখোঁজ রয়েছেন। মূলত গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও ইসরায়েল অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে তার নৃশংস আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

ইরানে ৪ ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতকে তলব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরান গত বৃহস্পতিবার চারজন ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে, যাদের দেশ ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রাশিয়ায় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করার অভিযোগ তুলে ইরানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তেহরান অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, ব্রিটিশ, ডাচ, ফরাসি ও জার্মান রাষ্ট্রদূতদের ‘ইউরোপীয় পক্ষগুলোর নিষেধাজ্ঞা ও অগঠনমূলক মন্তব্যের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তলব করেছে’। এর আগে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি গত মঙ্গলবার ইরানের বিমান পরিবহনকে লক্ষ্য করে নতুন নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে। দেশগুলো বলছে, ইউক্রেনে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রাশিয়ার কাছে তেহরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ পদক্ষেপ নিয়েছে তারা। তিনটি ইউরোপীয় দেশ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছিল, ‘আমরা ইরানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিমান পরিষেবা চুক্তি বাতিলের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেব। ইরান এয়ারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য কাজ করব। পরে নেদারল্যান্ডস ক্ষেপণাস্ত্র স্থানান্তরের অভিযোগে গত বুধবার ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে বলে ইরানি গণমাধ্যম জানায়। এর ফলে তেহরানও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করল। এ ছাড়া ব্রিটেন গত বুধবার লন্ডনে ইরানের দূতকে তলব করে সতর্ক করে, যদি তার সরকার ইউক্রেনে ব্যবহারের জন্য রাশিয়াকে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখে তবে তারা একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার’ সম্মুখীন হবে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রও ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে জাতীয় পতাকাবাহী ইরান এয়ারের ওপর নিষেধাজ্ঞা। মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ গত মঙ্গলবার জানিয়েছে, ইরানের এই এয়ারলাইন ‘রুশ ফেডারেশনের অর্থনীতির পরিবহন খাতে কাজ করছে বা কাজ করেছে।’ ইরনা জানিয়েছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক নেতিবাচক পদক্ষেপ ও বিবৃতির ‘তীব্রভাবে নিন্দা’ করেছে। তারা বলেছে, ‘এমন অবস্থান ও পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া ইরানি জনগণের বিরুদ্ধে পশ্চিমের বৈরী নীতির ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচিত হয়।’ এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রাশিয়াকে কোনো অস্ত্র সরবরাহ করার কথা অস্বীকার করে ইরান নতুন নিষেধাজ্ঞার জবাব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সূত্র : এএফপি

খারকিভে রুশ হামলায় নিহত ৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় খারকিভ শহরের একটি গ্রামে রাশিয়ার হামলায় তিনজন নিহত হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও নয়জন। স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেনি আঞ্চলিক প্রসিকিউটর।
ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। একটি বিবৃতিতে বলা হয়, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বরোভা গ্রামে হামলায় আহত হওয়ার পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খারকিভ ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।
এটি বারবার রুশ হামলার শিকার হয়। স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ঘটনাস্থল জরুরি পরিষেবাগুলো কাজ করছে। মস্কোর হামলায় আহতদের মধ্যে তিনজন দমকল বাহিনীর সদস্য। প্রসিকিউটর জানিয়েছে,খারকিভের কিভস্কি জেলায় রুশ হামলায় আরও ৫ জন আহত হন। সীমান্তবর্তী সুমি অঞ্চলের কর্মকর্তা বলেছেন, ইয়ামপিল শহরে রাশিয়ার হামলায় একজন নিহত হয়েছেন। রাশিয়ার কুরস্কের একদম বিপরীতে সুমি অঞ্চল অবস্থিত। গত মাসে অঞ্চলটিতে আকস্মিক হামলা শুরু করেছিল ইউক্রেন।

ভারতে মূল্যস্ফীতি ৪ শতাংশের নিচে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চলতি বছরের আগস্টে ভারতের মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৬৫ শতাংশে, যা জুলাইয়ের ৩ দশমিক ৬ শতাংশের চেয়ে সামন্য বেশি। দেশটির সরকারি পরিসংখ্যানে এমন চিত্র পাওয়া গেছে। ভারতের এই খুচরা মূল্যস্ফীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা ২ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যেই রয়েছে। তাছাড়া এটি আদর্শমাত্রা ৪ শতাংশের নিচে। তাছাড়া জুলাইতে দেশটির ইন্ডাস্ট্রিয়াল উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার পৌঁছেছে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ, যা জুনের রেকর্ড ৪ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে সামান্য বেশি। ভারতের পরিসংখ্যান মন্ত্রণালেয়র তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরের মধ্যে এটি দ্বিতীয় সর্বনিম্ন মূল্যস্ফীতি। দেশটিতে গ্রাম ও শহরের মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ১৬ শতাংশ ও ৩ দশমিক ১৪ শতাংশ যথাক্রমে। আগস্টে দেশটির খাদ্য মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশে, যা ২০২৩ সালের জুনের পর দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। চলতি বছরের আগস্টে জার্মানির মূল্যস্ফীতি কমে তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার কমানোর পদক্ষেপ সহজ হবে। আগস্টে দেশটির মূল্যস্ফীতি কমে ২ দশমিক শূন্য শতাংশ হয়েছে, যা ২০২১ সালের জুনের পর সর্বনিম্ন। এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে জ্বালানির দাম।

নবীকে নিয়ে ‘কটূক্তি’, থানার ভেতরই একজনকে হত্যা করল পুলিশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর কোয়েটায় থানার ভেতরে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। ধর্ম অবমাননার অভিযোগে নিহত ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছিল। খবর এবিসি নিউজের। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তির নাম সায়েদ খান। পুলিশ বলছে, সায়েদ খানকে গত বুধবার বিক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর আটক করে থানায় আনা হয়। বিক্ষুব্ধ জনতার দাবি, তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে অপমান করেছেন।

তথ্যপ্রযুক্তি

বিশ্বজুড়ে অচল মাইক্রোসফটের বিভিন্ন পরিষেবা

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : প্রযুক্তি আর ইন্টারনেটের এই যুগে মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন বহুল ব্যবহৃত পরিষেবা বা প্ল্যাটফর্মকে অচল হতে দেখা যায়। তবে এবার এই তালিকায় যেন মোটা অক্ষরে নাম লেখাল প্রসিদ্ধ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট! বিশ্বজুড়ে আবারও অচল হয়ে পড়েছে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন পরিষেবা।
মাইক্রোসফট ৩৬৫ স্যুট, টিমস, আউটলুকসহ মাইক্রোসফটের বিভিন্ন পরিষেবা ব্যবহার করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বিপুল সংখ্যক ব্যবহারকারী। মাইক্রোসফট ৩৬৫ সফটওয়্যার স্যুটে ওয়ার্ড এবং এক্সেল ছাড়াও আরও অনেক টুল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মাইক্রোসফট ইতোমধ্যে তাদের সমস্যার কথা স্বীকার করেছে। এর আগে, জুলাইয়ের শুরুতে ক্রাউডস্ট্রাইক আপডেটের কারণে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ দ্বারা চালিত লাখ লাখ কম্পিউটারে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বিশ্বজুড়ে একাধিক ল্যাপটপে হঠাৎ করেই ব্লু স্ক্রিন অব ডেথ-এর সমস্যা দেখা দিয়েছিল। একটি এক্স পোস্টে মাইক্রোসফটের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আমরা একটি গুরুতর সমস্যা নিয়ে তদন্ত করছি, এই সমস্যার কারণে অনেক ব্যবহারকারী মাইক্রোসফটের একাধিক সেবা ব্যবহার করতে পারছেন না। আরও তথ্য এবং আরও আপডেটের জন্য দয়া করে অ্যাডমিন সেন্টারে গঙ৮৮৮৪৭৩ কোডনেমের পোস্ট দেখুন। মাইক্রোসফট আরও বলেছে, আমরা নেটওয়ার্ক টেলিমেট্রি এবং আমাদের নেটওয়ার্কিং অবকাঠামোতে করা সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো পরীক্ষা করছি। উপরন্তু, আমরা কারণ বোঝার জন্য একটি থার্ড পার্টি আইএসপির সঙ্গে কাজ করছি। এর কিছুক্ষণ পরেই মাইক্রোসফটের পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, থার্ড পার্টি আইএসপির করা একটি পরিবর্তনের কারণে এই সমস্যা হয়েছে। আইএসপি পরিবর্তনটি সঠিক কাজ করেনি এবং আমরা এখন সমস্যা ঠিক করার কাজ করছি। লেটেস্ট আপডেটের জন্য https://status.cloud.microsoft ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন। ডাউনডিটেক্টরের তথ্য অনুযায়ী, এখনো পর্যন্ত মাইক্রোসফট ৩৬৫ নিয়ে ২০ হাজারের বেশি মানুষ সমস্যার কথা জানিয়েছে। এ ছাড়া প্রায় চার হাজার ব্যবহারকারী মাইক্রোসফট টিমস অ্যাপে সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

পানির সন্ধানে চাঁদে ড্রিল মেশিন পাঠানোর উদ্যোগ

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : চাঁদ নিয়ে বিশ্ববাসীর জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা'র লুনার ক্রেটার অবজারভেশন অ্যান্ড সেন্সিং স্যাটেলাইট চাঁদে পানির থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এরপর কেটেছে বহু বছর, চলেছে আরও বৃহৎ গবেষণা। এবার সেই পানির খোঁজ নিতে চাঁদে ড্রিল মেশিন পাঠানোর উদ্যোগ নিচ্ছে ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি বা ইএসএ। সংস্থাটি এক ঘোষণায় ২০২৭ সালে নিজেদের ‘প্রসপেক্ট’ প্যাকেজের মাধ্যমে চাঁদে যাত্রার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বিশ্লেষকরা চাঁদের প্রতি সবার আগ্রহ দেখে বলছেন, চাঁদ কি আবার মানুষকে টানছে? সাম্প্রতিক চাঁদে অভিযান যেন সবারই আগ্রহের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। তবে কি ভবিষ্যতে মানব অভিযাত্রীরা চাঁদে স্থায়ী ঘাঁটিতে থাকবেন। যদিও এ স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পানি। আর ‘প্রসপেক্ট’ প্যাকেজটিকে তৈরি করা হয়েছে ড্রিল ও ক্ষুদ্র পরীক্ষাগার নিয়ে, যা চাঁদের পানি ও অন্যান্য উদ্বায়ী উপাদান অনুসন্ধানের জন্য কাজ করবে। এ প্রকল্পটি চাঁদে মানুষের অনুসন্ধানের পথকে আরও প্রশস্ত করবে বলে দাবি সংস্থাটির। নাসা আগেই জানিয়েছিল, প্রাথমিকভাবে চাঁদের মেরু অঞ্চলের স্থায়ীভাবে ছায়াযুক্ত বিভিন্ন গর্তে বরফ আকারে রয়েছে পানি, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল।

আইফোন এলো ৪টি মডেলে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : বিশ্ব প্রযুক্তির ক্যালেন্ডারে সেপ্টেম্বর মানেই উত্তেজনা আর উন্মাদনা। কারণটা অবশ্যই আইফোন। বছর ঘুরে সেপ্টেম্বর মানেই দুনিয়াকে বদলে দেওয়া আইফোন নিয়ে আসে তাদের সবশেষ সংস্করণ। যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপল এবার তাদের আইফোনের চারটি মডেল উন্মোচনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। ১৬ সিরিজের চারটি মডেলে প্রসেসরের গতি, ক্যামেরা, ব্যাটারি লাইফ, রঙের বৈচিত্র্যে আইফোন চমকের পর চমক নিয়ে হাজির।
১৬ আর ১৬ প্লাস মডেল দুটিতে যথাক্রমে ১২৮, ২৫৬ ও ৫১২ গিগাবাইটের স্টোরেজ থাকবে। শুধু ১৬ প্রো আর প্রো ম্যাক্স মডেল দুটিতে ক্রেতারা এক টেরাবাইট স্টোরেজের সংস্করণ কিনতে পারবেন। আইফোন ১৬ এবং ১৬ প্লাস মডেলে যথাক্রমে ৬.১ ও ৬.৭ ইঞ্চি ডিসপ্লে। অন্যদিকে ১৬ প্রো ও প্রো ম্যাক্স মডেলে যথাক্রমে ৬.৩ ও ৬.৯ ইঞ্চি ডিসপ্লে পাবেন ভক্তরা। আইফোন ১৬ ও ১৬ প্লাস মডেলে এ১৮ চিপসেট ও ইউএসবি টাইপ সি চার্জিং পোর্ট থাকবে, যা সর্বশেষ মডেলে ব্যবহৃত এ১৬ চিপসেটের তুলনায় আইফোনকে ৩০ ভাগ গতিশীল করবে। সুতরাং ডিসপ্লে, গতি আর ব্যাটারি প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দৃশ্যমান হলো আইফোন ১৬ সিরিজের প্রতিটি মডেলে। ১৬ প্রো ও ১৬ প্রো ম্যাক্স মডেল দুটিতে গতির সঙ্গে সর্বোচ্চ এক টেরাবাইট স্টোরেজ পাওয়া যাবে। তবে স্টোরেজ বেশি পেতে গুনতে হবে বাড়তি বাজেট। ক্যামেরায় ৪৮ মেগাপিক্সেল সেন্সর ও ১২ মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড সুবিধা যুক্ত হবে। দৃশ্যমান হবে ক্যামেরা কন্ট্রোল বাটন, যা আগের রিং/সাইলেন্ট বাটনের বদলে আসবে। ফাইভএক্স টেলিফটো লেন্স ক্যামেরা ভক্তদের দেবে অভূতপূর্ব ছবি তোলার সুবিধা। প্রো মডেল দুটির সংস্করণে থাকবে তারহীন (ওয়্যারলেস) চার্জিং সুবিধা। আইফোন ১৬ সিরিজের দাম ৭৯৯ ডলার থেকে শুরু। অন্যদিকে প্রো মডেলের দাম ৯৯৯ ডলার থেকে শুরু বলে নির্মাতা সূত্রে জানা গেছে।

ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন ফিচার

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : জনপ্রিয় সামাজিকমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম। অবসর সময়ে ইনস্টাগ্রামে ভিডিও দেখে সময় কাটে আপনার। আবার নানান ভিডিও, কেনাকাটা, ছবি, ভিডিও শেয়ার করেন নিয়মিত। নিজের খুশির মুহূর্তগুলো ধরে রাখেন ফ্রেমবন্দি করে, শেয়ার করেন ইনস্টাগ্রামে। হাজার হাজার লাইক, কমেন্টে ভরে যাচ্ছে সেই পোস্ট। ইনস্টাগ্রামের জনপ্রিয় একটি ফিচার হচ্ছে স্টোরি। এবার সে স্টোরিতে নতুন সুবিধা নিয়ে এলো ইনস্টাগ্রাম। নতুন ফিচার সবার জন্য চালু হয়ে গেলে স্টোরিতে কমেন্ট করতে পারবেন তারা, যেসব ইনস্টাগ্রাম স্টোরি পাবলিক অপশনে শেয়ার করা থাকবে সেখানে এই কমেন্ট করা যাবে। এতদিন ইনস্টাগ্রাম স্টোরি ২৪ ঘণ্টার জন্য স্থায়ী হয়। তার ফলে এই স্টোরিতে করা কমেন্টও ২৪ ঘণ্টার জন্যই স্থায়ী

হতো। কিন্তু এবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরি আর্কাইভ করার সুবিধা রয়েছে। কমেন্টসহ আর্কাইভ করা যাবে কিনা তা জানা যায়নি। এখন ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শুরু রিঅ্যাকশন ইমোজির সাহায্যে দেওয়া যায়। তবে নতুন ফিচার চালু হলে কারও ইনস্টাগ্রাম স্টোরি পছন্দ হলে আপনি সেখানে কমেন্ট করারও সুযোগ পাবেন। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে কমেন্ট করার ফিচার শুরু থেকেই চালু রয়েছে। এবার ইনস্টা স্টোরিতেও তাই হাজির হচ্ছে কমেন্ট ফিচার। বর্তমানে একজনের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে যদি কেউ রিপ্লাই দেন তাহলে তা ওই স্টোরি আপলোডারের কাছে ব্যক্তিগতভাবে পৌঁছায়।

গুগলকে ২৪০ কোটি ইউরো জরিমানা

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগলকে আধিপত্য বিস্তারের কারণে ২৪০ কোটি ইউরো জরিমানা করেছে ইউরোপের শীর্ষ আদালত। নিজস্ব শপিং কম্পারিসন সার্ভিস একচেটিয়া ব্যবহারের কারণে ২০১৭ সালে এ জরিমানা ধার্য করেছিল ইউরোপীয় কমিশন। তবে এর বিরুদ্ধে আপিল করেছিল প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগল। বিবিসি। সম্প্রতি রায়ের মাধ্যমে একটি দীর্ঘকালীন মামলার অবসান হলো। তবে ইউরোপীয় আদালতে এ রায়ে ‘অসন্তুষ্ট’ হয়েছে গুগল। ২০০৯ সালে প্রথম এ মামলা দায়ের করে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেম। সে সময় যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশ ছিল। মামলার অভিযোগে বলা হয়, গুগল সার্চ ফলাফলে তার নিজস্ব শপিং সুপারিশগুলো প্রতিযোগীদের চেয়ে আরও বেশি সামনে দেখাত। মামলাটির আইনি বা অর্থনৈতিক কোনো মূল্য নেই বলে গুগল যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করেছিল।

নতুন এআই মডেল নিয়ে এলো ওপেনএআই

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক : এআই গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই নিয়ে এসেছে যুক্তি দক্ষতাসম্পন্ন নতুন এআই মডেল। একটি ব্লগ পোস্টের মাধ্যমে ওপেনএআই ড়১ এবং ড়১-মিনি নামের দুটি এআই মডেল নিয়ে আসার কথা জানিয়েছে। এই মডেলগুলোকে এমনভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে যাতে করে কোনো জটিল সমস্যাকে ধাপে ধাপে সমাধানের মাধ্যমে নির্ভুলতা নিশ্চিত করা যায়। উল্লেখ্য, ড়১ মডেলটি গত বৃহস্পতিবার থেকেই চ্যাটজিপিটি এবং এর এপিআই-তে ব্যবহার করা যাচ্ছে। ওপেনএআই-এর অভ্যন্তরে ‘স্ট্রবেরি’ নামে পরিচিত একটি প্রজেক্ট থেকে এই দুটি মডেল তৈরি করা হয়েছে। যুক্তি দক্ষতাকে ব্যবহার করে জটিল কার্যসম্পাদনে এবং আগের মডেলগুলোর তুলনায় গণিত, বিজ্ঞান ও কোডিং সম্পর্কিত বিষয়ে আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং সমস্যার সমাধানে সিদ্ধহস্ত নতুন এই এআই মডেল দুটি। এআই মডেলের যুক্তি দক্ষতার উন্নয়নে কাজ করা ওপেনএআই-এর গবেষক নোয়াম ব্রাউন সম্প্রতি নিজের এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করে নিশ্চিত করেছেন যে এই দুটি এআই মডেল ‘স্ট্রবেরি’ প্রজেক্টেরই ফসল। ব্রাউন লিখেছেন, ‘‘সাধারণ যুক্তি দক্ষতা সম্পন্ন এআই মডেল তৈরিতে ওপেনএআই-তে আমাদের প্রচেষ্টার ফসল আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পেরে আমরা আনন্দিত।’’ ব্লগ পোস্টে ওপেনএআই দাবী করেছে, ড়১ মডেলটি আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের যোগ্যতার পরীক্ষায় ৮৩ শতাংশ স্কোর করেছে। এর আগের মডেল জিপিটি-৪ড় এর স্কোর ছিল ছিল যেখানে মাত্র ১৩ শতাংশ। প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রামিং-এর প্রশ্ন সমাধানেও এআই মডেল দুটিতে উন্নতির ছাপ স্পষ্টতই লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্যা সমাধানে নির্ভুলতার প্রশ্নে এআই মডেল দুটি মানুষের পিএইচডি-স্তরের নির্ভুলতাও ছাপিয়ে গেছে।

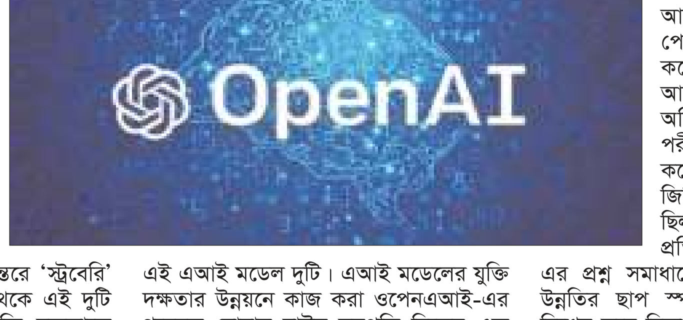

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

বরগুনা : 'কয়লা দূষণ বন্ধ কর, পায়রা নদী রক্ষা কর' এই স্লোগানকে সামনে রেখে তালতলীতে নৌ র‍্যালি ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

চালে হাসলেও আবারো ধানে হোঁচট রংপুর খাদ্য গুদামের

রংপুর প্রতিনিধি : চার বছর ধরে রংপুরের খাদ্য গুদাম ধান সংগ্রহে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারছে না। কোনো কোনো মৌসুমে চাল সংগ্রহ হলেও ধান সংগ্রহের লক্ষ্য পূরণে হোঁচট খেতে হচ্ছে। জেলায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি উৎপাদন হলেও নানা কারণে ধান সংগ্রহে ব্যর্থতার রেশ কাটছে না খাদ্য গুদামের। এবারও ধান সংগ্রহে সফলতা নেই। কিন্তু চালে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে।

এ বছর রংপুর জেলায় আমন ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান শেষ হয়েছে গত ৩১ আগস্ট। নির্ধারিত সময়ে চাল সংগ্রহের মূল লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেও ঘাটতি রয়েছে অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রায়। আট হাজার ৮৬২ টন ধান সংগ্রহ করার কথা থাকলেও গুদামজাত হয়েছে পাঁচ হাজার ৭৭৫ দশমিক ৫৬০ টন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলছেন, সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকার-নির্ধারিত দামের তুলনায় বাজারদর বেশি হওয়ায় কৃষকেরা ধান বিক্রিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। অন্যান্য বছর অভিযানের সময় কিছুটা বাড়ানো হলেও এবার সে সুযোগ পাচ্ছেন না কৃষক ও মিল মালিকরা। বর্ধিত সময়ের জন্য মিল মালিকরা আবেদন করলেও কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদনে তেমন চেষ্টা চালায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে, কৃষকরা বলছেন, ঘুষ, হয়রানি, পরিবহন ব্যয়সহ নানা কারণে তারা ধান দিচ্ছেন না।

রংপুর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে আট হাজার ৮৬২ টন। সংগ্রহ হয়েছে পাঁচ হাজার ৭৭৫ দশমিক ৫৬০ টন। চালের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩১ হাজার ২৯৮ টন। এছাড়া অতিরিক্ত আরও আট হাজার ১২৭ টন সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল। সংগ্রহ হয়েছে ৩২ হাজার ১৮৭ দশমিক ২২০ টন। রংপুরের আট উপজেলার ধান-চাল সংগ্রহের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সদর উপজেলায় ধান সংগ্রহ হয়েছে ৩৮৩ দশমিক ৪০ টন। আর চাল সংগ্রহ হয়েছে পাঁচ হাজার ২৮০ দশমিক ৩৬০ টন। বদরগঞ্জে ধান-চাল সংগ্রহ হয়েছে যথাক্রমে এক হাজার ১৮৮ দশমিক ৪০০ এবং দুই হাজার ৩৪ দশমিক ৯৬০ টন। মিঠাপুকুর উপজেলায় ধান সংগ্রহ হয়েছে ৭৯২ টন এবং চাল সংগ্রহ হয়েছে চার হাজার ৩২১ টন। পীরগঞ্জ উপজেলায় ধান ও চাল সংগ্রহ হয়েছে যথাক্রমে এক হাজার ১০১ টন ও ছয় হাজার ৩২৪ দশমিক ৬৪০ টন। তারাগঞ্জে ধান সংগ্রহ হয়েছে ১২৬ টন এবং চাল সংগ্রহ হয়েছে আট হাজার ৮৬৯ দশমিক ৬৮০ টন। গঙ্গাচড়ায় ধান ও চাল সংগ্রহ হয়েছে যথাক্রমে ৪৬১ দশমিক ১২০ টন ও ১ হাজার ৭৮৫ দশমিক ৭১০ টন। কাউনিয়ায় ধান সংগ্রহ হয়েছে ৬১২ টন ও চাল সংগ্রহ হয়েছে এক হাজার ৩৮৮ দশমিক ৩৪০ টন। পীরগাছায় ধান ও চাল সংগ্রহ হয়েছে যথাক্রমে এক হাজার ১১২ টন ও দুই হাজার ১৮২ দশমিক ৮০ টন। গত বছর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ১১ হাজার ৬২ টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে গুদামজাত হয়েছিল এক হাজার ২৬২ দশমিক ৪৪০ টন। এছাড়া, ৪০ হাজার ২০৮ টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংগ্রহ হয়েছিল ৩৮ হাজার ৫৯৮ টন। এ বছর চালের দাম প্রতি কেজি ৩২ টাকা নির্ধারণ করায় গত বছরের চেয়ে চাল সংগ্রহ বেড়েছে। তবে, শেষের দিকে পূর্বাঞ্চলে বন্যার কারণে ধানের দাম কিছুটা বেড়েছে। এ কারণে ধান সংগ্রহ অভিযানে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় বলে জানিয়েছেন মিল মালিকরা। কৃষকদের অভিযোগ, ১৪ শতাংশ আর্দ্রতা না থাকলে খাদ্য গুদাম ধান নিতে চায় না। অনেক সময় এ কারণে খাদ্য গুদামে ধান দিতে গিয়ে কৃষকদের ফিরে আসতে হয়। এছাড়া, প্রতি টন ধানে কর্মকর্তাদের জন্য, পরিবহন ব্যয়, শ্রমিকদের চাঁদায় ৫০০-৬০০ টাকা ব্যয় হয়। এ জন্য কৃষকেরা খাদ্য গুদামে ধান দিতে অনীহা প্রকাশ করেছেন। এ কারণে খাদ্য গুদাম কয়েক বছর ধরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ধান সংগ্রহ করতে পারছে না। তাদের অভিযোগ, সংগ্রহ প্রক্রিয়া জটিল হওয়ায় ধান দিতে পারেন না তারা। একইসঙ্গে দালাল ও ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্যে সরকার নির্ধারিত দাম থেকে বঞ্চিত হন। এ কারণে কৃষকরা অভিযানের শুরু থেকেই ধান সংগ্রহ প্রক্রিয়া সহজ করার দাবি জানিয়ে আসছেন। কৃষক সাত্তার প্রামাণিক বলেন, এক মণ ধানের মূল্যের চেয়ে একজন দিনমজুরের মজুরি বেশি। এক মণ ধান বিক্রি করে এক কেজি গরুর মাংস কিনতে পারি না। আরেক কৃষক আবু তালেব বলেন, কৃষকের দুঃখ দেখার কেউ নেই। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করেও আমরা লাভের মুখ দেখি না। খরচ যেভাবে বাড়ছে, আবাদ করাই কষ্টকর হয়ে গেছে। সরকার তো উৎপাদনের সময় আমাদের কোনো প্রকার কৃষিঋণ কিংবা ভর্তুকি কিছুই দেয় না। ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত এবং সরকারি উদ্যোগে হাটে হাটে ক্রয় কেন্দ্র খুলে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের দাবি জানিয়েছেন কৃষক সংগ্রাম পরিষদের নেতা অ্যাডভোকেট পলাশ কান্তি নাগ। তিনি বলেন, সরকার যে পরিমাণ ধান-চাল সংগ্রহ করে তা উৎপাদনের তুলনায় একেবারেই কম। প্রান্তিক কৃষকদের কথা বিবেচনায় রেখে ধান সংগ্রহের প্রক্রিয়া আরও সহজ করাসহ উপজেলা পর্যায়ে পেডি সাইলো নির্মাণ করা এখন সময়ের দাবি। পলাশ কান্তি নাগ বলেন, প্রতি বছর উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া কৃষকের নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সার, ডিজেল, কীটনাশকসহ প্রতিটি কৃষি উপকরণের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষক আবাদ করতে গিয়ে ঋণের জালে জর্জরিত হচ্ছে। ধান বিক্রি করতে গিয়ে কৃষক তার উৎপাদিত ব্যয় হিসেবে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। তাছাড়া যে প্রক্রিয়ায় সরকার ক্রয় করে এতে বড় ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্ত্বভোগী, ফরিয়া ও দালালরা লাভবান হয়। এ অবস্থায় সরকারের উচিত মূল্য সহায়তা দিয়ে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা।

এ ব্যাপারে রংপুর মহানগর মিল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. সামসুল আলম বাবু বলেন, ধান-চাল সংগ্রহ অভিযানে এবার আমি এক হাজার ৭০০ টন চাল দিয়েছি। এর মধ্যে হাসকিং মিলের বরাদ্দ ৫০০ টন বাদ দিয়ে বাকি সব অটোরাইস মিলের। ৬০০ টন করে দু'দফায় অতিরিক্ত বরাদ্দ পেলেও বর্ধিত সময় পাইনি। এজন্য প্রথম বরাদ্দ দিতে পারলেও পরের ৬০০ টন চাল দিতে পারেনি। শুরুতে কিছুটা লাভ হলেও শেষ দিকে আগস্টে ধানের দাম বেড়ে যাওয়ায় কিছুটা লোকসান হয়েছে। বর্তমানে প্রতি মণ ধান বিক্রি হচ্ছে এক হাজার ২৫০ টাকা, যা আগে কিনেছি প্রতি মণ এক হাজার ৫০ টাকায়। প্রতি কেজি চাল তৈরিতে ৪৫ টাকারও বেশি লাগছে। এছাড়া, পরিবহনসহ অন্যান্য খরচ তো আছেই। রংপুর কৃষক সমিতির সভাপতি নজরুল ইসলাম হক্কানী বলেন, সরকারের হাতে ধান-চাল না থাকলে বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে মজুতদার এবং চালকল মালিকদের হাতে। এলএসডি গোডাউনগুলো মধ্যসত্ত্বভোগীদের দখলে ছিল উল্লেখ করে তিনি জানান, কৃষক কোনোকালেই এখান থেকে উপযুক্ত দাম পায়নি। আর উন্নয়ন গবেষকদের মতে, ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান ব্যর্থ হলে বাজার চলে যাবে মজুতদারদের হাতে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে স্বল্প আয়ের বিশাল জনগোষ্ঠীর ওপর। উন্নয়ন গবেষক উমর ফারুক বলেন, যদি সরকার ধান-চাল সংগ্রহ অভিযানে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারে, তাহলে বাজার তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তখন ধান-চালের দাম বেড়ে যাবে।

এ অবস্থায় বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনে খাদ্য আমদানি করে মজুত নিশ্চিত করারও পরামর্শ তার। রংপুর জেলায় গত বোরো মৌসুমে (২০২৩) ধানের আবাদ হয়েছে এক লাখ ৩১ হাজার ৮৫০ হেক্টর জমিতে। জেলায় বোরো সংগ্রহ অভিযানে ৪৫৩ জন মিল মালিক চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে অটোরাইস মিল ২৪টি ও হাসকিং মিল রয়েছে ৪২৯টি। বোরো সংগ্রহ অভিযানে সরকারিভাবে প্রতি কেজি ধান ৩২ ও চালের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫ টাকা। গত বছর ধানের দাম ধরা হয় ৩০ টাকা এবং চাল ৪৪ টাকা। রংপুর সদর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিখিল চন্দ্র বর্মণ বলেন, জেলায় মূল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি চাল সংগ্রহ হয়েছে। তবে, অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হয়নি। মূলত শেষের দিকে ধানের দাম বেড়ে যাওয়ায় এমনটা হয়েছে। এছাড়া, কৃষক সময়মতো ধান শুকাতে না পারায় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। এবার ধান ও চাল সংগ্রহে বর্ধিত সময় পাচ্ছেন না কৃষক ও মিল মালিকরা।

কুষ্টিয়ায় ইসলামি আন্দোলনের সমাবেশ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ইবি থানা শাখার উদ্দ্যেগে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সারোদেশে গণহত্যার বিচারের দাবি এবং দেশ-বিরোধী ষড়যন্ত্র ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি বীরমুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আহাম্মদ আলী বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন হয়েছে সব বৈষম্য দূর করার জন্য,সব ক্ষেত্রে সমতা রক্ষার জন্য, এখন যদি পুনরায় বৈষম্য হয়, তাহলে ছাত্র-জনতা আবার আন্দোলন গড়ে তুলবে। গতকাল শুক্রবার বিকালে কুষ্টিয়ার ইবি থানার বিত্তিপাড়া বাজার প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত বিশাল গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বক্তরা এ সময় আরো বলেন, পিআর পদ্ধতির নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দেশের মানুষের ভোটের মূল্যায়ন করতে হবে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা,শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের শিক্ষায় রূপান্তর করে যোগ্য, দক্ষ জাঁতি গঠনে কাজ করতে হবে। চাঁদাবাজ, দখলবাজ, জুলুমবাজি বন্ধ করে, সন্ত্রাসমুক্ত, জুলুমমুক্ত দেশ উপহার দিতে হবে। খুনিদের বিচার, পাচারকৃত টাকা ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সভার সভাপতি মাওঃ মুফতি মোঃ কামরুজ্জামান তিনি বলেন, 'রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে এগিয়ে যেতে হবে। খুনিদের দ্রুত ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দৃষ্টান্তমূলক বিচার করতে হবে, যাতে স্বৈরাচারী গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালুর দাবী

আশাশুনি প্রতিনিধি : প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পুনরায় চালুর আবেদন জানিয়েছেন আশাশুনি উপজেলার শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষিকা সাকিলা খানম (অঞ্জনা)। আশাশুনি উপজেলায় ২০১৪ ও ২০২৪ সালের শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষিকা বৈকরঝুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালে পাবলিক পরীক্ষা চালু করেন। সারাদেশে একই প্রশ্নে পরীক্ষা হতো। এই বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ছিল ৮৮.৮৪%। ২০১২ সালে গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল দেওয়া হয়। ২০১৩ সাল থেকে পরীক্ষার সময় আধা ঘন্টা বাড়িয়ে আড়াই করা হয়। ২০১৯ সাল পর্যন্ত সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল থেকে বৃত্তি প্রদান করা হতো। দুঃখের বিষয় ২০২০ সাল থেকে সমাপনী পরীক্ষা বন্দ হয়ে যায়। বাস্তব কথা হলো, এই সমাপনী পরীক্ষার কারণে শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়ালেখার আগ্রহ দেখাগিয়েছিল। তাদেরকে পড়ালেখার প্রতি অগ্রগতি করানো সহজ হয়ে উঠেছিল। তাদের লেখার প্রতি আগ্রহও ছিল। শিক্ষার মান যাচাই করা হতো। তাই আমাদের দাবী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা পুনরায় চালুর উদ্যোগ গ্রহন করা হউক।

শৈলকুপায় মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের কমিটির গঠন

শৈলকুপা প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও বিভিন্ন মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে এই সংগঠনটি।

শৈলকুপা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি মোঃ মিল্টন হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শৈলকুপা পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি ও পৌরসভার সাবেক মেয়র খলিলুর রহমান। গতকাল শুক্রবার সকালে শৈলকুপা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়েএ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে সহকারী শিক্ষক মিল্টন হোসেন সভাপতি ওকামাল জোদ্দার কে সাধারণ সম্পাদক করে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সংগঠন এর পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা প্রকাশ করা হয়। কমিটির সাধারন সম্পাদক মোঃ কামাল হোসেন জোয়ার্দার তাঁর বক্তব্যে বলেন, এ কমিটির কোনো লোক অন্যায় কাজ করলে তার বিরুদ্ধেও আমরা অবস্থান নেব। শিক্ষকরা এমন কথা বলবেন না, যাতে সবার সম্মানহানী হয়।

সব শিক্ষকের সহযোগিতা পেলে এ খাত দুর্নীতিমুক্ত হবে। কমিটির সভাপতি মোঃ লিটন হোসেন সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা এমনিতেই বৈষম্যের শিকার। তাদের পদোন্নতি হয় না। শিক্ষকরা সরকারি অফিসে গেলে দয়া করে একটু সম্মান দেবেন। অনেক অফিসে গেলে শিক্ষকদের বসতেও দেওয়া হয় না। আর শিক্ষকরা বেতন স্কেলের কোন গ্রেডে আছেন। তাদের কেন পদোন্নতি হয় না- এগুলো দেখবেন।

ভারতের ফুলবাড়িতে বিজিবি-বিএসএফ'এর পতাকা বৈঠক

তেঁতুলিয়া প্রতিনিধি : পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা সীমান্তের ওপারে ভারতের ফুলবাড়ি বিওপিতে বিজিবি-বিএসএফ'র পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। পতাকা বৈঠকে বিজিবি'র পক্ষ থেকে সম্প্রতি সীমান্তে বিএসএফ'র হত্যার কড়া প্রতিবাদ করেন। গত বৃহস্পতিবার বিজিবি'র সদর দপ্তর ঠাকুরগাঁও এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাবান্ধা ফুলবাড়ি আইসিপিতে বিজিবি'র উত্তর পশ্চিম রিজিয়ন কমান্ডার এবং আইজি বিএসএফ নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার কমান্ডার এর মধ্যে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সৌজন্য সাক্ষাতে বিজিবি'র পক্ষে রিজিয়ন কমান্ডার উত্তর-পশ্চিম রিজিয়ন রংপুর, সেক্টর কমান্ডার ঠাকুরগাঁও এবং অন্যান্য বিজিবি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বিএসএফ'র পক্ষে আইজি নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার কমান্ডার, শিলিগুড়ি ও কিশোরগঞ্জ সেক্টর কমান্ডার এবং অন্যান্য বিএসএফ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সৌজন্য সাক্ষাতে সম্প্রতি ঠাকুরগাঁও এর বালিয়াডাঙ্গি এলাকায় গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ বিএসএফ টহল দল কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিক জয়ন্ত কুমার সিংহ (১৫) কে গুলি করে হত্যা করায় বিজিবি'র পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ করেন।

ভারতের নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার কমান্ডার এই অনাকাঙ্খিত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে কোন বাংলাদেশী নাগরিক এর উপর গুলি চালানো হবে না মর্মে বিজিবি প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন।

বরগুনায় নৌ র‍্যালি ও মানববন্ধন

বরগুনা প্রতিনিধি : গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে বরগুনার তালতলী উপজেলার খোট্টারচর এলাকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সামনে ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ ও ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) এবং পায়রা নদী ইলিশ রক্ষা কমিটির আয়োজনে কয়লা দুসন বন্ধে মানববন্ধন কর্মসূচি ও নৌ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নৌ র‍্যালি ও মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা কয়লাবিরোধী নানা রঙের প্ল্যাকার্ড এবং ফেস্টুন প্রদর্শন করেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রর কয়লা ধোয়া বর্জ্য পায়রা নদীতে ফালানো কারণে নদীতে ইলিশ কমে যাচ্ছে। এছাড়াও নির্গত কালো ধোঁয়ায় টেংরাগিরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের জীববৈচিত্র্যসহ এলাকার মানুষের কৃষি ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে। তাই অবিলম্বে কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পসহ সকল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করতে হবে এবং পরিচ্ছন্ন নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিকল্পগুলিতে বিনিয়োগসহ কয়লা নির্ভরতার অবসান কেবল পরিবেশের জন্যই নয়, এই অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য এবং আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন বক্তারা। এসময় বক্তব্য রাখেন, শুভ সন্ধ্যা সমুদ্র সৈকত রক্ষা কমিটির সমন্বয়ক জাহাঙ্গীর মিয়া, তেঁতুল বাড়িয়া নদী ভাঙ্গন রক্ষা কমিটির সমন্বয়ক শাহজাহান শেখ, পয়রা নদী ইলিশ রক্ষা কমিটি সমন্বয়ক সুলতানা আহমেদ, ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ (তালতলী-আমতলী) উপজেলা সমন্বয়ক আরিফ রহমান, পরিবেশকর্মী মোস্তাফিজ প্রমুখ।

ঝিকরগাছায় ছাত্রীকে ধর্ষণ ধর্ষক আটক

ঝিকরগাছা প্রতিনিধি : যশোরের ঝিকরগাছায় নতুনহাট পাবলিক কলেজের এক শিক্ষার্থীকে ব্ল্যাকমেইল করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। থানায় মামলার পর পুলিশ অভিযুক্ত ধর্ষক মেহেদী হাসান সজলকে (২৪) গ্রেপ্তার করেছে। ধর্ষক সজল উপজেলার কৃর্তীপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে। ধর্ষিতা নিজেই বাদি হয়ে থানায় এজাহার দায়ের করেছেন। থানার এজাহার সূত্রে জানা যায়, বাদি নতুনহাট পাবলিক কলেজ ও তার স্বামী শহীদ মশিয়ুর রহমান ডিগ্রী কলেজ থেকে চলতি বছরে এইচএসসি পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

বাদি ও তার স্বামীর বাড়ি পাশাপাশি গ্রামে হাওয়ায় প্রেমজ সম্পর্কের মাধ্যমে গত ০১/০৮/২০২৪ইং তারিখের তারা উভয়েই নিজেদের ইচ্ছায় বিজ্ঞ নোটারি পাবলিকের কার্যালয়, যশোর হতে ১ লক্ষ টাকা দেনমোহর ধার্য করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বাদী ও তার স্বামী দুজনেই শিক্ষার্থী হওয়ায় তারা তাদের পরিবারের কাউকে বিবাহের বিষয়টি জানায়নি। গত ০৯ সেপ্টেম্বর রাত অনুমান ১১ টার সময় বাদীর মায়ের বাড়ি কীর্তিপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামে আসে। ১০ সেপ্টেম্বর রাত অনুমান ৪টা ২১মিনিটের সময় একটি মোবাইল নাম্বার হইতে উপর্যুক্ত আসামি তার পরিচয় দিয়ে বলে তোমার স্বামীকে আমি আটকে রাখেছি। বাদী কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে রাত অনুমান সাড়ে ৪টা দিকে ঘরের দরজা খোলার সাথে সাথেই আসামি বাদীর মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। বাদী বিষয়টি সকালে তার মা ও স্বামীকে অবহিত করে থানায় এজাহার দাখিল করেন। থানার অফিসার ইনচার্জ (ভারপ্রাপ্ত) ও তদন্ত পরিদর্শক মোঃ ইব্রাহীম আলী বলেন, শিক্ষার্থীকে ব্ল্যাকমেইল করে ধর্ষণের ঘটনায় ২০০০সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৯(১) ধারায় একটি এজাহার হয়েছে। এজাহারের উপর ভিত্তি করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসামীকে আটক করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা নং ০৬, তারিখ-১১/০৯/২০২৪ইং।

অবরুদ্ধের মামলায় গ্রেপ্তার ১৬ জন

বাঘা প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় মাদক উদ্ধারে এসে র‍্যাব সদস্যের অবরুদ্ধের মামলায় ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বুধবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা হলো-উপজেলার আলাইপুর (গাবতলীপাড়া) গ্রামের মৃত আবদুল সাত্তারের ছেলে জিবরুল মীর (৪২), উপর আতারপাড়া গ্রামের মৃত জয়নাল সরকারের ছেলে বল্লাল আলী (৩৫), বারশতদিয়ার গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে জয়নাল আবেদীন (৩৫), মহদীপুর গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে জামাল হোসেন (৫০), আলাইপুর (নাপিতপাড়া) গ্রামের মৃত দস্তুল আলীর ছেলে রাকিব আলী (৩০), মহদীপুর গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে হৃদয় আলী (১৯), উপর আতারপাড়া গ্রামের আবুল কালামের ছেলে শাকিল আহম্মেদ (১৯), বারশতদিয়ার গ্রামের নেহেরুল ইসলামের ছেলে বেলাল হোসেন (২৫), ভানুকর গ্রামের মৃত কলিম উদ্দিন মন্ডলের ছেলে নজরুল ইসলাম (৫০), আলাইপুর গ্রামের দলিল মন্ডলের ছেলে মিনজুল (৩২), কেশবপুর গ্রামের মৃত ইয়াদ আলী শেখের ছেলে রেজাউল শেখ (৫৮), মহদীপুর (সবজিপাড়া) গ্রামের এনামুল হকের ছেলে বাদশা আলী (৩৬), মহদীপুর (পশ্চিমপাড়া) গ্রামের মৃত জান মোহাম্মদের ছেলে ফজলু হক (৩৫), মহদীপুর (সবজিপাড়া) গ্রামের মৃত আবদুল মজিদের ছেলে রিপন (৪২), আলাইপুর (গাবতলীপাড়া), গ্রামের আবদুর রহমানের ছেলে রুবেল (৩২), উপর আতারপাড়া গ্রামের মৃত আবদুল হামিদের ছেলে আবুল কালাম (৩৫)। জানা গেছে, গত সোমবার রাতে রাজশাহীর র‍্যাব-৫ এর সদস্যরা গোপন সংবাদের বিত্তিতে জানতে পারে উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের মীরগঞ্জ বারশতদিয়াড় গ্রামের আরমান আলীর ছেলে রাজা ইসলাম তার বাড়িতে ফেন্সিডিল মজুদ রেখে বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছে।

সত্যতা যাচাইয়ের জন্য রাত সাড়ে ১০টার দিকে সঙীয় ফোর্স নিয়ে রাজা ইসলামের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছায়। এ সময় র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ২ জনকে আটক করার চেষ্টা করা হয়। এমেধ্যে একজন পালিয়ে গেলেও রাজা ইসলামকে আটক করে তার বাড়িতে ফেন্সিডিল মজুদ আছে কী-না জানতে চাইলে বাধা প্রদান এবং আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে লোকবল জমায়েতের জন্য সোরগোল শুরু করে। এ সময় স্থানীয়রা সংঘবদ্ধ হয়ে দেশীয় লাঠি, লোহার রড, ধারালো হাসুয়া নিয়ে আক্রমণ করে অবরুদ্ধ করে। এ সময় তারা ৪ জোড়া চায়না হ্যান্ডকাপ, ২টি র‍্যাব জ্যাকেট, ২টি সরকারি রেইনকোট ছিনিয়ে নেয়। পরে সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা তাদের উদ্ধার করে।

তাদের হামলায় র‍্যাব-৫ এর এলএস সোহাগ হোসেন, এএসআই নজরুল ইসলামল্যাঃ কর্পোঃ জাহদুর রহমান, দুলাল হোসেন, নায়েক আফছার আলী, কনেস্টবুল মিজানুর রহমান আহত হয়। পরে তাদের চারঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ঘটনায় গত মঙ্গলবার রাতে র‍্যাব-৫ এর ডিএডি ইমরান আলী বাদি হয়ে ৩৪ জনের নাম উল্লেখ করে আরও অজ্ঞাত ১০০/১৫০ জনের বিরুদ্ধে বাঘা থানায় মামলা দায়ের করেন। বাঘা থানার ওসি আবু সিদ্দিক বলেন, র‍্যাব সদস্যারা মাদক উদ্ধারে এসে স্থানীয়রা অবরুদ্ধ করে রাখে। খবর পেয়ে পুলিশ, বিজিবি, সেনা সদস্যরা একত্র হয়ে তাদের উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনা একটি মামলা হয়েছে। এ মামলায় অভিযান চালিয়ে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার তাদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

শূন্য হাতে ঘাটে ফিরেছে বরগুনার জেলেরা

পাথরঘাটা প্রতিনিধি : সাগরে নতুনকরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকার কারণে জেলেরা সাগরে টিকতে না পেরে শূন্য হাতেই ট্রলার নিয়ে উপকূলের দিকে ফিরে আসতে হয়েছে।৬৫ দিনের অবরোধ শেষে জেলেরা আশায় বুক বেঁধে সাগরে মাছ ধরতে গেলেও কয়েক দফায় সাগরে নিম্নচাপে তাদের ফিরে আসতে হয়েছে। বারংবার জেলেরা খালি হাতে ঘাটে ফেরায় হতাশা বিরাজ করছে জেলে, ট্রলারমালিক,আড়ৎদারদের মাঝে। গতকাল শুক্রবার সকালে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র পাথরঘাটার বিএফডিসি মৎস্য ঘাটে সরজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বৈরী আবহাওয়ার কারণে ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লাদিয়ে বঙ্গোপসাগরে জেলারা টিকতে না পেরে শত শত জেলেরা ঘাটে ফিরে এসেছে। সাগরে যাবার দু দিনের মাথায়ই আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় শূন্য হাতে ঘাটে ফিরে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ট্রলার মালিক ও জেলেরা। এতে বড় ধরনের লোকসানের আশঙ্কায় মৎস্য ব্যবসারসাথে জড়িত সকলে। এদিকে পর্যাপ্ত মাছ না পাওয়ায় বিএফডিসি মৎস্য ঘাট এবং মাছের আড়ৎগুলো এখনো ঠিক জমেওঠেনি। সাগর উত্তাল দেখে ঘাটে ফিরে আসা মোঃ সোলায়মান, হারিচ,সোবাহান ফরহাদ নামের মাঝিরা বলেন, আমরা গত ১০ সেপ্টেম্বর সাগরে গিয়েছিলাম। তেল, বরফ ও বাজারসহ প্রায় ৪ লাখ টাকার রসদসামগ্রী নিয়ে সাগরে যাবার পরের দিনই সাগর উত্তাল হয়ে পড়ে। লোকসানের কথা চিন্তাকরে সাগরে থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ক্রমেই সাগর উত্তাল হলে নিজেদের জীবন ও ট্রলারের নিরাপত্তার কথা চিন্তাকরে গতরাতে ঘাটে ফিরে এসেছি। আবহাওয়া ভালো না হওয়া পর্যন্ত আমরা সাগরে যাবনা। আলাউদ্দিন হাফেজ -৩ ট্রলারের মালিক মোঃ মাসুম কম্পানি বলেন, যে হারে মালামালের দাম বাড়তেছে তাতে ধীরে ধীরে এই পেশা পরিবর্তন করতে হবে। কারণ পূর্বে ২ লাখ বা আড়াই লাখ টাকায় যে বাজার করা যেত তা এখন মালপত্রের দাম বে ছে বিধায় ৪, ৫ লাখ টাকায় করতে হয়। বরগুনা জেলা ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বলেন, ৬৫ দিনের অবরোধের পর এই তিনবার আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় জেলেদেও বারবার লোকশানের মধ্যে পড়তে হয়েছে। এরকম চলতে থাকলে ধীরে ধীরে এই পেশা বিলুপ্ত হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

আশাশুনি উপজেলা জামায়াতের বৈঠক

আশাশুনি প্রতিনিধি : আশাশুনি উপজেলা জামায়াতের মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৮ টায় দলীয় কার্যালয়ে এবৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা আমীর আবু মুছা তারিকুজ্জামান তুষারের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা সহকারী সেক্রেটারি প্রভাষক ওমর ফারুক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ও শোভনালী ইউপি চেয়ারম্যান মাওঃ আবু বকর সিদ্দিক, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট আবদুস সোবহান মুকুল। অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা নায়েবে আমীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান মাওঃ আবদুল মান্নান, নায়েবে আমীর মাওলানা নুরুল আফছার মুর্তজা, সেক্রেটারি মাওলানা মোশারফ হোসেন, সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট শহিদুল ইসলাম, মাওলানা আবদুল বারী, শাহ অহিদুজ্জামান শাহীন, অফিস সেক্রেটারী মাওলানা রুহুল কুদ্দুস, বাইতুলমাল সম্পাদক মাওঃ আনারুল হক, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা রিয়াছাত আলী, আফসার উদ্দিন খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ১১ ইউনিয়নের সভাপতি-সেক্রেটারি, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি- সেক্রেটারি, যুব বিভাগের সভাপতি-সেক্রেটারি ও মহিলা জামায়াতের সভানেত্রী- সম্পাদিকাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির বর্ধিত সভা

কাপাসিয়া প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির বর্ধিত সভা গতকাল শুক্রবার বিকালে সাফাইশ্রীস্থ কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহ্ রিয়াজুল হান্নান রিয়াজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভায় ১১ টি ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুবদল, ছাত্রদল, মহিলা দল, শ্রমিক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল, ওলামা দলসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব খন্দকার আজিজুর রহমান পেরার পরিচালনায় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট সোলায়মান দর্জি, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ফকির মমতাজ উদ্দিন রেনু, আবদুল করিম ব্যাপারী, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসাইন, এফ এম কামাল হোসেন, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌসী, জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক ফকির ইস্কান্দার আলম জানু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আজগর হোসেন খান প্রমুখ। বর্ধিত সভায় আগামীকাল রোববার ঢাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে আয়োজিত সমাবেশ সফল করার জন্য বিশেষ ভাবে তাগাদা দেয়া হয়।

এ ছাড়া আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রয়াত নেতা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) আসম হান্নান শাহ্'র ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কাপাসিয়া সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত স্মরণসভা সফল করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। স্মরণসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিএনপির কেন্দ্রীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধে সংঘর্ষ, নিহত ২

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধ ও আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন- জঙ্গলদী গ্রামের মৃত কালু খাঁর ছেলে লালু খাঁ (৫৭) ও মৃত নহর খাঁর ছেলে মোগর খাঁ (৬৫)।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর উপজেলার বলাইয়েরচর ইউনিয়নের জঙ্গলদী ফতুমুন্সীর মোড়ে এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১০ জন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শেরপুর সদর উপজেলার বলাইয়েরচর ইউনিয়নের জঙ্গলদী গ্রামের খাঁ বাড়ি ও সুতার বাড়ির মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত প্রায় সাড়ে পাঁচ একর জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। এরই জের ধরে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে জঙ্গলদী ফতু মুন্সির দোকানের মোড়ে দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে কয়েকজন গুরুতর আহত হলে তাদের উদ্ধার করে শেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক লালু খাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে গুরুতর আহত দুইজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে পথিমধ্যে মোগর খাঁ মারা যায়। এদিকে দুইজন নিহত হওয়ার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ওই এলাকার লোকজন অপরপক্ষের ঘরবাড়ি ও দোকানপাটে হামলা ও লুটপাট চালায়। শেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, জংগলদী এলাকায় পূর্ববিরোধের জের ধরে সংঘর্ষের ঘটনায় দুইজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে পুলিশ। এ ঘটনায় দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খুলনা : তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উষ্ণতা বাড়ছে। পৃথিবী উষ্ণায়নের ফলে প্রতিনিয়ত কঠিন হয়ে পড়ছে মানুষের বসবাস। বজ্রপাতের ঝুঁকি রোধে কয়রায় সড়কের দু পাশে তাল বীজ বপন করা হচ্ছে।

মাইলফলক স্পর্শ করলেন রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি অনুসারীর অনন্য মাইলফলক স্পর্শ করেছেন পর্তুগালের তারকা ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় এমন খবর নিজেই জানিয়েছেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী রোনালদো। ইংরেজিতে ১বি আকৃতির মধ্যে ছোট-ছোট করে নিজের ক্যারিয়ারের সেরা মুহূর্তের ছবি বসিয়েছেন তিনি। যার শিরোনামে রোনালদো লিখেছেন ১ বিলিয়ন স্বপ্ন, একটি যাত্রা। বার্তায় ৩৯ বছর বয়সী রোনালদো লিখেছেন, 'আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) অনুসারী! এটি শুধু একটি সংখ্যার চেয়ে বেশি। এটি আমাদের ভাগাভাগি করে নেওয়া আবেগ, উদ্যম, খেলার প্রতি ভালোবাসা এবং এর বাইরেও আরও অনেক কিছুর প্রমাণ।' তিনি আরও লিখেছেন, 'মাদেইরার রাস্তা থেকে শুরু করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চ পর্যন্ত, আমি সব সময় আমার পরিবার এবং আপনাদের জন্য খেলেছি এবং এখন আমরা ১০০ কোটি মানুষ একত্র হয়েছি। আমার এ যাত্রায় প্রতিটি পদক্ষেপ, সব উত্থান-পতনে আপনারা আমার সঙ্গী হয়েছেন। এই যাত্রায় আমরা দেখিয়েছি যে, আমরা যা অর্জন করতে পারি সেটির কোন সীমা নেই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য, সমর্থনের জন্য এবং আমার জীবনের অংশ হওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এখনো সেরাটা আসতে বাকি। আমরা একসাথে এগিয়ে যাবো, জিতবো এবং ইতিহাস সৃষ্টি করতে থাকবো।' বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছয়টি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন রোনালদো। ইনস্টাগ্রামে ৬৩ কোটি ৯০ লাখ, ফেসবুকে ১৭ কোটি ৫ লাখ, এক্স (সাবেক টুইটার ছিলো) ১১ কোটি ৩০ লাখ, ইউটিউবে ৬ কোটি ৬ লাখ, কোয়াইশুতে ৯৪ লাখ এবং ওয়েইবোতে ৭৫ লাখ অনুসারী আছে রোনালদোর। তিন সপ্তাহ আছে নিজের ইউটিউব চ্যানেল প্রকাশ করেছেন রোনালদো। ইতোমধ্যে তার সাবস্ক্রাইবার ৬ কোটির বেশি হয়ে গেছে। বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি অনুসারীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন রোনালদো। ১০০ কোটির মাইলফলক স্পর্শ করে নিজের জায়গাকে আরও শক্ত করেছেন তিনি। এই তালিকায় ৭০ কোটি ৮২ লাখ অনুসারী নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের সংগীতশিল্পী সেলেনা গোমেজ। তৃতীয়স্থানে আছেন কানাডার সংগীতশিল্পী জাস্টিন বিবার।

'মেসির সাথে তুলনা পছন্দ করি, কিন্তু আমি ইয়ামাল হতে চাই'

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্ব ফুটবলের ক্ষুদে জাদুকর আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসির পর্যায়ে পৌঁছানো অসম্ভব বলে মনে করেন স্পেনের ১৭ বছর বয়সী খেলোয়াড় লামিনে ইয়ামাল। তিনি জানান, মেসির সাথে তুলনা পছন্দ করি, কিন্তু আমি ইয়ামাল হতে চাই।

আমি বার্সেলোনার কিংবদন্তি হতে চাই। গত মৌসুমে স্প্যানিশ ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনায় যোগ দেন ইয়ামাল। বার্সার হয়ে ৪২ ম্যাচে ৬ গোল করেন তিনি। গেল বছর জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে চমক দেখিয়েছেন ইয়ামাল। এ বছর স্পেনের হয়ে ইউরো জয়ে বড় অবদান ছিলো তার। আসরে সবচেয়ে কম বয়সে ইউরো টুর্নামেন্টে গোল করার রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। বার্সেলোনা ও স্পেনের হয়ে অভিষেক বছরে দারুন পারফরমেন্সের কারণে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা মেসির সাথে তুলনা করছেন ইয়ামালকে। মেসির সাথে তুলনায় খুশি ইয়ামাল নিজেও।

কিন্তু মেসির পর্যায়ে পৌঁছানো বা তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে মনে করেন তিনি। স্প্যানিশ টিভি চ্যানেল আন্তোনা থ্রি-কে রাইট উইঙ্গার ইয়ামাল বলেন, 'আমি ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় মেসির সাথে আমার তুলনা পছন্দ করি। কিন্তু আমি ইয়ামাল হতে চাই। মেসির পর্যায়ে পৌঁছানো অসম্ভব।'

এবার বর্ণবাদ রুখতে বিশেষ ক্ষমতা পাচ্ছে রেফারিরা

স্পোর্টস ডেস্ক : স্পেনের ক্লাব ফুটবলে গত বছর বেশ কয়েক বার বর্ণবাদী আচরণের শিকার হয়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এ ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে এমন ঘটনা দেখা যায় খেলার মাঠে। এমন ঘৃণ্য আচরণ রুখে দিতে লা লিগা ও স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ) নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এর মাধ্যমে রেফারিদের মাধ্যমে প্রয়োগকৃত ফিফার 'নো রেসিজম' নীতিমালা অনুসরণের অনুমোদন দিয়েছে স্পেনের ঘরোয়া ফুটবলে। চলতি বছরের মে মাসে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এক সভায় ফিফা 'ক্রস আর্ম' প্রতীকের অনুমোদন দিয়েছিল। যা এবার স্পেনেও প্রয়োগ করার সম্মতি দিয়েছে স্প্যানিশ ফেডারেশন ও লা লিগা কর্তৃপক্ষ। এর মাধ্যমে বর্ণবাদের অভিযোগ ওঠা কিংবা রেফারির নজরে আসার পর 'ক্রস আর্ম' বা দুই হাত ওপরের দিকে আড়াআড়িভাবে ধরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

রেফারি সিদ্ধান্ত নেবেন তিনটি পদক্ষেপে- বর্ণবাদী ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে প্রথমে ম্যাচ থামানো, (অভিযুক্তকে) বহিষ্কার এবং পুরো ম্যাচটিই বাতিল করে দেওয়া। সে নিয়মটিই নিজেদের বর্ণবাদবিরোধী বিধানে অন্তর্ভূক্ত করার সম্মতি দিয়েছে লা লিগা ও আরএফইএফ। যদি কোনো রেফারি এ ধরনের কোনো কাজ দেখেন বা জানতে পারেন, তখনই তিনি 'ক্রস আর্ম' প্রতীক দেখিয়ে পরবর্তী প্রক্রিয়ার দিকে আগাবেন।

আবারও ব্যাট হাতে ব্যর্থ সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক : ১৪ বছর পর ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে খেলতে নেমে বল হাতে দারুন পারফরমেন্স করেছেন বাংলাদেশের বাঁ-হাতি স্পিনার সাকিব আল হাসান। সমারসেটের বিপক্ষে ম্যাচে ৯ উইকেট শিকার করেন সারের হয়ে খেলতে নামা সাকিব। কিন্তু তারপরও ম্যাচে সমারসেটের কাছে ১১১ রানের বড় ব্যবধানে হেরে গেছে সাকিবের সারে। টনটনে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ডিভিশন ওয়ানের চারদিনের ম্যাচে জয়ের জন্য ২২১ রানের টার্গেট পায় সারে। জবাব চতুর্থ ও শেষ দিন সমারসেটের দুই স্পিনার জ্যাক লিচ ও আর্চি ভনের ঘূর্ণিতে ১০৯ রানে অলআউট হন সারে। দলের পক্ষে ওপেনার ডম সিবলি সর্বোচ্চ ৫৬ রান করেন। প্রথম ইনিংসের মত দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট হাতে ব্যর্থ হন সাকিব। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ বল খেলে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভনের পুত্র আর্চি ভনের বলে আউট হন সাকিব। প্রথম ইনিংসে ২৪ বলে ১২ রান করেছিলেন তিনি। এই ইনিংসে সমারসেটের লিচ ও আর্চি ভন সমান ৫টি করে উইকেট নেন। ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৯৭ রানে ৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৬ রানে ৫ উইকেট নেন সাকিব।প্রথম ইনিংসে সমারসেটের ৩১৭ রানের জবাবে ৩২১ রান করেছিলো সারে। দ্বিতীয় ইনিংসে ২২৪ রান করে সমারসেট। সারের হয়ে একটি ম্যাচ খেলতে দীর্ঘদিন পর কাউন্টিতে যোগ দিয়েছিলেন সাকিব। জাতীয় দলের আসন্ন ভারত সফরকে সামনে রেখে শীঘ্রই বাংলাদেশ শিবিরে যোগ দিবেন সাকিব। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ এবং ৬ অক্টোবর থেকে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ।

চোট কাটিয়ে দলে রাশিদ খান

স্পোর্টস ডেস্ক : আফগানিস্তানের ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়েছেন ওপেনার ইব্রাহিম জাদরান। তবে চোট কাটিয়ে ফিরছেন রাশিদ খান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে রাশিদ ফিরলেও নেই মুজিব উর রহমান। ডাক পাওয়া তিন আনক্যাপড-বিলাল সামি, দারুইশ রাসুলি এবং আবদুল মালিক। শারজাহতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের সিরিজের জন্য আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাদের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। বাম পায়ের গোড়ালি মচকে যাওয়ার কারণে ইব্রাহিম জাদরান বাদ পড়েছেন ওয়ানডে সিরিজ থেকে। চোট থেকে এখনও সম্পূর্ণ ফিট হননি মুজিব উর রহমান, তাই তাকেও রাখা হয়েছে স্কোয়াডের বাইরে। বাদ পড়েন রিস্টস্পিনার নূর আহমেদও। ২০২৩ বিশ্বকাপে রাশিদ খান সবশেষ ওয়ানডে ম্যাচ খেলতে নামেন। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডে অ্যাসাইনমেন্টও মিস করেন। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান দুই দেশের মধ্যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সিরিজের জন্য দলে ফিরেছেন রাশিদ। ইনজুরির কারণে ছিলেন না নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের স্কোয়াডেও। বিলাল সামি, দারুইশ রাসুলি এবং আবদুল মালিক প্রথমবারের মতো আফগানিস্তান ওয়ানডে দলে ডাক পেলেন। যদিও রাসুলি সাতটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন এবং মালিক দুটি টেস্ট খেলেছেন, সামি এখনও কোনো ফরম্যাটে আফগানিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেননি।

আফগানিস্তানের ওয়ানডে স্কোয়াড: হাশমতউল্লাহ শহীদি (অধিনায়ক), রহমত শাহ, রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), ইকরাম আলীখিল (উইকেটরক্ষক), আবদুল মালিক, রিয়াজ হাসান, দারুইশ রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, গুলবেদিন নাইব, রাশিদ খান, নাঙ্গিয়াল খারোটি, আল্লাহ মোহাম্মদ গজানফর, ফজলহক ফারুকি, বিলাল সামি, নাভিদ জাদরান এবং ফরিদ আহমদ মালিক।

হাসিনাকে লেখা জয়ের চিঠি ভাইরাল

বিনোদন ডেস্ক : ছোট ও বড় পর্দার অভিনেতা-নির্মাতা শাহরিয়ার নাজিম জয়। বিতর্কিত টিভি শো সঞ্চালনা করে বছরজুড়েই আলোচনায় থাকেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময়ে পুরোপুরি নির্লিপ্ত ছিলেন তিনি। এসব বিষয় নিয়ে ঢের সমালোচিত হয়েছেন। পরবর্তীতে ক্ষমাও চেয়েছেন। কিন্তু সমালোচনা যেন তার পিছু ছাড়ছেই না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা জয়ের একটি চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এ নিয়ে দারুণ সমালোচনার মুখে পড়েছেন এই অভিনেতা। নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হওয়া চিঠিটি ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেখ হাসিনাকে লেখেন জয়। এক খণ্ড জমি পাওয়ার প্রত্যাশায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ নেত্রী' ও 'আদর্শ মা' বলেও সম্বোধন করেন এই অভিনেতা। যা নিয়ে রীতিমতো তোপের মুখে পড়েছেন। কেউ কেউ জয়কে 'তেলবাজ', 'দালাল' বলেও মন্তব্য করেছেন। ভাইরাল হওয়া চিঠির শুরুতেই শাহরিয়ার নাজিম জয় লেখেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ নেত্রী ও আদর্শ মা'। তারপর এ অভিনেতা লেখেন, 'আপনার সুযোগ্য পুত্রের নামের আরেক পুত্র শাহরিয়ার নাজিম জয়ের সালাম রইল আপনার প্রতি। আমি জয়, বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় নায়ক (টিভি ও চলচ্চিত্র)। আপনার দোয়ায় গত ১৭ বছর ধরে আমি বাংলাদেশের জনগণের বিনোদনের অন্যতম উৎস হয়ে আছি টিভি পর্দায় এবং সুস্থ চলচ্চিত্রে।' শেখ হাসিনার রাজনীতির ভূয়সী প্রশংসা করে জয় লেখেন, 'আপনি অত্যন্ত দরদি এবং বাংলার মানুষের বিপদের বন্ধু। শুধু তাই নয়, গত নির্বাচনকালীন সময়ে আপনি যে বলিষ্ঠ সাহসী এবং জ্ঞানদীপ্ত আদর্শের উপর বলীয়ান ছিলেন, তা আমাদের মতো মানুষকে আজীবন আপনার নেতৃত্বকে স্যালুট জানানোর অঙ্গীকার করিয়েছে।' পূর্বাচলের এক খণ্ড জমি চেয়ে জয় লেখেন, 'মা, আপনার নিকট একজন শিল্পীর আবেদন, আমার সমসাময়িক সকল শিল্পীই পূর্বাচলে ১০ কাঠা, ৫ কাঠার প্লট পেয়েছে। আমি দেশের বাইরে শুটিংয়ে থাকার জন্য অ্যাপ্লাই করতেই পারিনি। পরবর্তীতে ঝিলমিলে অ্যাপ্লাই করলে লটারিতে তা পায়নি। মা, পূর্বাচলে একটা জমি আমার স্বপ্ন-আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ। আমি আপনার কাছে আবদার করলাম, আপনি আপনার এই সন্তানের আবদার ফেলে দেবেন না আমি জানি (ইনশাআল্লাহ)।' ভাইরাল চিঠিতে একজন উপ-সচিবের সিল রয়েছে। রেফারেন্স হিসেবে তৎকালীন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর সিল ও স্বাক্ষর রয়েছে।

যানজটে আটকে বিরক্ত ইমন, দিয়েছেন ফেসবুক পোস্ট

বিনোদন ডেস্ক : যানজটে আটকে বিরক্ত ইমন পোস্ট দিয়েছেন ফেসবুকে। ঢাকার যানজট কমাতে বিকল্প ব্যবস্থার দাবিও করলেন। জানালেন, রাস্তায় ব্যক্তিগত গাড়ি কম, গণপরিবহন বেশি চান তিনি। তাহলে এই যানজট কমতে পারে। গত বৃহস্পতিবার দীর্ঘ সময় হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন মামনুন ইমন। একটা নতুন সিনেমা নিয়ে মিটিং ছিল তার। সময়মতো সেখানে পৌঁছাতে পারেননি এই অভিনেতা। এমনকি যাদের সঙ্গে মিটিং, তারাও সময়মতো পৌঁছাতে পারেননি। ইমন বলেন, 'দিনের বেশিরভাগ সময় কেটে যাচ্ছে জ্যামে। আগে জ্যামটা সহ্য করা যেতো। কিন্তু দিনকে দিন এটা খুব বাজে দিকে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের রাস্তা পার হতে ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে। এখনই যদি যানজট কমাতে ব্যবস্থা নেওয়া না যায়, তাহলে সামনের দিনগুলোর পরিস্থিতি হবে আরও খারাপ।' তিনি আরও বলেন, 'নতুন অনেক রাস্তা করতে হবে। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সেবার মান বাড়াতে হবে, যাতে সবাই পাবলিক ট্রান্সপোর্টে বেশি যাতায়াত করেন ব্যক্তিগত গাড়ি কম ব্যবহার করে।

অমিতাভের দরজায় মাইকেল জ্যাকসন

বিনোদন ডেস্ক : প্রয়াত পপতারকা মাইকেল জ্যাকসনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলিউড তারকা অমিতাভ বচ্চনের। সেই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি জানান, মাইকেল জ্যাকসন একবার তার দরজায় কড়া নেড়েছিলেন। সম্প্রতি রিয়েলিটি শো কৌন বানেগা ক্রোড়পতিতে সেই ঘটনার বর্ণনা দেন অমিতাভ বচ্চন। দেশটির বেসামরিক পদক পদ্মশ্রী পাওয়া অতিথি ড. অভয় এবং ড. রানি বাঙের সঙ্গে আলাপকালে অমিতাভ জানতে চান তার প্রিয় শিল্পী কে? জবাবে রানি বলেন, মাইকেল জ্যাকসনের নাম। অমিতাভের সঙ্গে যে মাইকেল জ্যাকসনের দেখা হয়েছিল, সেকথাও মনে ছিল রানির। তিনি অমিতাভের কাছে সেই অভিজ্ঞতা জানতে চান। অমিতাভ বচ্চন বলেন, 'একবার নিউইয়র্কের এক হোটেলে উঠেছিলাম। একদিন শুনলাম কেউ একজন দরজা নক করছে। দরজা খুলে দেখি মাইকেল জ্যাকসন! আমি তো আর একটু হলেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে তাকে শুভেচ্ছা জানালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রুমটা আমার কি না। যখন বললাম, হ্যাঁ আমারই রুম, তখন তিনিও নিশ্চিত হলেন যে তিনি ভুল রুমে চলে এসেছিলেন। পরে তিনি নিজের রুমে ফিরে একজনকে পাঠিয়েছিলেন, ভুল করে কার রুমে গিয়েছিলেন সেটা জানার জন্য। আমাদের বসে কথা বলার সুযোগ ছিল। অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি হওয়া সত্বেও তিনি ছিলেন ভীষণ বিনয়ী। তার সঙ্গে প্রথমবার এভাবেই দেখা হয়েছিল আমার।' মাইকেল জ্যাকসনের পরিবেশনার প্রশংসা করে অমিতাভ বচ্চন বলেন, 'আরেকবার যুক্তরাষ্ট্রে মাইকেল জ্যাকসনের একটা অনুষ্ঠান ছিল। নিউইয়র্ক থেকে সেখানে পৌঁছানো খুব ঝামেলার। আমরা যখন হোটেলে পৌঁছাই, আমাদের বলা হল, কোনো রুম নেই! আমরা অনুরোধ করলে বলল, মাইকেল জ্যাকসন ও তার টিম হোটেলের ৩৫০টা রুমই বুক করে ফেলেছেন। অনেক অনুরোধের পর আমরা স্টেডিয়ামের পেছনে জায়গা পেলাম, সেখানে বসে আমরা মাইকেল জ্যাকসনের পরিবেশনা দেখতে পারব। তিনি আসলে অসাধারণ এক শিল্পী। নাচে ও গানে তিনি বিস্ময়কর। ওই অনুষ্ঠানে বজ্রপাতের মতো করতালি পড়ছিল এবং সত্যিই এক জাদুকরী পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।'

নতুন সিনেমার প্রচারে স্বস্তিকা

বিনোদন ডেস্ক : ভারতের কলকাতায় সম্প্রতি আরজিকর-কাণ্ডের প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন টালিউড অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি। সেখানে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের মাঝেই নিজের হাসিমুখের ছবি তিনি তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন।?যা নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছিল। ঘৃণ?্য এ ঘটনার প্রতিবাদে যেখানে ছাত্র-ছাত্রী, গৃহবধূসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নিয়েছেন, সেখানে একজন অভিনেত্রী হয়ে নিজের হাসিমুখে সেলফি তুলে পোস্ট করলেন কিভাবে! ফলে তিনি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন। বিষয়টি কেউ মোটেই ভালোভাবে নেয়নি। এদিকে এবারের পূজায় মুক্তির অপেক্ষায় থাকা স্বস্তিকার নতুন সিনেমার প্রচার শুরু হয়েছে। প্রচারে নামার পরদিনই নতুন একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'উৎসবে ফিরছি না।' যা দেখে তার ভক্তরা হতবাক হয়েছেন।

অর্ণবের স্ত্রীকে দেওয়া হলো হত্যার হুমকি

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশের জনপ্রিয় গায়ক সায়ান চৌধুরী অর্ণবের স্ত্রীকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, হুমকি দিয়ে তার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে অপরাধীরা। গত বৃহস্পতিবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে এ ঘটনা ঘটেছে। ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (সিবিআই) পরিচয় দিয়ে সাইবার অপরাধীরা পাঁচ লাখ টাকা না দিলে সুনিধি নায়েক ও তার বাবাকে হত্যার হুমকি দেয়। এমনকি তার ছবি ডার্ক ওয়েবে ছড়িয়ে দেওয়ারও হুমকি দেয়। জানা গেছে, বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের সাবেক শিক্ষার্থী সুনিধি কর্মসূত্রে শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন। গত বুধবার বাড়িতে একাই ছিলেন তিনি। সেদিন অপরিচিত কয়েকজন ব্যক্তিকে বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা করতে দেখেন তিনি। পরে অজ্ঞাতপরিচয়ের এক ব্যক্তি হায়দরাবাদের সিবিআই পরিচয় দিয়ে তার ফোনে কল করে। সুনিধির বাড়ির একশো মিটারের মধ্যে শান্তিনিকেতন থানা। ঘটনাটি দ্রুত জানাজানি হওয়ায় শান্তিনিকেতনে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিনিকেতন থানা। সংগীতশিল্পী সুনিধি নায়েক জানান, গত বুধবার ফোনে ওই অপরাধীরা তাকে নরেশ গোয়েল নামের এক ব্যক্তির কথা বলে। তাদের অভিযোগ সুনিধি ওই ব্যক্তির অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। তার নামে একটি ক্রেডিট কার্ডও তোলা হয়েছে। এই অপরাধে সুনিধিকে গ্রেপ্তার করা হবে। অভিযোগ ছুঁড়ে কথোপকথন শুরু হলেও, পরে টাকা না দিলে সুনিধি ও তার বাবাকে খুনের হুমকি দিতে থাকে ওই ব্যক্তি। ভয়ে গত বৃহস্পতিবার তাদের ৫ লাখ টাকা পাঠিয়ে দেন এই শিল্পী। সুনিধি বলেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম সত্যিই হয়তো হায়দরাবাদের সিবিআই পুলিশ ফোন করেছেন। পরে বুঝতে পারি এরা জালিয়াত। প্রশাসন ঘটনার তদন্ত করছে।

মাঝরাতে হিরো আলমের বাসায় হামলা

বিনোদন ডেস্ক : গত বুধবার দিবাগত মধ্যরাতে হিরো আলমের ঢাকার বাসায় কে বা কারা হামলা চালিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় এই মর্মে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন এই কনটেন্ট ক্রিয়েটর, জিডি নম্বর-৫৯০। তার দাবী, রাত আনুমানিক ২টায় বেশ কয়েকজন ব্যক্তি তার বাসার দরজায় এলোপাতারি ধাক্কাধাক্কি ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন।

বগুড়া থেকে ঢাকা ফিরেছেন হিরো আলম। ঢাকায় ফিরে কয়েকজন সাংবাদিককে তিনি জানান, তিনি আর রাজনীতিতে থাকতে চান না। এরপর মধ্যরাতে তার বাসায় হামলা করে বেশ কয়েকজন যুবক। তিনি বলেন, 'রাজনীতি করতে গিয়ে অনেকবার আমি প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হয়েছি। বুঝতে পারছি না, কে বা কারা হামলা করেছে।' তিনি জানান, পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, তার বাসায় গিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অপরাধী শনাক্তের চেষ্টা করবে।

অস্কারের জন্য দেশি চলচ্চিত্র আহ্বান

বিনোদন ডেস্ক : ৯৭তম অস্কারে বিদেশি ভাষা (বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম) বিভাগে চলচ্চিত্র মনোনয়নের জন্য বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আহ্বান করা হয়েছে। বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য বেশ কটি শর্ত মানতে হবে আগ্রহীদের। অস্কার বাংলাদেশ কমিটির পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ১ নভেম্বর থেকে চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের আগে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা হতে হবে। এ সিনেমা বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে ধারাবাহিকভাবে সাতদিন প্রদর্শিত হতে হবে। ইংরেজি সাবটাইটেলসহ যেকোনো পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য আগ্রহী চলচ্চিত্র প্রযোজকদের আশীর্বাদ চলচ্চিত্র (৭/৯ ইস্টার্ন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭৩ কাকরাইল) থেকে সিনেমা জমার ফরম ও বিস্তারিত নিয়মাবলী সংগ্রহ করে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর, বিকাল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে। প্রতিবছরের মতো এবারো অস্কারের বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম (বিদেশি ভাষা প্রতিযোগিতা) বিভাগে বাংলাদেশের সিনেমা মনোনয়নের জন্য বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের উদ্যোগে চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ড. মতিন রহমানকে চেয়ারম্যান করে ৭ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের আয়োজনে ২০২৫ সালের ২ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ৯৭তম অস্কারের অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান।